CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-165 ■ 16 March, 2026 ■ আগরতলা ১৬ মার্চ, ২০২৬ ইং ■ ১ চৈত্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

৪ রাজ্য ও ১ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে বিধানসভা ভোটের সূচি ঘোষণা

অসম, কেরালা, পুদুচেরি ও তামিলনাড়ুতে এক দফায় বঙ্গে দুই দফায় ভোট ২৩ ও ২৯ এপ্রিল, ফল ৪ মে

নয়াদিল্লি, ১৫ মার্চ (আইএএনএস)।। চারটি রাজ্য ও একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের বিধানসভা নির্বাচনের সূচি ঘোষণা করল নির্বাচন কমিশন। রবিবার সাংবাদিক সম্মেলনে এই ঘোষণা করেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার।

তিনি জানান, অসম এবং কেরালা-তে এক দফায় ভোটগ্রহণ হবে ৯ এপ্রিল। একই দিনে ভোট হবে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল পুদুচেরি-তেও। অন্যদিকে তামিলনাড়ু-এর ২৩৪টি আসনে এক দফায় ভোটগ্রহণ হবে ২৩ এপ্রিল।

২৯৪ সদস্যের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় এবার দুই দফায় ভোট হবে। প্রথম দফায় ১৫২টি আসনে ভোটগ্রহণ হবে ২৩ এপ্রিল এবং দ্বিতীয় দফায় বাকি ১৪২টি আসনে ভোট হবে ২৯ এপ্রিল।

সব রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ভোটগণনা হবে ৪ মে।

গতবার পশ্চিমবঙ্গে আট দফায় দীর্ঘ এক মাস ধরে ভোটগ্রহণ হয়েছিল। তবে এবার মাত্র দুই দফায় নির্বাচন হওয়ায় তা একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক মহলের পর্যবেক্ষকরা।

নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা করে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার ভোটারদের উদ্দেশে গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগের আহ্বান জানান। বিশেষ করে প্রথমবার ভোট দিতে যাওয়া তরুণ ভোটারদের উদ্দেশে তিনি বলেন, "আপনারা জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় প্রবেশ করতে চলেছেন। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অংশ নিয়ে অবশ্যই ভোট দিন।"

তিনি আরও বলেন, "চুনাও কা পর্ব, হম সবকা গর্বভারতে নির্বাচন হলো গণতন্ত্রের উৎসব।"

এই ঘোষণার মাধ্যমে দেশের অন্যতম রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যে শুরু হয়ে গেল নির্বাচনী লড়াইয়ের প্রস্তুতি। এই নির্বাচনে নির্ধারিত হবে শাসক দল দ্রাবিড় মুন্নেত্র কাজগম-এর নেতৃত্বে মুখ্যমন্ত্রী এম. কে. স্ট্যালিন দ্বিতীয়বারের মতো ক্ষমতায় ফিরতে পারবেন কি না।

অন্যদিকে প্রধান বিরোধী দল অল ইন্ডিয়া আন্না দ্রাবিড় মুন্নেত্র কাজগম-এর নেতা এডাপ্পাডি কে. পালানিস্বামী মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসেবে আবার ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করবেন।

এবারের নির্বাচনে বিশেষ নজর কেড়েছে অভিনেতা বিজয়-এর রাজনৈতিক অভিষেক। তাঁর নতুন দল তামিলাগা ভেট্রি কাজাগাম প্রথমবারের মতো বিধানসভা নির্বাচনে লড়ছে।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এটি অভিনেতা থেকে রাজনীতিক হওয়া বিজয়ের জন্য বড় পরীক্ষা, কারণ তিনি প্রথাগত দ্রাবিড় দলগুলির আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ জানাতে চাইছেন।

তামিলনাড়ুতে সিনেমা ও রাজনীতির দীর্ঘ সম্পর্ক রয়েছে। অতীতে চলচ্চিত্র জগতের ব্যক্তিত্ব যেমন এম জি রামচন্দ্রন এবং জে জয়ললিতা সফলভাবে রাজনীতিতে নেতৃত্ব দিয়েছেন।

বর্তমান বিধানসভায় ডিএমকের দখলে রয়েছে ১৩৩টি আসন। প্রধান বিরোধী দল এআইএডিএমকের সদস্য সংখ্যা ৬৬ এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস-এর রয়েছে ১৮টি আসন।

বাকি আসনগুলিতে রয়েছে পাট্টালি মক্কাল কাচ্চি, বিদুথালাই চিরুথাইগাল কাচি, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি, কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া (মার্কসবাদী) এবং ভারতীয় জনতা পার্টি। আসন্ন নির্বাচনে ডিএমকে কংগ্রেস, বাম দল, ভিসিকে এবং অন্যান্য আঞ্চলিক দলগুলির সঙ্গে জোট বজায় রেখেছে। পাশাপাশি দেশিয়া মুরপোক্কু দ্রাবিড় কাজগাম-কেও জোটে যুক্ত করা হয়েছে।

অন্যদিকে এআইএডিএমকে 'অ্যান্টি-ডিএমকে' ভোট একত্রিত করার চেষ্টা করছে। বিজেপিও তামিলনাড়ুতে নিজেদের রাজনৈতিক প্রভাব বাড়ানোর লক্ষ্য নিয়ে নির্বাচনী

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ত্রিপুরা সহ ৫ রাজ্যে উপনির্বাচন ঘোষণা

অভিজিৎ রায় চৌধুরী

নয়াদিল্লি, ১৫ মার্চ ।। পাঁচটি রাজ্যের মোট ৮টি বিধানসভা আসনে উপনির্বাচনের ঘোষণাও করেছে কমিশন। এই আসনগুলি রয়েছে গোয়া, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক এবং ত্রিপুরা-তে। গুজরাত ও মহারাষ্ট্রের উপনির্বাচন হবে ২৩ এপ্রিল, আর ত্রিপুরা সহ বাকি আসনগুলিতে ভোট হবে ৯ এপ্রিল। সব উপনির্বাচনের ফলও ঘোষণা করা হবে ৪ মে।

উত্তর-পূর্ব ভারতের দুটি বিধানসভা আসনে উপনির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা করল নির্বাচন কমিশন। রবিবার মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার চারটি রাজ্য ও একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের বিধানসভা নির্বাচনের সূচি ঘোষণা করার পাশাপাশি এই উপনির্বাচনের তারিখও জানান।

কমিশন জানিয়েছে, ত্রিপুরা-'ধর্মনগর ও নাগাল্যান্ড-এর কোরিডাং (তফসিলি জনজাতির জন্য সংরক্ষিত) আসনে ভোটগ্রহণ হবে ৯ এপ্রিল। ভোটগণনা হবে ৪ মে।

ধর্মনগর বিধানসভা আসনে উপনির্বাচন প্রয়োজন হয় বিশ্ববন্ধু সেন-এর মৃত্যুর পর। তিনি ছিলেন ভারতীয় জনতা পার্টি-এর নেতা এবং ত্রিপুরা বিধানসভার স্পিকার। ৭২ বছর বয়সি সেন দীর্ঘদিন চিকিৎসাধীন থাকার পর ২০২৫ সালের ২৬ ডিসেম্বর বেঙ্গালুরুর একটি বেসরকারি হাসপাতালে মারা যান।

তিনি চারবার বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছিলেন। ২০০৮ ও ২০১৩ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস-এর প্রার্থী হিসেবে এবং পরে ২০১৮ ও ২০২৩ সালে বিজেপির প্রার্থী হিসেবে একই ধর্মনগর আসন থেকে জয়ী হন।

এদিকে প্রধান বিরোধী দল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্ট ইতিমধ্যে ধর্মনগর উপনির্বাচনে প্রার্থী ঘোষণা করেছে। ৯ মার্চ তারা প্রাক্তন বিধায়ক অমিতাভ দত্ত-কে প্রার্থী করেছে। শাসক বিজেপি ও অন্যান্য দল এখনও তাদের প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেনি।

নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, উপনির্বাচন সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি আগামীকাল ১৬ মার্চ প্রকাশিত হবে। মনোয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন হচ্ছে ২৩ মার্চ। মনোয়নপত্র পরীক্ষা করা হবে ২৪ মার্চ এবং প্রত্যাহারের অন্তিম দিন হচ্ছে ২৬ মার্চ।

অন্যদিকে নাগাল্যান্ডের কোরিডাং আসনে উপনির্বাচন প্রয়োজন হয় প্রবীণ নাগা নেতা ইমকং এল. ইমচেন-এর মৃত্যুর কারণে। তিনি ২০২৪ সালের ১১ নভেম্বর গুয়াহাটির একটি বেসরকারি

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিরোধীদের অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে মন্তব্য এড়ালেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার

নয়াদিল্লি, ১৫ মার্চ (আইএএনএস)।। নিজের বিরুদ্ধে বিরোধীদের আনা অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার। রবিবার চারটি রাজ্য ও একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের বিধানসভা নির্বাচনের সূচি ঘোষণা করার সময় তিনি বলেন, এই বিষয়ে আলোচনায় যেতে চায় না নির্বাচন কমিশন।

সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে সিইসি বলেন, "এই ধরনের আলোচনায় কমিশন যেতে চায় না।" একই সঙ্গে তিনি জানান, ভারতে নির্বাচন সংবিধান ও আইন মেনেই অনুষ্ঠিত হয় এবং ভোট প্রক্রিয়ায় কোনও ধরনের হিংসা বা প্রলোভন বরদাস্ত করা হবে না।

এদিকে তাঁর এই মন্তব্য এসেছে এমন সময়ে যখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন এবং ভোটার তালিকার বিশেষ সংশোধন নিয়ে কলকাতার এসপ্ল্যানেড এলাকায় ৬ ফেব্রুয়ারি থেকে অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করেছেন।

অন্যদিকে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ সৌগত রায় শুক্রবার জানান, মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে অপসারণের প্রক্রিয়া শুরু করতে লোকসভা ও রাজ্যসভায় নোটিস জমা দেওয়া হয়েছে।

রয় বলেন, এই পদক্ষেপ সংবিধান ও আইনি বিধি মেনেই নেওয়া হয়েছে এবং পরবর্তী ধাপে বিষয়টি খতিয়ে দেখতে একটি কমিটি গঠন করা হবে। তাঁর অভিযোগ, ভোটার তালিকা সংশোধনের সময় বহু মানুষের নাম বাদ

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পদ্ম শিবিরে সিটুা নেতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কদমতলা, ১৫ মার্চ ।। উত্তর ত্রিপুরার কদমতলা-কুর্তি বিধানসভা এলাকায় রাজনৈতিক অঙ্গনে নতুন চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। দীর্ঘদিনের সিপিআইএম নেতা ও সিটুর ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির সদস্য সজীব কুমার সিংহ আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতীয় জনতা পার্টিতে (বিজেপি) যোগদান করেছেন।

রবিবার দুপুর প্রায় বারোটা নাগাদ কদমতলা-কুর্তি বিধানসভার ৪৬ নম্বর বুথের অন্তর্গত পূর্ব ফুলবাড়ী গ্রামের ৫ নম্বর ওয়ার্ডে নিজের বাসভবনে এক সমর্থনী সভার আয়োজন করা হয়। সেই সভার মধ্য দিয়েই তিনি সিপিআইএমের সঙ্গে দীর্ঘদিনের সম্পর্ক ছিন্ন করে বিজেপির পতাকা হাতে তুলে নেন।

এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান মিহির রঞ্জন নাথ এবং কদমতলা মন্ডলের সম্পাদক সুভাষ দাস। তারা সজীব কুমার সিংহকে

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নাম না করে প্রদ্যোতকে নিশানা

হিন্দিভাষী থানসা নেতা ত্রিপুরার জন্য খুবই সমস্যা ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ মার্চ ।। যারা শুধুমাত্র হিন্দি ভাষায় কথা বলে এবং থানসা নিয়ে কথা বলে, তারা ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য খুবই সমস্যা প্রবণ এবং কেউ কেউ এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হওয়ারও স্বপ্ন দেখছেন। মুখ্যমন্ত্রী না হয়েও টিটিএএডিসিতে যেভাবে নৈরাজ্য ও দুর্নীতির রাজত্ব চলছে, তাতে মুখ্যমন্ত্রী হলে কী হবে সেটা মানুষ বুঝতে পারেন। আজ আগরতলার রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে ভারতীয় জনতা পার্টির উদ্যোগে আয়োজিত এক যোগদান সভায় উপস্থিত থেকে এভাবেই কথা বললেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, আজ ১,৩৩৬ পরিবারের ৩,১৮৯ জন ভোটার ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করছেন। আমি ভারতীয় জনতা পার্টি ত্রিপুরা প্রদেশের পক্ষ থেকে তাদের স্বাগত জানাই। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমরা সবাই নিজের মাতৃভাষায় কথা বলি এবং এরজন্য গর্বিত বোধ করি। যার যার মাতৃভাষায় বক্তব্য রাখলে সাধারণত সেই গোষ্ঠীর নেতা (লিডার) হওয়া যায়। কিন্তু আমি যদি থানসা থানসা করি, অথচ থানসার কথা জানি না। তবে লিডার কোথা থেকে এলো। যেমন এখানে আমাদের লিডার কে? রেবতী ত্রিপুরা আমাদের লিডার। উনি ককবরক ভাষায় কথা বলেন। আর কে কথা বলেন? বিকাশ দেববর্মা। কিন্তু আমি যদি হিন্দি ভাষায় কথা বলি, আবার আপনাদের লিডার! তবে এটা কি ধরণের লিডার? আর এটাই বুঝতে হবে। আপনাদের লিডার বাছতে হলে উনাদের মতো লিডার খুঁজতে হবে।

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ধর্মনগরে কংগ্রেসের নির্বাচনী সভা সংগঠন শক্তিশালী করার বার্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৫ মার্চ ।। আসন্ন ৫৬ নম্বর ধর্মনগর বিধানসভা উপনির্বাচনকে সামনে রেখে রবিবার ধর্মনগরে রাজনৈতিক সভার আয়োজন করেছে জেলা কংগ্রেস। ধর্মনগরের কালিদিঘীর পাড়ে নেতাজী মূর্তির পাদদেশে অনুষ্ঠিত এই সভায় দলের নেতৃবৃন্দ এবং কর্মী—সমর্থকদের ব্যাপক উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। সভায় উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ সাহা, ধর্মনগর জেলা কংগ্রেসের সভাপতি দ্বিগবিজয় চক্রবর্তী এবং প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সদস্য চয়ন ভট্টাচার্য। এছাড়াও জেলা কংগ্রেস কমিটির সদস্যসহ

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

শান্তিরবাজার ইলেক্ট্রিক অফিসে এক সপ্তাহে দুবার অগ্নিকান্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১৫ মার্চ ।। শান্তিরবাজারের পুরাতন ইলেক্ট্রিক অফিস চত্বরে যেন আগুনের খেলা থামছেই না। এক সপ্তাহের ব্যবধানে রবিবার আবারও ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে ওই চত্বরে। একই স্থানে বারবার আগুন লাগার ঘটনায় ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাদের অভিযোগ, বিদ্যুৎ দপ্তরের গাফিলতির কারণেই বারবার এমন ঘটনা ঘটছে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, রবিবার হঠাৎই শান্তিরবাজার পুরাতন ইলেক্ট্রিক অফিস চত্বরে

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

হরমুজ প্রণালী পেরিয়ে নিরাপদে ফিরল ভারতীয় এলপিজি জাহাজ

নয়াদিল্লি, ১৫ মার্চ (আইএএনএস)।। পশ্চিম এশিয়ায় উত্তেজনার মাঝেও হরমুজ প্রণালী দিয়ে নিরাপদে দেশে ফিরেছে ভারতের দুটি এলপিজি বহনকারী জাহাজ। এই ঘটনাকে ভারতের কূটনৈতিক সাফল্যের উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে এক প্রতিবেদনে।

রিপোর্টে বলা হয়েছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েল-ইরান উত্তেজনার কারণে বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জ্বালানি রুট হরমুজ প্রণালী এখন অত্যন্ত স্পর্শকাতর অবস্থায় রয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে ভারতীয় পতাকাবাহী এলপিজি ট্যাঙ্কার শিবালিক ও নন্দা দেবী-র নিরাপদ যাত্রা ভারতের কৌশলগত ভারসাম্যপূর্ণ কূটনীতির ইঙ্গিত দিচ্ছে। জাহাজ দুটি পরিচালনা করে শিপিং কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া। সরকারি সূত্রে জানানো হয়েছে, ইরানসহ সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির সহযোগিতায় সতর্ক সমন্বয়ের মাধ্যমে এই যাত্রা সম্পন্ন হয়েছে।

এই প্রক্রিয়ার পেছনে একাধিক কূটনৈতিক আলোচনা এবং পরিস্থিতির ওপর ঘনিষ্ঠ নজরদারি ছিল। জানা গেছে, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান-এর সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেন। পাশাপাশি বিদেশমন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর তাঁর ইরানি সমকক্ষ সৈয়দ আব্বাস আরাঘচি-র সঙ্গে সমুদ্রপথের নিরাপত্তা ও জ্বালানি সরবরাহ নিয়ে আলোচনা করেন।

বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ঘটনা শুধু দুটি জাহাজের নিরাপদ যাত্রার বিষয় নয়। হরমুজ প্রণালী বিশ্বের

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

জাগরণ আগরতলা, ১৬ মার্চ, ২০২৬ ইং
১ চৈত্র, সোমবার, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

গ্লোবাল ওয়ার্মিং- নামিতেছে জলস্তর

বিশ্বে জলবায়ু পরিবর্তন, দাবদহের দাপাদাপি, অরণ্য ধ্বংস ভূমি ক্ষয়ের ধাক্কা লাগিতেছে উত্তর পূর্বের অসম, ত্রিপুরা মেঘালয় নাগাল্যান্ড মিজোরাম অরুণাচল থেকে মায়ানমার সীমান্ত রাজ্য মণিপুরে। অবাধে অরণ্য ধ্বংস, মেঘালয়ে বে আইনি ভাবে কয়লা উট্রোলন পাথর সরানো ও দাবদহে সমস্ত উত্তর পূর্বেই জলস্তর নামিতেছে। ভূমিক্ষয় রোধ করা যাইতেছে না।এর প্রভাবে উত্তর পূর্ব ভূমি কম্পনের দীর্ঘ মেয়াদী জোনে পরিনত হইয়াছে। সাম্প্রতিক সময়ে আবার ভু কম্পনের ধাক্কায় আতঙ্কের পরিবেশ গড়িয়া উঠিয়াছে, বিশ্ব জুড়িয়াই জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব পড়িয়াছে অসম ত্রিপুরা সহ সমগ্র উত্তর পূর্বে।

বেশ কজন পরিবেশবিদ, বিজ্ঞানীরাও জলবায়ু পরিবর্তনের কু প্রভাব উত্তর পূর্বে পড়িবে বলিয়া জানাইয়াছেন। যাহার প্রভাবে রহ্মপুত্র ও তার শাখানদীগুলির জলস্তর নামিয়াছে , নদী ছাড়াও নির্বিচারে জল উত্তোলনের ফলে জলস্তর নামিয়া যাইতেছে। প্রকৃতিও মানুষের প্রতি আক্রমণের জন্য তৈরি হইতেছে।এক পরিবেশ বিজ্ঞানী দুলাল গোস্বামীর কথায় গুয়াহাটির কাছে ব্রহ্মপুত্রের পাড়ে গেলেই দেখা যাইতেছে জলস্তর ৩/৪ ফুট নীচে নামিয়াছে। স্বাভাবিকের থেকে এই নিম্নমুখি জলস্তর অশনি সংকেত দিতেছে। তার মতে জলস্তর নামার কারোণ জলবায়ু ও আবহাওয়ার পরিবর্তন। মার্কিন মুলুকে ভয়াবহ টর্নেডো ও সমুদ্র পৃষ্ঠের জলস্তরের অস্বাভাবিক বৃদ্ধির মূলে এই জলবায়ু পরিবর্তন।

গ্রীষ্মে জলস্তর নীচে নামে ও বর্ষায় জলস্তর বাড়ি য়া যাওয়া, ভয়াবহ বন্যা সবই হইতেছে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে,বিশ্ব উষ্ণায়ণের প্রভাবে উত্তর পূর্বের অসম, ত্রিপুরা, মেঘালয়, নাগাল্যান্ড, মিজোরাম, অরুণাচল থেকে মায়ানমার সীমান্ত রাজ্য মণিপুরে জল বিদ্যুৎ উৎপাদন কমিয়াছে। পরিবেশবিদ ও পরিবেশ বিজ্ঞানীদের কথায় কপিনি জল বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে ১২০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উতপাদনের কথা, জলস্তর নামায় বর্তমানে তা ৩০-৪০ মেগাওয়াট হয়ে দাঁড়াইয়াছে, এই ভাবে জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদন ব্যহত হইতেছে। পানীয় জলের ক্ষেত্রে শহর অঞ্চলে ব্যপক প্রভাব লক্ষ্য করা যাইতেছে। ভু গর্ভস্থ জলের স্তর কমে যাওয়ায় ভূমিক্ষয়ের সম্ভাবনা তীর হইয়া উঠিয়াছে, জল সংরক্ষণের অভাব ও জল চুরির কারনে এই পরিস্থিতি তৈরি হইতেছে। এর ফলে বিশুদ্ধ পানীয় জল থেকে বঞ্চিত সাধারণ মানুষ। জৈব বৈচিত্রের সঙ্কটের প্রভাবে পরিবেশ ভেদে জলের গুণোমানের পরিবর্তন হইতেছে।ফলে জলবায়ুর পরিবর্তন, জল সংরক্ষণ ও পরিবেশ সংরক্ষণের অভাবে আগামী দিনে অসম, নাগাল্যান্ড, মণিপুর, মিজোরাম, মেঘালয় অরুণাচল্লদেশ, সিকিম সহ উত্তর পূর্বে প্রাকৃতিক সংকট তৈরি হতে চলেছে বলে মনে করছেন পরিবেশবিদ ও পরিবেশ বিজ্ঞানীরা, মেঘালয়ে অবৈধ কয়লাখনি, থেকে কয়লা চুরি, নাগাল্যান্ডে অরণ্য ধ্বংস, বন্যপ্রাণী হত্যা মণিপুরে অরণ্য ধ্বংস, ব্যপক প্রাকৃতিক সমস্যার ইঙ্গিত দিতেছে। জলস্তর নামা, চিনার ভাঁজ ফেলিয়াছে পরিবেশবিদের কপালে।

বেলজিয়াম সফরে যাচ্ছেন বিদেশমন্ত্রী জয়শঙ্কর, ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার নিয়ে আলোচনা

নয়াদিল্লি, ১৫ মার্চ (আইএএনএস): ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে কৌশলগত সম্পর্ক আরও শক্তিশালী করতে রবিবার বেলজিয়াম সফরে যাচ্ছেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর। তিনি ১৬ মার্চ পর্যন্ত ব্রাসেলস-এ অবস্থান করবেন বলে জানিয়েছে বিদেশ মন্ত্রক।

এই সফরের সময় তিনি ইউরোপীয় ইউনিয়ন-এর বিদেশবিষয়ক পরিষদের বৈঠকে যোগ দেবেন এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের নেতৃত্ব ও বেলজিয়ামের প্রতিনিধিদের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করবেন।

জানা গেছে, ইউরোপীয় ইউনিয়নের উচ্চ প্রতিনিধি ও ভাইস প্রেসিডেন্ট কাজা ক্যালাস-এর আমন্ত্রণেই এই সফর করছেন জয়শঙ্কর।

সম্প্রতি অনুষ্ঠিত ১৬তম ভারত-ইইউ শীর্ষ সম্মেলন-এর পরপরই এই সফর অনুষ্ঠিত হচ্ছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রকের মতে, ওই বৈঠকে হওয়া আলোচনা ও সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে ভারত-ইইউ কৌশলগত অংশীদারিত্বকে আরও গভীর করার লক্ষ্যেই এই সফর।

সফরের সময় জয়শঙ্কর ইউরোপীয় ইউনিয়নের শীর্ষ নেতৃত্বের পাশাপাশি বেলজিয়াম এবং অন্যান্য ইইউ সদস্য দেশের বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গেও বৈঠক করবেন।

২০২৬ সালে ভারত ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের সম্পর্ক এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে। দীর্ঘদিনের কৌশলগত অংশীদারিত্ব এখন বাণিজ্য, নিরাপত্তা, প্রযুক্তি, টেকসই উন্নয়ন এবং বৈশ্বিক নানা ইস্যুতে আরও ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় পরিণত হয়েছে।

এই প্রেক্ষাপটে ভারত ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে ঐতিহাসিক মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি বা ভারত-ইইউ মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি-ও চূড়ান্ত হয়েছে। বিশাল পরিসরের জন্য একে অনেকেই "সব চুক্তির জননী" বলেও উল্লেখ করছেন। এই চুক্তির মাধ্যমে প্রায় ২০০ কোটির বেশি মানুষের বাজার এবং বিশ্বের মোট জিডিপির প্রায় এক-চতুর্থাংশ জুড়ে একটি অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য অঞ্চল গড়ে উঠবে।

উল্লেখ্য, ভারত-ইইউ মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির আলোচনা প্রথম শুরু হয় ২০০৭ সালে, তবে ২০১৩ সালে তা স্থগিত হয়ে যায়। পরে ২০২২ সালে আবার আলোচনা শুরু হয় এবং ২০২৫ সালের শেষের দিকে তা দ্রুত এগোতে থাকে।

অবশেষে গত ২৭ জানুয়ারি নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত ১৬তম ভারত-ইইউ শীর্ষ সম্মেলনে এই আলোচনার সফল সমাপ্তি ঘটে। ওই সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভন ডের লেইন এই চুক্তিকে একটি ঐতিহাসিক মাইলফলক বলে উল্লেখ করেন।

ইরানে যুদ্ধ চালাচ্ছে কে, মানুষ নাকি এআই

রিটন খান

ইরানের যুদ্ধই প্রথম কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তানির্ভর যুদ্ধ নয়। কিন্তু এই প্রথম এমন একটা যুদ্ধ দেখা যাচ্ছে, যেখানে এআই নেহাত কেরানির কাজ করছে না; বরং প্রায় স্টেজ ম্যানেজারের মতো আলো-আঁধারি, প্রবেশ-প্রস্থান, সংলাপসব একাই সামলে দিচ্ছে। মানুষজন মঞ্চে আছে বটে, কিন্তু তাদের কাজ ক্রমশ 'হ্যাঁ স্যার, সই করে দিলাম' গোত্রের হয়ে যাচ্ছে।

এখানে আধুনিকতার যে আত্মপ্রশংসা লুকিয়ে আছে, তা যেমন চমকপ্রদ, তেমনি ভয়ংকরও। কারণ, সভ্যতা যত এগোয়, সে প্রায়ই হত্যার কায়দাকে আরও পরিচ্ছন্ন, দ্রুত এবং নৈতিক ভাষায় মুড়ে ফেলে। সেই শিরদাঁড়া ঠান্ডা করা ভদ্রতাই এখানে আসল বিষয়।

যুদ্ধ এখন আর কেবল বন্দুকের ব্যবসা নয়, ড্যাশবোর্ডেরও ব্যবসা। যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন পোস্ট-এর এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, অপারেশন এপিক ফিউরির প্রথম ২৪ ঘণ্টায় যুক্তরাষ্ট্র প্রায় ১ হাজারটি লক্ষ্যবস্তু বাছাই ও অগ্রাধিকার নির্ধারণ করতে ম্যাভেন স্মার্ট সিস্টেম ব্যবহার করেছে। একই সূত্র বলছে, পালানটিরের তৈরি এই সিস্টেম স্যাটেলাইট, নজরদারি, ড্রোন ফুটেজ ও অন্যান্য গোয়েন্দা তথ্য একত্র করে রিয়েল টাইম টার্গেটিং ও টার্গেট-প্রায়োরিটাইজেশনে সাহায্য করছে। যুদ্ধের ভাষায় একে বলা হয় দক্ষতা। আর সাধারণ ভাষায় একে বলে হত্যাকে অ্যাসেম্বলি লাইনে তোলা। শোনা যাচ্ছে, ম্যাভেনের ভেতরে এখনো ক্লডনির্ভর ব্যবস্থাই ব্যবহৃত হচ্ছে; অথচ একই সময়ে পেন্টাগন ক্লডের নির্মাতা প্রতিষ্ঠান অ্যানথ্রপিককে সাপ্লাই-চেইন রিস্ক বা সরবরাহ-শৃঙ্খলের ঝুঁকি বলে চিহ্নিত করেছে। রয়টার্স জানাচ্ছে, এই তকমা কার্যকর হওয়ার ফলে পেন্টাগনের জন্য কাজ করা ঠিকাদারেরা অ্যানথ্রপিকের প্রযুক্তি ব্যবহার করতে পারবে না।

পালানটিরের তৈরি ম্যাভেন স্মার্ট সিস্টেম স্যাটেলাইট, নজরদারি, ড্রোন ফুটেজ ও অন্যান্য গোয়েন্দা তথ্য একত্র করে রিয়েল টাইম টার্গেটিং ও টার্গেট-প্রায়োরিটাইজেশনে সাহায্য করছে। আবার একই সময়ে নানা প্রতিবেদন জানাচ্ছে, বাস্তবে ক্লডকে পুরোপুরি সরিয়ে ফেলা এতটা সহজ হচ্ছে না। কারণ, সেটি যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার রন্ধ্রে রন্ধ্রে ইতিমধ্যেই গেঁথে গেছে। আধুনিক রাষ্ট্রের এই দ্বিমুখিতা নতুন কিছু নয়। যে প্রযুক্তিকে দরকার, তাকে আগে কোলে তোলো; পরে সে সীমা টানতে চাইলে তাকে সন্দেহজনক বলে দাগিয়ে দাও। রাজনীতির ইতিহাসে এর নাম নীতি নয়, এর নাম সুবিধা।

সিস্টেম নিজে বোমা ফেলে নাএই কথাটা বারবার এমনভাবে বলা হচ্ছে, যেন তাতেই নৈতিকতার শংসাপত্র বা ছাড়পত্র পাওয়া যায়। 'ও তো গুলি চালায়নি, শুধু কাকে গুলি করা উচিত, তার তালিকা বানিয়েছে'এই যুক্তির মধ্যে সেই পুরোনো আমলাতান্ত্রিক নিষ্কৃতির গন্ধ আছে। কসাইখানার নকশা যিনি আঁকলেন, তাঁর হাত রক্তে ভেজেনি, কাজেই তিনি নির্দোষ!

ম্যাভেন কমান্ডারের টেবিলে লক্ষ্যবস্তুর একটি অগ্রাধিকারের তালিকা তুলে দেয়, অর্থাৎ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নাকি এখনো মানুষের হাতেই। কিন্তু সিদ্ধান্ত যখন বিপুল গতি ও ডেটার ভারে এমন সিস্টেম-নির্ধারিত প্রস্তাবের মোড়কে আসে, তখন মানুষ কতখানি বিচার করছে আর কতখানি শুধু অনুমোদন দিচ্ছে, সেই প্রশ্নটাই আসল।

লুপের মধ্যে মানুষ আছে কথাটা অনেক সময় নৈতিকতার সিঁদুরটুকুর মতো; বিয়েটা অন্যত্র সেরেই ফেলা হয়েছে! ২০০৩ সালের ইরাক আক্রমণের সময় এই ধরনের টার্গেট চিহ্নিতকরণে প্রায় ২ হাজার জন বিশ্লেষক লাগত; আর এখন সেই কাজ নাকি প্রায় ২০ জনের আশপাশে নামিয়ে আনা গেছে। এমন তথ্য চলতি প্রতিবেদনে উঠে এসেছে। এই তুলনা শুধু প্রযুক্তিগত উন্নতির গল্প নয়। এটি রাষ্ট্রের সেই পুরোনো স্বপ্নের গল্প, যেখানে যুদ্ধ থেকে ঘর্ষণ সরিয়ে ফেলা হবে, দ্বিধা সরিয়ে ফেলা হবে, মানবিক বিলম্ব সরিয়ে ফেলা হবে। যুদ্ধ যেন হয়ে উঠবে একটি নির্বিঘ্ন সফটওয়্যার প্রসেস! কার্ল ফন ক্লজভিৎজ আজ বেঁচে থাকলে হয়তো বলতেন, 'যুদ্ধ হলো রাজনীতির অন্য মাধ্যম।' আমাদের কালে সেটাকে খানিকটা আপডেট করে বলতে হয়, যুদ্ধ হলো রাজনীতির এপিআই কল!

আধুনিক রাষ্ট্রের এই দ্বিমুখিতা নতুন কিছু নয়। যে প্রযুক্তিকে দরকার, তাকে আগে কোলে তোলো; পরে সে সীমা টানতে চাইলে তাকে সন্দেহজনক বলে দাগিয়ে দাও। রাজনীতির ইতিহাসে এর নাম সুবিধা।

বিশেষজ্ঞরা একটি অদ্ভুত তুলনা টেনেছেন, ম্যাভেন নাকি কেবল টার্গেটই বানায় না, কখনো কখনো কোন ইউনিট কোন মিশনে যাবে, সেই মেলবন্ধনেও সাহায্য করে। উবার যেমন যাত্রী ও ড্রাইভারকে জুড়ে দেয়, ঠিক তেমনি! শুনতে খুব ঝকঝকে, দক্ষ ও স্টার্টআপ-ধর্মী মনে হয়। কিন্তু এখানেই সবচেয়ে বেশি গা ছমছম করে ওঠে। কারণ, উবারে ভুল ম্যাচ হলে কেউ হয়তো একটু দেরিতে বাড়ি পৌঁছায়। কিন্তু যুদ্ধে ভুল ম্যাচ হলে একটি গ্রাম, একটি হাসপাতাল, একটি স্কুলে থাকা নিরীহ মানুষজন ইতিহাস থেকে চিরতরে বাদ পড়ে যায়। সিলিকন ভ্যালির রূপক যুদ্ধক্ষেত্রে এসে পড়লে রসিকতা ফুরোয়, দায়িত্বের প্রশ্ন শুরু হয়। এআই এখন ড্রোন ন্যাভিগেশন, নজরদারি ও তথ্য প্রক্রিয়াকরণে বড় ভূমিকা নিয়েছে। গাজায়ও বিভিন্ন এআই ব্যবস্থা ব্যবহৃত হয়েছে। ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা বাহিনীর এক প্রাক্তন চিফ অব স্টাফ বলেছেন, একটি সিস্টেম প্রতিদিন প্রায় ১০০টি টার্গেট তৈরি করতে পারত, যেখানে আগে বছরে মাত্র ৫০টির মতো হতো। এই তুলনাগুলোর মধ্যে যুদ্ধের শিল্পায়নের গল্প লুকিয়ে আছে। আগে যেখানে লক্ষ্যবস্তু খোঁজা ছিল দুরূহ, বিরল ও ধীর; এখন তা হয়ে উঠছে ধারাবাহিক, স্কেলযোগ্য ও যান্ত্রিক। একসময় হয়তো কতজন মরল তা হিসাব না করে কত কম সময়ে কতটা মারাত্মক প্রক্রিয়া চালানো গেল সেই দক্ষতার হিসাব করা হবে। মানবসভ্যতার অনেক উন্নতির ইতিহাসই আসলে এই বাক্যটির ফুটনোট: 'আমরা নৃশংসতাকে আরও কার্যকর করেছি।' এবার নির্ভুলতার কথায় আসা যাক। এখানেই প্রযুক্তির পাঞ্জাবির ভাঁজ খুলে যায়। ব্লুমবার্গে প্রকাশিত এবং অন্যত্র উদ্ধৃত তথ্য অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রের ১৮তম এয়ারবর্ন কোরের মানব বিশ্লেষকেরা যেখানে প্রায় ৮৪ শতাংশ সময় সঠিক অবজেক্ট শনাক্ত করতে পেরেছেন, সেখানে ম্যাভেনের সাফল্যের হার প্রায় ৬০ শতাংশ। কিছু পরিবেশে এই হার আরও কমেছে বলেও উল্লেখ আছে। ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা বাহিনীর এক প্রাক্তন চিফ অব স্টাফ বলেছেন, একটি সিস্টেম প্রতিদিন প্রায় ১০০টি টার্গেট তৈরি করতে পারত, যেখানে আগে বছরে মাত্র ৫০টির মতো হতো।

অর্থাৎ যুদ্ধক্ষেত্রে এই সিস্টেম এখনো এমন পর্যায়ে পৌঁছায়নি যে তাকে অব্যর্থ ভবিষ্যদ্বক্তা বলা যায়। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, মানুষেরা মেশিনকে যতই ভবিষ্যদ্বক্তা ভাবতে শুরু করে, ততই তার ভুলকে কম প্রশ্ন করে। ৬০ শতাংশ সাফল্য পরীক্ষাগারে একরকম সংখ্যা, কিন্তু বোমারু বিমানের ছায়ায় সেটি অন্য অর্থ পায়। সেখানে বাকি ৪০ শতাংশ কেবল একটি পরিসংখ্যান নয়; সেটি হতে পারে ভুল মানুষ, ভুল ঘর, ভুল জীবন।

এখানেই আসে কগনিটিভ অফলোডিংয়ের প্রসঙ্গ। মানে বিশ্লেষণ, তুলনা, প্রাথমিক সিদ্ধান্ত, প্যাটার্ন চেনা, সন্দেহ তোলামস্তিষ্কের এই কাজগুলো ধীরে ধীরে অ্যালগরিদমের হাতে তুলে দেওয়া। গবেষক ও বিশ্লেষকেরা বহুদিন ধরে বলে আসছেন, এআই যদি দীর্ঘ দিন ধরে এই বিশ্লেষণাত্মক কাজ করতে থাকে, তবে মানব-অপারেটরদের নিজেদের ভুল ধরার ক্ষমতা ক্ষয়ে যেতে পারে। মানুষ ভাবতে শুরু করে, মেশিন যখন দেখেছে, নিশ্চয়ই ঠিকই দেখেছে। এটিই হলো অটোমেশন বায়াসের যুদ্ধসংস্করণ।

আগে মানুষ মানচিত্রে চোখ বুলিয়ে ভুল করত, এখন মানুষ স্ক্রিনে ভেসে ওঠা আত্মবিশ্বাসী সুপারিশের সামনে মাথা নোয়ায়। আগের ভুল ছিল মানবিক, এখনকার ভুল প্রযুক্তিনির্ভর; ফলে তা আরও নিরীহ দেখায়। কিন্তু নিরীহ দেখানো আর নিরীহ হওয়া এক কথা নয়। যুদ্ধে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় কমে আসছে, এটাকেই অনেকেই ডিসিশন কম্প্রেশন বলেন। আগে একটি হামলার আগে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, কখনো দিন, কখনো তার চেয়েও বেশি সময় ধরে আলোচনা, যাচাই, বিরোধিতা, মন্থরতা, নৈতিক অস্বস্তি, গোয়েন্দা ব্যাখ্যা, মাঠ-রিপোর্ট, কমান্ড চেইনসব মিলিয়ে একধরনের ঘর্ষণ ছিল। যুদ্ধের পক্ষে সেই ঘর্ষণ বিরক্তিকর হতে পারে, কিন্তু মানুষের পক্ষে সেটাই কখনো কখনো শেষ প্রতিরোধ। এআই এসে সেই ঘর্ষণ কমায়। একে সামরিক ভাষায় গতি বলা হয়, আর নীতির ভাষায় একে বলা যায় বিবেকের সংকোচন।

আগে মানুষ মানচিত্রে চোখ বুলিয়ে ভুল করত, এখন মানুষ স্ক্রিনে ভেসে ওঠা আত্মবিশ্বাসী সুপারিশের সামনে মাথা নোয়ায়। আগের ভুল ছিল মানবিক, এখনকার ভুল প্রযুক্তিনির্ভর।

হ্যামলেটের যুগে মানুষ প্রশ্ন করত, অস্তিত্ব থাকবে, নাকি থাকবে না। আর এআই-যুদ্ধের যুগে প্রশ্নটা যেন যাচাই করব, নাকি করব না। আর যেহেতু যুদ্ধক্ষেত্রে সব সময় তাড়া থাকে, তাই উত্তর আসে; পরে দেখা যাবে। কিন্তু পরে সাধারণত কিছুই দেখা যায় না, শুধু ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়।

আরেকটি জিনিস লক্ষণীয়। পেন্টাগন, প্রতিরক্ষা ঠিকাদার, এআই কোম্পানি, নৈতিকতাবিষয়ক জনসংযোগ, আদালত, বাজারসব একসঙ্গে জড়িয়ে গেছে। একদিকে অ্যানথ্রপিক নীতিগত সীমা টানতে চাইছে বলে দাবি করেছে, আবার পেন্টাগন সেটিকে নিজেদের কাজের বাধা হিসেবে দেখছে। ওপেনএআই সব বৈধ উদ্দেশ্যের জন্য বিস্তৃত ভাষার সুযোগ নিয়ে যুদ্ধের দরজা খুলে দিয়েছে বলে প্রতিবেদন এসেছে। ঠিকাদারেরা বিকল্প মডেল খুঁজছে, অথচ যুদ্ধের ময়দানে ইতিমধ্যেই এআই চালু হয়ে গেছে। অবস্থাটা এমন, যেন মহাভারতের যুদ্ধ শুরুর পর সভায় বসে অস্ত্রের ব্যবহারবিধি নিয়ে কমিটি গঠন করা হচ্ছে!

এই বৈপরীত্যটি বোঝা জরুরি। কারণ, প্রযুক্তির নৈতিক সীমারেখা যুদ্ধ শুরুর আগে না টানলে, যুদ্ধের ডামাডোলে তা প্রায় সর্বদাই পায়ের দাগে মুছে যায়। বিপদটি তাই শুধু এই নয় যে এআই যুদ্ধকে দ্রুততর করেছে; এআইয়ের আসল বিপদ হলো, এটি মানুষকে আরও বেশি দায়হীন করে তুলতে পারে।

এ ক্ষেত্রে দায় এড়ানোর এক মহোৎসব দেখা যেতে পারে। কমান্ডার হয়তো বলবেন, সিস্টেমটি অগ্রাধিকার দিয়েছিল; অপারেটর বলবেন, অনুমোদন ওপরমহল থেকে এসেছে; কোম্পানি বলবে, তারা শুধু একটি টুল তৈরি করেছে; আর সরকার হয়তো বলবে, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত তো মানুষই নিয়েছে! অ্যালগরিদম অবশ্য কিছুই বলবে না। এভাবেই দায়িত্ববোধ কুয়াশার মতো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। আর মানবিকতার সবচেয়ে বড় বিপর্যয় অনেক সময় শুধু হত্যার মধ্যে থাকে না; হত্যার পর এটা 'আমার সিদ্ধান্ত নয়' বলে দায় এড়ানোর যে ভদ্রতা-মাখা শূন্যতা তৈরি হয়, তার মধ্যেই থাকে।

এআই যুদ্ধ চালাচ্ছে কথাটা আক্ষরিক অর্থে বলা হয়তো ঠিক হবে না; কারণ, অস্ত্র এখনো মানুষই চালায়, রাষ্ট্রই সিদ্ধান্ত নেয়, কমান্ড চেইনও রয়ে গেছে।

গাজা ও ইউক্রেন যুদ্ধে এআইয়ের উপস্থিতি ছিল। ইরানে এসে মনে হচ্ছে, এআই আর নেপথ্য চরিত্র নেই, বরং কুশীলবদের মধ্যে সবচেয়ে প্রভাবশালী হয়ে উঠেছে। তবু এআই যুদ্ধ চালাচ্ছে কথাটা আক্ষরিক অর্থে বলা হয়তো ঠিক হবে না; কারণ, অস্ত্র এখনো মানুষই চালায়, রাষ্ট্রই সিদ্ধান্ত নেয়, কমান্ড চেইনও রয়ে গেছে। কিন্তু এটুকু বলা ন্যায্য যে এআই এখন যুদ্ধের তাল, গতি, বাছাই, প্রাথমিক বিচার এবং অনুমোদনের পরিবেশ এমনভাবে তৈরি করছে যে মানুষ সেখানে ক্রমশ পরিচালকের বদলে শুধুই সাক্ষী হয়ে উঠছে। সেই কারণেই উদ্বেগটা শুধু প্রযুক্তিগত নয়; বরং নৈতিক, রাজনৈতিক এবং সভ্যতাগত। যুদ্ধ বরাবরই মানুষকে পশু করে। এআই-যুদ্ধের সম্ভাব্য সর্বনাশ হলো, এবার মানুষ পশু না হয়েও পশুত্বকে আরও সুশৃঙ্খল করতে শিখছে!

'হরমুজের ছায়া, পৃথিবীর ক্ষুধা'

সুদীপ ঘোষ

পশ্চিম এশিয়ার মরুভূমিতে যুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠলে তার আলো শুধু আকাশ লাল করে না; তার দীর্ঘ ছায়া ধীরে ধীরে পৃথিবীর ধানক্ষেতেও পড়ে। যুদ্ধের সংবাদ আমরা সাধারণত দেখি ধোঁয়া, ধ্বংস আর অস্ত্রের ভাষায়। কিন্তু আধুনিক পৃথিবীতে যুদ্ধের প্রকৃত অভিঘাত অনেক সময় দৃশ্যমান নয়-তা প্রবাহিত হয় বাণিজ্যের পথ ধরে, জ্বালানির বাজারে, আর শেষ পর্যন্ত মানুষের থালায়। ইরানকে ঘিরে সাম্প্রতিক উত্তেজনা সেই অদৃশ্য শিরাগুলোর একটিকে স্পর্শ করেছে- হরমুজ প্রণালী। এই সরু জলপথ কেবল তেলের পথ নয়; এটি আধুনিক কৃষির জীবনরেখাগুলোর একটি। ভূগোলের পাঠে আমরা শিখি যে পৃথিবীর ইতিহাসে কিছু কিছু সংকীর্ণ পথ অস্বাভাবিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। সুয়েজ খাল, মালাক্কা প্রণালী, বসফরাস- এসব কেবল জলপথ নয়, সভ্যতার ধমনী। হরমুজ প্রণালীও তেমনই এক ধমনী। পারস্য উপসাগরের মুখে অবস্থিত এই সংকীর্ণ পথ দিয়ে প্রতিদিন বিপুল পরিমাণ জ্বালানি এবং রাসায়নিক শিল্পের উপকরণ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে পৌঁছে যায়। যদি এই পথ একদিন থেমে যায়, তবে তা কেবল জ্বালানি বাজারেই নয়, পৃথিবীর খাদ্যব্যবস্থায়ও কম্পন সৃষ্টি করতে পারে।

আধুনিক কৃষির ইতিহাস আসলে এক ধরনের নীরব বিপ্লবের ইতিহাস। মানুষ হাজার বছর ধরে কৃষিকাজ করেছে, কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে এসে বিজ্ঞান সেই প্রাচীন চর্চাকে এক নতুন শক্তি দিয়েছে। জার্মান বিজ্ঞানী ফ্রিটজ হাবার এবং কার্ল বশ যখন বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেনকে শিল্পপ্রযুক্তির মাধ্যমে ব্যবহারযোগ্য করার পদ্ধতি আবিষ্কার করেন, তখন তারা মানবসভ্যতার খাদ্যব্যবস্থায় এক যুগান্তকারী পরিবর্তনের পথ খুলে দেন। এই পদ্ধতিতে প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে তৈরি হয় অ্যামোনিয়া, আর সেই অ্যামোনিয়া থেকে তৈরি হয় ইউরিয়া যা আজ বিশ্বের সবচেয়ে বহুল ব্যবহৃত নাইট্রোজেন সার।

এই সারের গুরুত্ব বুঝতে হলে শুধু একটি তথ্য মনে রাখলেই যথেষ্ট। পৃথিবীর বর্তমান জনসংখ্যা এত বেশি যে ঐতিহ্যগত কৃষিপদ্ধতি দিয়ে তাদের খাদ্য জোগানো সম্ভব হতো না। আধুনিক কৃষির উচ্চ উৎপাদনক্ষমতা অনেকটাই নির্ভর করে রাসায়নিক সারের ওপর। অর্থাৎ মানুষের প্রতিদিনের খাদ্য অনেকাংশে নির্ভর করছে সেই শিল্পপ্রক্রিয়ার ওপর, যেখানে প্রাকৃতিক গ্যাস ও বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেন একত্রিত হয়ে কৃষির জন্য নতুন শক্তি তৈরি করে।

এই বাস্তবতায় হরমুজ প্রণালীর গুরুত্ব আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চল পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ প্রাকৃতিক গ্যাসের ভাণ্ডার। সেই গ্যাসকে কেন্দ্র করে কাতার, সৌদি আরব এবং সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর মতো দেশগুলো বিপুল পরিমাণ অ্যামোনিয়া ও ইউরিয়া উৎপাদন করে। বিশ্বের বাজারে যে বিপুল পরিমাণ নাইট্রোজেন সার বাণিজ্য হয়, তার একটি বড় অংশ এই অঞ্চল থেকে আসে। আর সেই সারের যাত্রাপথের প্রধান দরজা হলো হরমুজ প্রণালী।

যদি যুদ্ধের কারণে এই দরজা বন্ধ হয়ে যায়, তবে তার প্রভাব প্রথমে বোঝা যাবে জ্বালানির দামে। কিন্তু তার প্রকৃত অভিঘাত দেখা যাবে কয়েক মাস পরে কৃষিক্ষেত্রে। অর্থনীতিবিদেরা এই সম্ভাবনাকে একটি নতুন নামে ডাকছেন- "সার অভিঘাত"। অর্থাৎ এমন একটি পরিস্থিতি, যেখানে সারের সরবরাহ কমে যায় এবং দাম দ্রুত বেড়ে যায়। সারের সংকটের একটি অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য আছে। এটি তেলের সংকটের মতো তাৎক্ষণিক নয়। পেট্রোলের দাম রাতারাতি বাড়তে পারে, কিন্তু সারের প্রভাব দেখা যায় সময় নিয়ে। কৃষকেরা বপনের আগে সার কিনে রাখেন। যদি সেই সময়ে সরবরাহ ব্যাহত হয়, তবে তার প্রভাব ফসলের মাঠে ধীরে ধীরে প্রকাশ পায়। কয়েক মাস পরে যখন ফসলের ফলন কমে যায়, তখন বোঝা যায় এই নীরব সংকট কত গভীরে পৌঁছেছে।

ভারতের মতো কৃষিনির্ভর দেশের জন্য এই প্রশ্ন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের অর্থনীতি আজ বহুমাত্রিক হলেও দেশের খাদ্যব্যবস্থা এখনও কৃষির ওপর গভীরভাবে নির্ভরশীল। ধান, গম, ডাল, তেলবীজ- এই ফসলগুলো শুধু অর্থনীতির অংশ নয়; এগুলো কোটি মানুষের জীবনের ভিত্তি। কিন্তু এই বিপুল উৎপাদনের পেছনে যে রাসায়নিক সারের ভূমিকা রয়েছে, তা প্রায়ই আমাদের আলোচনার বাইরে থেকে যায়।

ভারত নিজে ইউরিয়া উৎপাদন করলেও সেই উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রাকৃতিক গ্যাসের একটি বড় অংশ বিদেশ থেকে আসে, বিশেষ করে পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চল থেকে। ফলে হরমুজ প্রণালীতে দীর্ঘস্থায়ী কোনও অচলাবস্থা তৈরি হলে ভারতের সার সরবরাহ ও উৎপাদন- দুটোই চাপে পড়তে পারে।

ভারতের কৃষকরা সাধারণত বপনের আগে সার সংগ্রহ করেন। যদি সেই সময়ে সরবরাহ ব্যাহত হয়, তাহলে তাদের সামনে কঠিন সিদ্ধান্ত আসে। তারা হয় বেশি দাম দিয়ে সার কিনবেন, নয়তো কম সার ব্যবহার করবেন। কিন্তু কৃষিবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ সত্য হলো- নাইট্রোজেন সারের পরিমাণ সামান্য কমালেও ফসলের উৎপাদন অনেক বেশি কমে যেতে পারে। ফলে সারের সংকট সরাসরি খাদ্য উৎপাদনের ওপর আঘাত হানে। এই প্রভাব এক দেশের সীমানায় আটকে থাকে না। ব্রাজিল তার বিশাল সয়াবিন ও ভুট্টা উৎপাদনের জন্য বিদেশি সার আমদানির ওপর নির্ভরশীল। আফ্রিকার বহু দেশে সারের ব্যবহার আগেই কম; দাম বাড়লে কৃষকেরা আরও কম সার ব্যবহার করতে বাধ্য হন। এমনকি যুক্তরাষ্ট্রের মতো উন্নত কৃষি অর্থনীতিও সম্পূর্ণ স্বনির্ভর নয়। এখানে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদানের কথাও মনে রাখতে হয়- সালফার বা গন্ধক। উদ্ভিদের বৃদ্ধির জন্য এটি অপরিহার্য। কিন্তু এই উপাদান মূলত তেল ও গ্যাস শোধনের একটি উপপণ্য। ফলে যদি জ্বালানি পরিবহন ব্যাহত হয়, তাহলে সালফারের সরবরাহও কমে যায়। অর্থাৎ সারের সংকট তখন আরও গভীর হয়ে উঠতে পারে। এই ঘটনাগুলো আমাদের আধুনিক সভ্যতার একটি মৌলিক সত্যের দিকে নিয়ে যায়। পৃথিবীর অর্থনীতি আজ এমন এক জটিল ব্যবস্থার ওপর দাঁড়িয়ে আছে, যেখানে জ্বালানি, কৃষি এবং খাদ্য একে অপরের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। আমরা প্রায়ই তেলের দাম বাড়াকে বড় সংকট হিসেবে দেখি। কিন্তু খাদ্যের দাম বাড়লে সমাজে তার অভিঘাত আরও তীব্র হয়।

ভারতের মতো জনবহুল দেশে তাই পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধ কেবল দূরের কোনো ভূরাজনৈতিক নাটক নয়। তার প্রতিধ্বনি ভারতের কৃষিক্ষেত্রেও পৌঁছাতে পারে। কারণ আধুনিক পৃথিবীতে যুদ্ধের প্রকৃত মূল্য অনেক সময় যুদ্ধক্ষেত্রে নয়, বাজারে খাদ্যের দামে গিয়ে ধরা দেয়।

বিংশ শতাব্দীতে পৃথিবী শিখেছিল তেল অবরোধের ভয়। কিন্তু একবিংশ শতাব্দীর বাস্তবতা হয়তো আরেকটি নতুন শিক্ষা দিচ্ছে- সারের সরবরাহও এক ধরনের ভূরাজনৈতিক অস্ত্র হয়ে উঠতে পারে। কারণ তেল গাড়ি চালায়, শিল্প চালায়; কিন্তু নাইট্রোজেন সার চালায় পৃথিবীর খাদ্যব্যবস্থা।

আর যদি কোনও একদিন হরমুজ প্রণালীর মতো একটি সরু জলপথ থেমে যায়, তখন হয়তো পৃথিবী উপলব্ধি করবে- সভ্যতার স্থিতি অনেক সময় নির্ভর করে সেই অদৃশ্য রাসায়নিক চক্রের ওপর, যার মাধ্যমে মাটি আবার শস্যে ভরে ওঠে। যুদ্ধের আগুন তখন কেবল মরুভূমিতে নয়, মানুষের ক্ষুধার ইতিহাসেও নতুন অধ্যায় লিখতে শুরু করে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

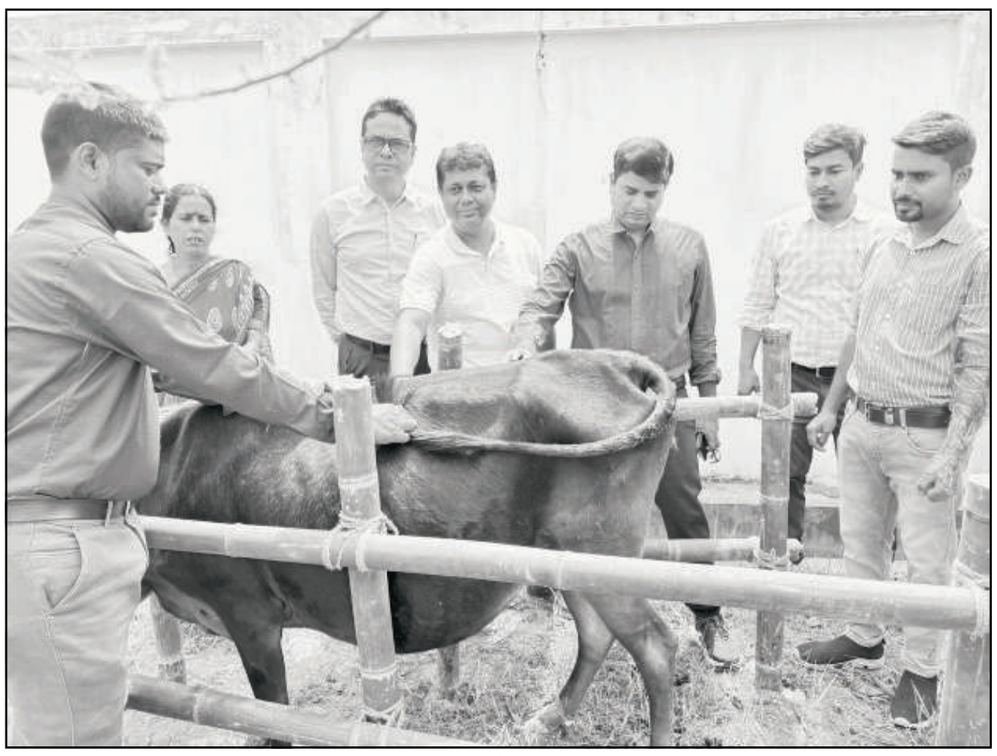

রবিবার আগরতলায় পশু দপ্তরের উদ্যোগে একদিবসীয় পশু চিকিৎসা কেন্দ্রের উদ্বোধন করা হয়।

বিধানসভা ভোটে বাংলায় তৃণমূলকে ক্ষমতাচ্যুত করার দাবি বিজেপির

নয়াদিল্লি, ১৫ মার্চ (আইএএনএস): আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে ভারতীয় জনতা পার্টি নেতৃত্ব জানিয়েছে, এবারের ভোটে পশ্চিমবঙ্গ-এ ক্ষমতাসীন সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস সরকারকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেবে তারা।

দলটির একাধিক শীর্ষ নেতা দাবি করেছেন, ২৩ ও ২৯ এপ্রিল দুই দফায় অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি শক্তিশালী ফল করবে। ভোটগণনা হবে ৪ মে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান সাংবাদিকদের বলেন, "বাংলার মানুষ বর্তমান সরকার বদলানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। রাজ্যে অত্যাচার, দুর্নীতি ও স্বজনপোষণ বেড়েছে। তাই মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-এর সরকারকে ক্ষমতা থেকে সরাতে চায়।"

অন্য এক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু-ও দাবি করেন, এবারে বাংলায় বিজেপি সরকার গঠন করবে। তাঁর কথায়, "মানুষ তৃণমূল কংগ্রেসে বিরক্ত হয়ে পড়েছে।"

বিজেপি সাংসদ গুলাম আলী খাতনা বলেন, রাজ্যের মানুষ রাজনৈতিক পরিবর্তন চায়। তাঁর অভিযোগ, তৃণমূল সরকার অনুপ্রবেশকারীদের প্রশ্রয় দিচ্ছে, অথচ দেশের যুবসমাজ উন্নত ভারতের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-কে সমর্থন করছে।

উত্তরপ্রদেশের উপমুখ্যমন্ত্রী কেশব প্রসাদ মৌর্য দাবি করেন, পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির শক্তি ক্রমশ বাড়ছে। তাঁর অভিযোগ, তৃণমূল সরকার ক্ষমতার অপব্যবহার করছে এবং রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি অবনতি হয়েছে।

এদিকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিং তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করে বলেন, রাজ্যে গণতান্ত্রিক পরিবেশ নষ্ট হয়েছে এবং প্রশাসন ও পুলিশকে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

বিধানসভা ভোটে নন্দীগ্রাম ও ভবানীপুর থেকে লড়ার জল্পনা, অবস্থান স্পষ্ট করলেন শুভেন্দু অধিকারী

কলকাতা, ১৫ মার্চ (আইএএনএস): আসন্ন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে একসঙ্গে দুটি কেন্দ্র থেকে প্রার্থী হওয়ার জল্পনা নিয়ে অবস্থান স্পষ্ট করলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। রবিবার তিনি জানান, এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে ভারতীয় জনতা পার্টি-এর কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব।

সম্ভাব্য দুটি কেন্দ্রের একটি হল পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নন্দীগ্রাম, যেখানে শুভেন্দু অধিকারী দু'বারের বিধায়ক। ২০১৬ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত তিনি সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস-এর হয়ে এই কেন্দ্রের বিধায়ক ছিলেন এবং ২০২১ সালের নির্বাচনে বিজেপির প্রার্থী হিসেবে জয়ী হন।

দ্বিতীয় সম্ভাব্য কেন্দ্র হিসেবে উঠে এসেছে দক্ষিণ কলকাতার ভবানীপুর, যেখানে বর্তমানে বিধায়ক ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে শুভেন্দু অধিকারী সরাসরি কিছু নিশ্চিত বা অস্বীকার করেননি। তিনি বলেন, "বিজেপিতে সব সিদ্ধান্তই সম্মিলিতভাবে নেওয়া হয়। প্রার্থী বাছাইও সেইভাবেই হয়। দল চাইলে আমাকে প্রার্থী করতে পারে, আবার নাও করতে পারে। আমি দলের একজন সৈনিক হিসেবে নেতৃত্বের সিদ্ধান্ত মেনে নেব।"

তবে ব্যক্তিগতভাবে তাঁর প্রথম পছন্দ নন্দীগ্রাম বলেও জানান তিনি। শুভেন্দু বলেন, "নন্দীগ্রাম আমার প্রথম পছন্দ। দল যদি অন্য কোনও আসন থেকেও লড়তে বলে, তা হলে অবশ্যই বিষয়টি বিবেচনা করব।"

উল্লেখ্য, ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে নন্দীগ্রামে তৃণমূল প্রার্থী ও বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পরাজিত করে দ্বিতীয়বারের জন্য বিধায়ক হন শুভেন্দু অধিকারী। পরে উপনির্বাচনে ভবানীপুর থেকে জয়ী হয়ে মুখ্যমন্ত্রীর পদ ধরে রাখেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এবারের নির্বাচনে ভবানীপুর কেন্দ্র মুখ্যমন্ত্রীর জন্য কিছুটা কঠিন হতে পারে। কারণ গত ২৮ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত চূড়ান্ত ভোটার তালিকা অনুযায়ী এই কেন্দ্র থেকে ইতিমধ্যে ৪৭,১১১ জন ভোটারের নাম বাদ পড়েছে এবং আরও ১৪,১৫৪ জন ভোটারের বিষয়টি বর্তমানে বিচারাধীন।

এই পরিস্থিতিতে শুভেন্দু অধিকারী যদি নন্দীগ্রামের পাশাপাশি ভবানীপুর থেকেও প্রার্থী হন, তাহলে নির্বাচনী প্রচারে মুখ্যমন্ত্রীকে ওই কেন্দ্রে বেশি সময় দিতে বাধ্য করতে বিজেপির এটি একটি কৌশলগত পদক্ষেপ হতে পারে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা।

কংগ্রেস আমলে অসম অনুপ্রবেশকারীদের আশ্রয়স্থল ছিল, তাদের সরাতে কাজ করছে বিজেপি: অমিত শাহ

গুয়াহাটি, ১৫ মার্চ (আইএএনএস): কংগ্রেস শাসনের সময় অসমকে "অনুপ্রবেশকারীদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল" করে তোলা হয়েছিল বলে অভিযোগ করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি দাবি করেন, বর্তমানে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) সরকার রাজ্যকে অবৈধ অনুপ্রবেশমুক্ত করতে দৃঢ়ভাবে কাজ করছে।

রবিবার গুয়াহাটির খামাপাড়ায় আয়োজিত 'যুব শক্তি সমারোহ'-এ বক্তব্য রাখতে গিয়ে শাহ কংগ্রেসকে তীব্র আক্রমণ করেন। তাঁর অভিযোগ, কংগ্রেস ক্ষমতায় থাকাকালে চা-জনজাতি ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের উন্নয়ন উপেক্ষিত ছিল। অন্যদিকে বিজেপি সরকার তাদের কল্যাণে একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছে।

তিনি বলেন, রাজ্য সরকার চা বাগানের শ্রমিকদের ৫,০০০ টাকা করে আর্থিক সহায়তা দিয়েছে এবং রাজ্যের ৭০৭টি চা বাগানে প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ পরিবারের জন্য জমির অধিকার নিশ্চিত করেছে।

অবৈধ অনুপ্রবেশের ইস্যুতে কংগ্রেসকে নিশানা করে শাহ বলেন, কংগ্রেস শুধু অনুপ্রবেশকারীদের রাজ্যে ঢুকতেই দেয়নি, তাদের উপস্থিতিকে 'বৈধ, আনুষ্ঠানিক ও স্বাভাবিক" করে তুলেছিল।

তিনি বলেন, "কংগ্রেস সরকার অসমকে অনুপ্রবেশকারীদের আশ্রয়স্থলে পরিণত করেছিল। আমরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম অসমকে অনুপ্রবেশমুক্ত করা হবে। মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা-র নেতৃত্বে ইতিমধ্যেই প্রায় ১.৫১ লক্ষ বিঘা জমি দখলদারদের কাছ থেকে মুক্ত করা হয়েছে।"

নির্বাচনী তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন নিয়ে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী-র বিরোধিতাকেও কটাক্ষ করেন শাহ। তাঁর দাবি, ভোটার তালিকা থেকে অনুপ্রবেশকারীদের নাম বাদ পড়ছে বলেই এই বিরোধিতা।

শাহ বলেন, "রাহুল গান্ধী এসআইআর-এর বিরোধিতা করছেন কারণ এতে অনুপ্রবেশকারীদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ যাচ্ছে। এটা কেবল শুরুশেষ পর্যন্ত প্রত্যেক অনুপ্রবেশকারীকে দেশ ছাড়তে হবে।"

তিনি আরও দাবি করেন, কংগ্রেস আমলে অসম একসময় জঙ্গি কার্যকলাপের কেন্দ্র ছিল, যেখানে শত শত যুবকের মৃত্যু হয়েছিল। বিজেপি সরকার বিভিন্ন শান্তিচুক্তির মাধ্যমে রাজ্যে শান্তি ফিরিয়ে আনতে কাজ করেছে বলেও জানান তিনি।

শাহ উল্লেখ করেন, ২০২০ সালে বোড়ো শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের পর ২০২১ সালে কার্বি শান্তিচুক্তি, ২০২২ সালে আদিবাসী শান্তি চুক্তি, ২০২৩ সালে ডিএনএলএ চুক্তি এবং ২০২৪ সালে উলফা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এই সব উদ্যোগের ফলে জঙ্গি গোষ্ঠীগুলির কাছ থেকে ১০,৮০০-রও বেশি অস্ত্র জমা পড়েছে বলেও দাবি করেন তিনি।

এছাড়াও তিনি জানান, দখলমুক্ত জমিতে শ্রীমন্ত শঙ্করদেব-র স্মৃতিতে একটি স্মারক এবং অসম আন্দোলনের শহিদদের উদ্দেশ্যে আরেকটি স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করা হয়েছে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আরও দাবি করেন, স্বচ্ছ প্রশাসনের মাধ্যমে কোনও দুর্নীতি বা মামলা ছাড়াই প্রায় ১.৬৫ লক্ষ যুবককে চাকরি দেওয়া হয়েছে।

অনুষ্ঠানে প্রায় ১.২৫ লক্ষ যুবকের উপস্থিতির উল্লেখ করে তিনি বলেন, এটি বিজেপির প্রতি মানুষের সমর্থনেরই প্রমাণ এবং আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে দলটি অসমে সর্বকালের সর্বোচ্চ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে আবার ক্ষমতায় ফিরবে।

কেরালায় ১০০-র বেশি আসনে জয়ের দাবি ইউডিএফের: বিরোধী দলনেতা সতীশন

তিরুবনন্তপুরম, ১৫ মার্চ (আইএএনএস): আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে জয়ের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাস প্রকাশ করলেন কেরালার বিরোধী দলনেতা ও কংগ্রেস নেতা ভি. ডি. সতীসন। তাঁর দাবি, ইউনাইটেড ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউডিএফ) এবার নিরঙ্কুশ জয় পাবে এবং ১৪০ সদস্যের কেরালা বিধানসভায় ১০০-র বেশি আসন জিতবে।

রবিবার তিনি বলেন, সাম্প্রতিক উপনির্বাচন এবং ২০২৪ সালের ভারতীয় সাধারণ নির্বাচন-এ ইউডিএফের ভালো ফলাফল তাদের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়েছে।

সতীশন বলেন, "টিম ইউডিএফ জয়ের ব্যাপারে অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসী। সাম্প্রতিক উপনির্বাচনে আমরা বড় ব্যবধানে জিতেছি এবং ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যে আমরা দুর্দান্ত ফল করেছি। এতে স্পষ্ট হয়েছে মানুষের মনোভাব।"

তিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন-এর নেতৃত্বাধীন বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট (এলডিএফ) সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন। তাঁর অভিযোগ, সরকার বাস্তবে মানুষের সমস্যার সমাধান করতে ব্যর্থ হয়েছে, অথচ প্রচারের জন্য বিপুল পরিমাণ সরকারি অর্থ ব্যয় করেছে।

সতীশনের কথায়, "মানুষ বিরক্ত হয়ে পড়েছে। বাস্তবে খুব কম কাজ করে সরকার শুধুই প্রচারে বিপুল অর্থ খরচ করেছে।"

তিনি আরও দাবি করেন, যখনই রাজ্য সরকার ব্যর্থ হয়েছে, তখন বিরোধী জোটই মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে এবং তাদের সমস্যাগুলি তুলে ধরেছে।

আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের প্রার্থী তালিকা প্রসঙ্গে তিনি জানান, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউডিএফ জোটের নেতৃত্ব শীঘ্রই আলোচনা করে প্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা ঘোষণা করবে। এ বিষয়ে সোমবার নয়াদিল্লিতে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে।

সতীশন স্পষ্ট করে বলেন, প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে দলের অভ্যন্তরীণ গোষ্ঠী রাজনীতির ভিত্তিতে নয়, বরং জয়ের সম্ভাবনাকেই প্রধান মানদণ্ড হিসেবে ধরা হবে।

খুব শিগগিরই বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি হতে চলেছে ভারত: রিপোর্ট

নয়াদিল্লি, ১৫ মার্চ (আইএএনএস): দ্রুত অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতির ফলে খুব শিগগিরই বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি হয়ে উঠতে পারে ভারত। এনএক্সটি ফাউন্ডেশন প্রকাশিত ভারত প্রগ্রেস রিপোর্ট ২০২৫—২৬-এ এমনই দাবি করা হয়েছে।

রিপোর্টে বলা হয়েছে, গত এক বছরে ডিজিটাল পাবলিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার, সড়ক, রেল, মহাকাশ এবং নবায়নযোগ্য শক্তি সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে মোট ১০১টি বড় মাইলফলক অর্জন করেছে ভারত, যা দেশকে উন্নত রাষ্ট্র হওয়ার লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০২৫ সালে প্রায় ৪.১৮ ট্রিলিয়ন ডলারের নামমাত্র জিডিপি নিয়ে ভারত বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতি হয়ে উঠেছে এবং জাপান-কে পিছনে ফেলেছে। ৮.২ শতাংশ প্রবৃদ্ধির হার নিয়ে ভারত বর্তমানে বিশ্বের দ্রুততম বর্ধনশীল বড় অর্থনীতি। এই ধারাবাহিকতায় খুব শিগগিরই দেশটি তৃতীয় স্থানে উঠে আসবে বলেও উল্লেখ করা হয়েছে।

রিপোর্টে বলা হয়েছে, একাধিক অর্থনৈতিক সূচক দেশের বৃদ্ধির গতি স্পষ্ট করে। ২০২৫ সালের এপ্রিলে জিএসটি সংগ্রহ রেকর্ড ২.১৭ লক্ষ কোটি টাকায় পৌঁছেছে। একই সঙ্গে দেশের মিউচুয়াল ফান্ড শিল্পে মোট সম্পদের পরিমাণ ৮০ লক্ষ কোটি টাকা ছাড়িয়েছে। পাশাপাশি বিদেশি প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ বা এফডিআই-এর মোট পরিমাণ ১.১৫ ট্রিলিয়ন ডলার অতিক্রম করেছে।

ডিজিটাল অবকাঠামোর ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। মাসিক ইউপিআই লেনদেন ২১ লক্ষ কোটি টাকার বেশি হয়েছে এবং আধার যাচাইকরণের সংখ্যা এক বিলিয়ন ছাড়িয়েছে। এর ফলে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বাড়ার পাশাপাশি সরকারি পরিষেবা সরাসরি উপভোক্তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে স্বচ্ছভাবে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়েছে।

অবকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রেও বড় সাফল্যের উল্লেখ করা হয়েছে। বিশ্বের সর্বোচ্চ রেল আর্চ ব্রিজ চেনাব রেল সেতু নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। পাশাপাশি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস নেটওয়ার্কের সম্প্রসারণ দ্রুতগতির রেল যোগাযোগকে আরও শক্তিশালী করেছে।

বিজ্ঞান ও উন্নত প্রযুক্তির ক্ষেত্রেও অগ্রগতি হয়েছে। ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা-এর পরিচালিত স্পাডেক্স পরীক্ষার মাধ্যমে মহাকাশে ডকিং প্রযুক্তি সফলভাবে প্রদর্শন করেছে ভারত। এর ফলে এই জটিল প্রযুক্তি থাকা দেশগুলির বিশেষ তালিকায় ভারত স্থান পেয়েছে।

রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, সেমিকন্ডাক্টর, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং কোয়ান্টাম কম্পিউটিংয়ের মতো ক্ষেত্রে দেশীয় সক্ষমতা তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে উচ্চপ্রযুক্তির ইলেকট্রনিক পণ্যের উৎপাদনে বিশ্বে চীন-এর বিকল্প হিসেবে উঠে আসছে ভারত।

জলবায়ু পরিবর্তনের মোকাবিলায় নবায়নযোগ্য শক্তির ক্ষেত্রেও বড় অগ্রগতি হয়েছে। সৌর, জলবিদ্যুৎ ও বায়ুশক্তির দ্রুত বৃদ্ধির ফলে ভারতের মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতার ৫০ শতাংশ এখন জীবাশ্ম জ্বালানিবিহীন উৎস থেকে আসছে, যা ২০৩০ সালের লক্ষ্যমাত্রার পাঁচ বছর আগেই অর্জিত হয়েছে।

রিপোর্টে বলা হয়েছে, এই সব মাইলফলক দেখাচ্ছে যে নতুন বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ভারত ধীরে ধীরে বৈশ্বিক বৃদ্ধির একটি গুরুত্বপূর্ণ চালিকাশক্তি হয়ে উঠছে।

MEMORANDUM

Please read the Tender notice inviting E-tender vide no F.9(7)/DM WW/PPW/22/537 dated 05.03.2026 regarding the supply of animal articles in the Government managed temples up to period of march, 2027 is hereby cancelled due to unforeseen circumstances and the tender will be received through e-tendering from 11.03.2026 at 11 AM to 23.03.2026 at 3 PM and will be opened on 23.03.2026 at 3-30 PM, if possible. Details on website https://_tripuratenders.gov. in and https:// westtripura.nic.in. ICA/C/4866/26

(D.Debbarma, TCS, 'Gr-I)
Senior Deputy Magistrate,
(Head of Office/DDO)
O/o the District Magistrate & Collector,
West Tripura District.

NOTICE INVITING QUOTATION

Sealed quotations are invited from eligible contractors for Providing, Maintenance & installation of Tripper Vehicle No.TR02-A-1105 (Model-407EX BS-III).Work includes front axle, cabin door, body panel, brake system, lubrication, springs, hydraulic system, head-light, and painting. Rates must be quoted for the entire vehicles as whole, not for individual parts. The bidder must submit 2% (percent) of the total quoted amount as earnest money (Deposit at Call or Demand Draft in favor of "Chief Executive Officer, Kailashahar Municipal Council") along with quotation. Quotation must be received by 3.00 PM on 23-03-2026 through Register Post or drop in quotation box at Kailashahar Municipal Council. Bids will be opened on the same day in the presence of bidders if possible. Late bids or bids without earnest money will be rejected. For details of job please see the notice board of the Office of the Kailashahar Municipal Council, Kailashahar Unakoti Tripura. ICA/C/4860/26

Chief Executive Officer,
Kailashahar Municipal Council, Kailashahar,
Unakoti Tripura.

PRESS NOTICE INVITING QUOTATION

On behalf of the Government of Tripura, the undersigned hereby invites the sealed Quotation in prescribed format from the reputed & Authorized Dealers / Suppliers / Farms / Agencies / Co-operative Society having valid Trade license, GST Registration with clearance Certificate, Pan Card & Bank details for supply of the following Essential Equipments under Disaster Management for the office of the Sub-Divisional Magistrate, Kumarghat, Unakoti District.

The interested bidders are hereby requested to submit their Quotation document as per prescribed Format in gala sealed envelope (kham) by indicating the price in words & figures along with necessary documents will be dropped in Tender Box to the office of the undersigned w.e.f. 09th March, 2026 to 20th March, 2026 up to 3.00 PM except Govt. Holiday. The same will be opened on 20th March, 2026 at 4.00 PM in presence of authorized bidders or representative of the bidders. If any interested bidders may collect the detailed list and technical specifications of the essential equipment from the Office of the Sub-Divisional Magistrate, Kumarghat, during office hours on any working day.

For further any queries, you may contact: Shri Kaushik Datta, (Nazarat In-Charge) of this establishment. [Mobile - 9862698202]. ICA/C/4866/26

Sd/-
Sub-Divisional Magistrate
Kumarghat: Unakoti District.

দিল্লির দস্তকার নেচার বাজারে ভয়াবহ আগুন, পুড়ে ছাই প্রায় ৫০টি দোকান; হতাহতের খবর নেই

নয়াদিল্লি, ১৫ মার্চ (আইএএনএস): দিল্লির দক্ষিণাঞ্চলে দস্তকর প্রকৃতি বাজার-এ রবিবার সকালে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে প্রায় ৫০টি দোকান পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। তবে এই ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি বলে জানিয়েছেন দমকল কর্তৃপক্ষ।

দমকল সূত্রে জানা গেছে, সকাল প্রায় সাড়ে ৭টা নাগাদ আন্ধেরিয়া মোড় এলাকার কাছে অবস্থিত এই হস্তশিল্পের বাজারে আগুন লাগার খবর আসে। খবর পেয়েই একাধিক দমকলের ইঞ্জিন দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার কাজ শুরু করে।

বাজারটি মূলত বিভিন্ন হস্তশিল্প ও কারুশিল্প সামগ্রীর জন্য পরিচিত। আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ায় বাজার চত্বর থেকে ঘন কালো ধোঁয়া আকাশে উঠতে দেখা যায়।

ঘটনার বিষয়ে দমকল বিভাগের আধিকারিক মনীশ শেরাওয়াত জানান, "সকাল প্রায় ৭টা ৩০ মিনিটে আগুন লাগার খবর পাই। ঘটনাস্থল অন্ধেরিয়া মোড়ের কাছে। এটি মূলত হস্তশিল্পের বাজার। আমাদের গাড়ি দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। এখন আগুন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে এসেছে এবং নিভিয়ে ফেলা হয়েছে। কোনও হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।"

প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, বাজারের বেশ কয়েকটি দোকান ও স্টলে আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। হস্তশিল্প সামগ্রী ও দোকানের কাঠামোয় দাহ্য পদার্থ থাকায় আগুন দ্রুত ভয়াবহ আকার ধারণ করে।

প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, এই অগ্নিকাণ্ডে প্রায় ৫০টি দোকান সম্পূর্ণ পুড়ে গেছে। ফলে দোকানদার ও কারুশিল্পীদের বড়সড় আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

উল্লেখ্য, এর কয়েকদিন আগেই দিল্লির মাটিয়ালা এলাকার মাছ বাজারের কাছে ভয়াবহ আগুনে কয়েকশো বস্তি ঘর পুড়ে যায়। সেই ঘটনায় প্রায় ৩০০ থেকে ৪০০টি বস্তি ধ্বংস হয়ে বহু পরিবার গৃহহীন হয়ে পড়ে।

দিল্লি ফায়ার সার্ভিস জানায়, ওই ঘটনায় রাত ১১টা ৫০ মিনিট নাগাদ জরুরি ফোন পাওয়ার পর মোট ২৪টি দমকল ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়। কয়েক ঘণ্টার চেষ্টার পর ভোর প্রায় ৪টার দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়। পরে পুনরায় আগুন লাগা রোধ করতে কুলিং অপারেশন চালানো হয়।

কাঁশীরামকে মরণোত্তর 'ভারত রত্ন' দেওয়ার দাবি, প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি রাহুল গান্ধীর

নয়াদিল্লি, ১৫ মার্চ (আইএএনএস): বহুজন নেতা কাঁশি রাম-কে মরণোত্তর দেশের সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মান ভারতরত্ন দেওয়ার দাবি জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-কে চিঠি লিখলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী।

রবিবার লেখা ওই চিঠিতে রাহুল গান্ধী বলেন, কাঁশীরামের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে তাঁর অবদান ও রাজনৈতিক উত্তরাধিকার স্মরণ করেই এই দাবি জানানো হচ্ছে।

চিঠিতে তিনি লেখেন, "আজ কাঁশীরামজির জন্মবার্ষিকী। তাঁর অবদান ও উত্তরাধিকার স্মরণ করতে গিয়ে আমি অনুরোধ করছি, তাঁকে মরণোত্তর ভারত রত্ন প্রদান করা হোক।"

উল্লেখ্য, বহুজন সমাজ পার্টি-এর প্রতিষ্ঠাতা কাঁশীরাম দলিত রাজনীতিকে নতুনভাবে গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। সমাজের প্রান্তিক ও বঞ্চিত মানুষদের রাজনৈতিক অধিকার ও প্রতিনিধিত্বের দাবিতে সংগঠিত করতে তিনি বড় ভূমিকা নেন।

রাহুল গান্ধী তাঁর চিঠিতে বলেন, "কাঁশীরামজি ভারতীয় রাজনীতির চরিত্র বদলে দিয়েছিলেন। তাঁর আন্দোলনের মাধ্যমে বহুজন সমাজ ও দরিদ্র মানুষের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা তৈরি হয়েছিল। তিনি মনে করিয়ে দিয়েছিলেন যে তাদের ভোট, কণ্ঠস্বর ও প্রতিনিধিত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এই দেশ সবার।"

তিনি আরও উল্লেখ করেন, ভারতের সংবিধান প্রত্যেক নাগরিকের জন্য সমতা, মর্যাদা ও অংশগ্রহণের প্রতিশ্রুতি দেয়। কাঁশীরাম তাঁর সারাজীবন সেই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের জন্য কাজ করেছেন।

চিঠিতে রাহুল বলেন, বহু বছর ধরেই বিভিন্ন মহল থেকে কাঁশীরামকে ভারত রত্ন দেওয়ার দাবি উঠছে। দলিত বুদ্ধিজীবী, সমাজকর্মী ও রাজনৈতিক নেতারা ধারাবাহিকভাবে এই দাবি জানিয়ে আসছেন।

এই দাবি সামনে এসেছে উত্তরপ্রদেশে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের প্রেক্ষাপটেও। সম্প্রতি লখনউ-এর ইন্দিরা গান্ধী প্রতিষ্টান-এ 'সমাজিক পরিবর্তন দিবস' উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানে কাঁশীরামের জন্মবার্ষিকী পালন করা হয়। সেখানে তাঁকে ভারত রত্ন দেওয়ার দাবিতে একটি প্রস্তাবও গৃহীত হয়।

তবে এই দাবির সমালোচনা করেছেন বিএসপি প্রধান মায়াবতী। তিনি প্রশ্ন তোলেন, দলিত আইকনদের স্বীকৃতি দেওয়ার ক্ষেত্রে কংগ্রেসের অতীত ভূমিকা নিয়ে।

চিঠির শেষে রাহুল গান্ধী বলেন, কাঁশীরামকে মরণোত্তর ভারত রত্ন দিলে তাঁর দেশের প্রতি বিশাল অবদানকে স্বীকৃতি দেওয়া হবে এবং যাঁরা তাঁকে ক্ষমতায়নের প্রতীক হিসেবে দেখেন, তাঁদের আশা-আকাঙ্ক্ষাকেও সম্মান জানানো হবে।

রবিবার আগরতলায় সিনিয়র সিটিজেন এন্ড পেশনার সংঘের উদ্যোগে একদিবসীয় এক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

মধ্য বয়স থেকে যে অভ্যাসগুলো আপনার আয়ু বাড়াবে

সানজানা চৌধুরী

মধ্যবয়সে পৌঁছালে অনেকেই বয়স বেড়ে যাওয়া এবং সেইসাথে নানা জটিলতা নিয়ে উদ্বেগে থাকেন। বয়স তো বাড়বেই, সেটি তো থামানো যাবে না। তবে আপনি বুড়িয়ে যাবেন কি, যাবেন না সেই নিয়ন্ত্রণ কিন্তু আপনার হাতেই আছে। অনেকেই মনে করেন কে কতো বছর বাঁচবেন তা নির্ভর করে জিনের ওপর।

কিন্তু গবেষণা বলছে এর ৭০ থেকে ৮০ শতাংশ পরিবেশের ওপর নির্ভর করে, যেটি আপনি নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন। সুস্থভাবে বেশিদিন বাঁচতে, বয়সকালে অসুস্থ না থেকে হাসি খুশি ও স্বাধীনভাবে জীবন কাটাতে ছয়টি দিকে খেয়াল রাখতে হবে। বন্ধুত্ব আইরিশ জেরিয়াট্রিশিয়ান বা বয়স্কদের রোগ বিশেষজ্ঞ রোজ অ্যান কেনির মতে, সুস্থভাবে দীর্ঘ সময় বাঁচতে বন্ধু থাকা খুব জরুরি। দীর্ঘজীবী হওয়ার জন্য ব্যায়াম, সুষম খাবার এবং ধূমপান পরিহার যেমন জরুরি, বন্ধুত্বের গুরুত্ব ঠিক তেমনই। কারণ ভালো বন্ধু মানসিক চাপ কমাতে সাহায্য করে। এতে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে, তার প্রভাবে আয়ুও বাড়ে।

ভালো বন্ধু বানাবেন কীভাবে তা নিয়ে মনোবিজ্ঞানী জুলিয়ান হল্ট-লুন্ডস্ট্যাড দুটি উপায়ের কথা বলেছেন। ১. পরিবার, বন্ধুবান্ধব এবং প্রতিবেশীদের সাথে আপনার ইতোমধ্যে যে সম্পর্ক আছে তা শক্তিশালী করতে পারেন। এজন্য তাদের সাথে বেশি বেশি সময় কাটান ও যোগাযোগ বাড়ান। ২. তবে আপনার যদি এমন বিদ্যমান সম্পর্ক না থাকে তবে নতুন সম্পর্ক গড়ে তুলুন এজন্য বাড়তি প্রচেষ্টার প্রয়োজন। আপনার সাথে মিলে যায় এমন মানুষ খুঁজে পেতে অনেক মানুষকে যাচাই করতে হতে পারে। তাই আপনি যদি অল্প সময়ে ভালো বন্ধু খুঁজে না পান তাহলে ধৈর্য হারাবেন না। মনে রাখবেন সেরা বন্ধু রাতারাতি হয় না এবং সম্পর্ক গড়ে উঠতে সময় লাগে। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে একদম ছোট শিশু দিনে গড়ে ৪০০ বার হাসে। কিন্তু বয়স যতো বাড়ে হাসির পরিমাণ ততো কমে। হাসলে আমাদের মানসিক চাপ কমে যায়। সেটি নার্ভাল সিস্টেম সংক্রান্ত চাপ হোক বা হরমোন সংক্রান্ত চাপ। গবেষণায় দেখা গেছে স্ট্রেস বা উদ্বেগে ভুগছেন এমন নারীদের হৃদরোগ, স্ট্রোক বা ফুসফুসের ক্যান্সারে মারা যাওয়ার সম্ভাবনা দুই গুণ বেশি এবং পুরুষদের ক্ষেত্রে তিনগুণ বেশি। কিন্তু হাসি ও আশাবাদী মনোভাব মানসিক চাপ কমায়। এতে হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি কমে। সুখী ব্যক্তিদের ওপর এক গবেষণায় দেখা গিয়েছে তাদের অকালে মৃত্যু হার বাকিদের তুলনায় তিন দশমিক শতাংশ কম। সুখী লোকেরা তাদের চেয়ে কম সুখীদের তুলনায় ১৮ শতাংশ বেশি বাঁচতে পারে। সুখী হতে নিজের প্রতি যত্নশীল হওয়ার পাশাপাশি নিজের ভালো লাগার কাজগুলো করতে পারেন। ভালো লাগার মানুষের সাথে সময় কাটাতে পারেন। এদিকে সুখী হওয়ার পাশাপাশি আশাবাদী হওয়া ও ইতিবাচক চিন্তাভাবনাও বেশ জরুরি।

গবেষণা বলছে হতাশাবাদী ব্যক্তিদের চেয়ে আশাবাদী মানুষের অকালে মৃত্যুর ঝুঁকি ৪২ শতাংশ কম। তাই পরিস্থিতি যেমনই হোক, আপনার বয়স যতোই হোক "হাসুন"। হাসির চেয়ে ভালো ওষুধ নেই। এটি আপনাকে দীর্ঘজীবী করবে। ইতিবাচক ও আশাবাদী থাকার আরেকটি উপায় হলো প্রার্থনা করা। জাপানের ওকিনাওয়া শহরে শতবর্ষীদের ওপর গবেষণা চালিয়ে দেখা গিয়েছে যারা ধর্মে বিশ্বাস রাখেন এবং যার যার ধর্ম পালন করেন তারা অবিশ্বাসীদের চাইতে এক থেকে পাঁচ বছর বেশি বাঁচেন। কারণ তারা এই জীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে পরিষ্কার থাকেন। যেকোনো বিপর্যস্ত পরিস্থিতিতে তারা সৃষ্টিকর্তার কথা ভেবে সান্ত্বনা পান। তবে যারা ধর্মে বিশ্বাস রাখেন না তারা ধ্যান করা, বিভিন্ন সামাজিক ক্লাবে যোগ দেয়ার মাধ্যমে বেশিদিন বাঁচার স্বাদ নিতে পারেন।

ঘুম- আপনি যদি মধ্য বয়সে এসে পৌঁছান তাহলে প্রতি রাতে পর্যাপ্ত ঘুম হওয়া ভীষণ জরুরি। সাত থেকে নয় ঘণ্টা ঘুম হলো আদর্শ। এর চেয়ে কম ঘুম বা এর চেয়ে বেশি ঘুম আমাদের মস্তিষ্ক ও হার্টের কার্যকারিতার ওপর প্রভাব ফেলে। উদাহরণস্বরূপ, প্রতি রাতে পাঁচ থেকে সাত ঘণ্টার কম ঘুমলে প্রাথমিক মৃত্যুর ঝুঁকি ১২ শতাংশ বেশি, যেখানে প্রতি রাতে আট থেকে নয় ঘণ্টার বেশি ঘুমলে আপনার আয়ু ৩৮ শতাংশ পর্যন্ত কমে যেতে পারে। ঘুমের সময় আমাদের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ইনট্রিগ্রেন নামে এক ধরনের আঠালো পদার্থ নিঃসরণ করে। এই ইনট্রিগ্রেন ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াই করতে টি সেলসকে সাহায্য করে। সুতরাং বুঝতেই পারছেন ঘুম আয়ু বাড়াতে কতো সাহায্য করে। এটা ঠিক যে বয়সের সাথে সাথে ঘুম বিপর্যস্ত হয়ে যায়। কিন্তু ঘুমের সাইকেল ঠিক করার নানা পদ্ধতি রয়েছে। সেগুলো অনুসরণ করে যে করেই হোক ঘুমের রুটিন ঠিক করুন।

ঠান্ডা জলে স্নান- প্রতিদিন সকালে ঠান্ডা জলে স্নান, কিংবা ঠান্ডা জলে সাঁতার কাটা হরমায়েসিস প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আমাদের শরীরের কোষে বয়স বাড়ার গতি কমিয়ে দেয়। এতে ভালো কোষের সংখ্যা বাড়ে, রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা বাড়ে, ডিপ্রেশনের ঝুঁকি কমবে, মন প্রশান্ত ফুরফুরে থাকে। যা দীর্ঘায়ুর অন্যতম নির্দেশক।

ব্যায়াম- আয়ু বাড়াতে নিয়মিত ব্যায়াম কিংবা কায়িক পরিশ্রমের কোনো বিকল্প নেই। আপনাকে মূলত এমন ব্যায়াম করতে হবে যা আপনার হৃৎস্পন্দন এবং শ্বাস প্রশ্বাসের গতি বাড়বে। এতে মূলত হৃদপিণ্ড, ফুসফুস ও পেশির সক্ষমতা বাড়ে। ফলে ডায়াবেটিস, স্থূলতা থেকে দূরে থাকা যায় এবং আয়ু বাড়ে। ব্রিটেনের এক্সারসাইজ ক্লিনিক্যাল ফিজিওলজিস্ট হিথার মিল্টন জানিয়েছেন যারা মধ্য বয়সে পৌঁছেছেন তাদের উচিত নিয়মিত হার্ট, ফুসফুস ও পেশির সক্ষমতা বাড়ানোর ব্যায়াম করা। সেটা হতে পারে নিয়মিত দ্রুত হাঁটা এবং ভারোত্তোলন। কার জন্য কতোটুকু মাত্রার ব্যায়াম দরকার সেটি একজন ফিটনেস বিশেষজ্ঞ বলতে পারবেন। তবে গড়ে একজন প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির উচিত হবে সপ্তাহে ১৫০ মিনিট ব্যায়াম করা। গবেষণায় দেখা গিয়েছে যারা সপ্তাহে মাত্র ৭৫ মিনিট ব্যায়াম করেছেন অর্থাৎ প্রতিদিন হয়তো ১০ মিনিটের কিছু বেশি, তাদের ব্যায়াম না করাদের তুলনায় এক বছর আট মাস এবং যারা সপ্তাহে পাঁচ থেকে আট ঘণ্টা ব্যায়াম করেছেন তাদের আয়ু অন্তত চার বছর বেড়েছে। পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে টানা দুই সপ্তাহের হার্টের টিস্যু শক্তিশালী হয়, ফুসফুস বেশি পরিমাণে অক্সিজেন গ্রহণ করতে পারে, রক্ত নালীগুলো আগের চেয়ে বেশি ইলাস্টিকের মতো মজবুত হয় এবং নতুন লোহিত রক্তকণিকা পেশিতে অক্সিজেন সরবরাহ করে। একটি ফিটনেস ওয়াচের মাধ্যমে ভিওটু ম্যাক্স, হার্ট রেট এবং স্টেপস কাউন্টের সাহায্য নিজের উন্নতি পরখ করতে পারেন। কিন্তু আপনার ব্যায়ামের সুফল নষ্ট হয়ে যেতে পারে যদি আপনি টানা এক বা দুই ঘণ্টা বসে থাকেন। এক্ষেত্রে বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্সটিটিউট অফ ইনফ্লামেশন অ্যান্ড এজিং-এর পরিচালক জ্যানেট লর্ড আধা ঘণ্টা পর পর বসা থেকে উঠে হাঁটার অথবা চেয়ারে বসে দুহাত ক্রস করে উঠবস করার পরামর্শ দিয়েছেন। যারা ব্যায়াম করেন না তাদের নানান রোগে ভোগার আশঙ্কা যেমন বেশি, তেমনি তারা বেশ নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। অন্যদিকে কর্মঠ মানুষেরা বেশিদিন তো বাঁচেনই তাও সুস্থ ও স্বাধীনভাবে।

খাবার- কথায় আছে আমরা সেটাই, যা আমরা খাই। বুঝতেই পারছেন আয়ুর সাথে খাবারের যোগটা কতো ঘনিষ্ঠ। এক্ষেত্রে নরওয়ের বার্গেন ইউনিভার্সিটির ডক্টর লার্স ফাডনেস মধ্য বয়সীদের নিয়মিত ডায়েটে শস্য, বাদাম, শাকসবজি, ফল এবং পরিমিত পরিমাণে মাছ যুক্ত করতে বলেছেন। সেই সাথে বন্ধ করতে বলেছেন চিনিযুক্ত পানীয় এবং প্রক্রিয়াজাত মাংস খাওয়া। মধ্য বয়সে খাদ্যাভ্যাসের এই পরিবর্তন তাদের গড় আয়ু আগের তুলনায় ১০ বছর বাড়াত পারে। এমনকি যাদের বয়স ৭০ বছরের বেশি, তাদের আয়ু আরও চার-পাঁচ বছর বাড়তে পারে যদি তারা পরিমিত স্বাস্থ্যকর খাবার খেতে শুরু করেন। এই ডায়েট একেকজনের ক্ষেত্রে একেকরকম। তাই একজন পুষ্টিবিদের পরামর্শে নিজের ডায়েট চার্ট তৈরি কর সেটা মেনে চলুন। জাপানের ওকিনাওয়া শহরে শতবর্ষী মানুষদের ওপর গবেষণা চালিয়ে দেখা গিয়েছে তাদের দীর্ঘায়ুর বড় একটি কারণ তারা ভুড়িভোজ করেন না। পেটের অন্তত ২০ শতাংশ ফাঁকা রাখেন। এতে বয়স বাড়ার গতি কমে যায়। এছাড়া ইউনিভার্সিটি অব উইসকনসিনের এক গবেষণায় দেখা গিয়েছে যারা ক্যালোরি কমানোর ডায়েট করেন তাদের কোষে ফ্রি র‍্যাডিকেল তৈরি হতে পারে না, এতে কোষ সুস্থ থাকে। সেইসাথে ডিএনএ মেরামত হতে থাকে। যা শতবর্ষী মানুষদের খুব সাধারণ বৈশিষ্ট্য।

বয়সকালে ক্যান্সার, ডায়াবেটিস, হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি কমে যায়, এতে তাদের দেখতেও বয়সের তুলনায় তরুণ লাগে।

এবং অবশ্যই ধূমপান, মদ পান, মাদক সেবনকে মধ্য বয়স থেকে না করতে হবে। আপনার মনে রাখার সুবিধার্থে বলা হচ্ছে মধ্যবয়স থেকে দীর্ঘায়ুর জন্য ৪টি কাজ করবেন। ৪টি কাজ করবেন না। মার্কিন গবেষক লসি স্কোল্ডিংয়ের মতে সুস্থভাবে দীর্ঘ সময় বেঁচে থাকতে যে ৪টি কাজ জীবনে যুক্ত করবেন তা হলো নিয়মিত ব্যায়াম, সুষম খাদ্যাভ্যাস, সামাজিক সম্পর্ক এবং ঘুম।

ডায়াবেটি ক্ষুদ্র রক্তনালি রোগ

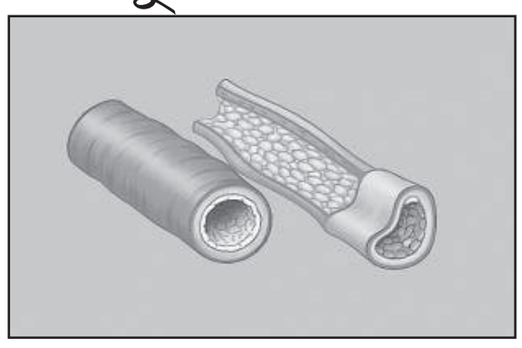

ডায়াবেটিসে ক্ষুদ্র রক্তনালির রোগ অনেকে মনে করেন, ডায়াবেটিস মানে শুধু রক্তে শর্করা বেশি। বাস্তবে ডায়াবেটিস একটি রক্তনালিভিত্তিক রোগ। এতে ধীরে ধীরে শরীরের অতি সূক্ষ্ম রক্তনালিগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এর ফলে সৃষ্ট মাইক্রোভাসকুলার রোগ দীর্ঘদিন অনিয়ন্ত্রিত থাকলে জীবনমানকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

কীভাবে এ রোগ হয়

রক্তে শর্করার মাত্রা দীর্ঘদিন বেশি থাকলে রক্তনালির ভেতরের আবরণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মোটা ও শক্ত হয় রক্তনালির দেয়াল। রক্ত চলাচল কমে। অক্সিজেন ও পুষ্টির অভাব দেখা দেয় টিস্যুতে। একে বলে ডায়াবেটিক মাইক্রোঅ্যানজিও, যা ধীরে ধীরে চোখ, কিডনি ও স্নায়ু আক্রান্ত করে।

যেসব উপসর্গ দেখা যায়

ডায়াবেটিসে চোখের রেটিনার সূক্ষ্ম রক্তনালি ক্ষতিগ্রস্ত হলে শুরুতে দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে যায়। আলো দেখলে চোখে ঝিলমিল লাগে। হঠাৎ দৃষ্টিশক্তি কমে যেতে পারে। দেরিতে চিকিৎসা নিলে স্থায়ী অন্ধত্ব হতে পারে। অনেক রোগীর ক্ষেত্রে প্রাথমিক পর্যায়ে কোনো উপসর্গ থাকে না। তাই ডায়াবেটিস ধরা পড়ার পর থেকেই বছরে অন্তত একবার চোখের ফান্ডাস পরীক্ষা করা অত্যন্ত জরুরি। ডায়াবেটিস কিডনির ছাঁকনি ব্যবস্থা ধীরে ধীরে নষ্ট করে। এ ক্ষেত্রে প্রস্রাবে অ্যালবুমিন/প্রোটিন যাওয়া; পা, মুখ বা শরীর ফুলে যাওয়া; প্রস্রাবের পরিমাণ কমে যাওয়া ও রক্তচাপ বেড়ে যাওয়ার মতো উপসর্গ দেখা যায়।

ডায়াবেটিসে স্নায়ু ক্ষতিগ্রস্ত হলে হাত-পায়ে ঝিনঝিন ভাব দেখা যায়। জ্বালাপোড়া বা পুড়ে যাওয়ার মতো অনুভূতি হয়ে থাকে। অবশতা বা অনুভূতি কমে যায়। ব্যথা বেশি হয় রাতের বেলা। অনুভূতি কমে যাওয়ায় পায়ে ক্ষত হলেও রোগী টের পান না। এতে সংক্রমণ, ঘা ও শেষ পর্যায়ে ডায়াবেটিক ফুট ও পা কেটে ফেলার ঝুঁকি বেড়ে যায়। কারা ঝুঁকিতে, কীভাবে বুঝবেন ১০ বছরের বেশি সময় ধরে যাঁদের ডায়াবেটিস আছে তাঁদের ক্ষেত্রে ঝুঁকি বেশি। যাঁদের ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে নেই, উচ্চ রক্তচাপ ও রক্তে উচ্চ মাত্রার চর্বি আছে, ধূমপান করেন, স্থূলতা ও শারীরিক নিষ্ক্রিয়তা এবং নিয়মিত চিকিৎসা ও পরীক্ষা না করা ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেও ঝুঁকি বেশি হয়। ডায়াবেটিস থাকলে নিয়মিত একজন চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে থেকে জটিলতাগুলো নিরীক্ষণ করতে হবে। ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে আছে কি না, তা বুঝতে রক্তে তিন মাসের গড় শর্করা বা এইচবিএওয়ানসি পরীক্ষা করা হয়। এটি বছরে তিন বা চারবার করতে হবে ও এর লক্ষ্যমাত্রা ৭-এর কম, ক্ষেত্রবিশেষে ৬ দশমিক ৫-এর কম।

প্রতিরোধ ও চিকিৎসার মূলনীতি মাইক্রোভাসকুলার রোগ প্রতিরোধের প্রধান চাবিকাঠি ভালো শর্করা নিয়ন্ত্রণ। এ ছাড়া রক্তচাপ ১৩০/৮০-এর মধ্যে রাখা, এ ক্ষেত্রে এসিই ইনহিবিটর বা এআরবি গোত্রের ওষুধ কিডনির জন্য উপকারী। চর্বি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্ট্যাটিন থেরাপি নেওয়া যেতে পারে। স্বাস্থ্যকর খাদ্য ও নিয়মিত ব্যায়াম করুন। ধূমপান সম্পূর্ণভাবে পরিহার করতে হবে। পায়ের নিয়মিত যত্ন ও পরীক্ষা করতে হবে।

ডায়াবেটিস মানেই জটিলতা অনিবার্য নয়। নিয়মিত চিকিৎসা, সচেতনতা ও জীবনযাত্রার পরিবর্তনে এ রোগ অনেকটাই প্রতিরোধ করা সম্ভব।

রোজকার এই ভুল বারোটা বাজাচ্ছে কিডনির

কিন্তু বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বর্তমানে ভারতীয়দের মধ্যে কিডনির অসুখ মারাত্মক হারে বাড়ছে। এমসের নেফ্রোলজি বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, ভারতে প্রতি ১০ জনের মধ্যে ১ জন কিডনির সমস্যায় ভুগছেন। ভয়ের বিষয় হল, অনেকেই জানেন না যে তাঁদের কিডনি ধীরে ধীরে কর্মক্ষমতা হারাচ্ছে।

মানব শরীরের ছাঁকনি হল কিডনি। রক্ত থেকে টক্সিন সহ বিষাক্ত পদার্থ ছেঁকে বেড় করে দেওয়াই কিডনিক কাজ। তবে মুশকিল হল অজান্তেই অনেকে এমন কিছু ভুল করেন যার প্রভাব গিয়ে পড়ে কিডনির ওপর। আর সেই অভ্যাস গুলোই তিলে তিলে বিকল করে দিচ্ছে কিডনি। আজ ১২ মার্চ বিশ্ব কিডনি দিবস। ২০২৬ সালে এই বিশেষ দিনে দাঁড়িয়ে একবার ভাবুন তো, জিভের স্বাদ মেটাতে গিয়ে কিডনির চরম ক্ষতি করছেন না তো?

কিডনি শুধু রক্ত পরিষ্কার করেনা। শরীরের জল এবং সোডিয়ামের পটাশিয়ামের ভারসাম্য বজায় রাখাও কিডনির কাজ। রক্তচাপ নিয়ন্ত্রনকারী হরমোন তৈরি থেকে শুরু করে লোহিত রক্তকণিকা গঠনেও এর ভূমিকা রয়েছে।

কিন্তু বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বর্তমানে ভারতীয়দের মধ্যে কিডনির অসুখ মারাত্মক হারে বাড়ছে। এমসের নেফ্রোলজি বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, ভারতে প্রতি ১০ জনের মধ্যে ১ জন কিডনির সমস্যায় ভুগছেন। ভয়ের বিষয় হল, অনেকেই জানেন না যে তাঁদের কিডনি ধীরে ধীরে কর্মক্ষমতা হারাচ্ছে।

আপনার কোন কোন অভ্যাস কিডনির জন্য 'বিষ'?

কিডনি নষ্ট হওয়ার পেছনে কেবল ভাগ্য নয়, প্রধানত দায়ী জীবনযাত্রাই। চিকিৎসক ও গবেষকদের মতে, নীচের এই অভ্যাসগুলো কিডনির চরম শত্রু: নুনের আধিক্য: খাবারে অতিরিক্ত নুন খাওয়ার অভ্যাস রক্তচাপ বাড়িয়ে দেয়, যার সরাসরি প্রভাব পড়ে কিডনির সূক্ষ্ম রক্তজালিকাগুলোর ওপর। কম জল খাওয়া: সারাদিনে পর্যাপ্ত জল না খেলে কিডনি শরীর থেকে বর্জ্য বের করতে পারে না। ফলে কিডনিতে পাথর হওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যায়।

পেনকিলার ওষুধের অপব্যবহার: কথায় কথায় পেনকিলার খাওয়ার নেশা কিডনিকে স্থায়ীভাবে বিকল করে দিতে পারে।

প্রসেসড ফুড ও জাঙ্ক ফুড: অনলাইন ডেলিভারির যুগে অনেকেই প্যাকেটজাত খাবারে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছেন। এতে থাকা প্রিজারভেটিভ কিডনি ও লিভারের জন্য বিষের সমান। শারীরিক নিষ্ক্রিয়তা ও স্থূলতা: ওজন বাড়লে কিডনির ওপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি হয়, যা দীর্ঘমেয়াদী ক্ষতির কারণ।

কিডনি ভালো রাখবেন কীভাবে?

কিডনিকে সুস্থ রাখা খুব একটা কঠিন কাজ নয়। বিশেষজ্ঞরা কী বলছেন?

নিয়মিত ব্যায়াম: জিমে যেতে না পারলেও প্রতিদিন অন্তত ৩০ মিনিট ঘাম ঝরিয়ে হাঁটুন।

পর্যাপ্ত জল: দিনে অন্তত ৮ গ্লাস বা ২.৫ -৩ লিটার জল পান নিশ্চিত করুন। রুটিন চেকআপ: যাঁদের সুগার, হাই ব্লাড প্রেসার বা বংশগত কিডনির সমস্যা আছে, তাঁরা বছরে অন্তত একবার ইউরিন ও KFT (কিডনি ফাংশন টেস্ট) করান।

নেশা ত্যাগ: ধূমপান বা মদ্যপান কিডনির কার্যক্ষমতা দ্রুত কমিয়ে দেয়, তাই এগুলো থেকে দূরে থাকাই শ্রেয়। কিডনি একবার বিকল হলে জীবন বিভীষিকাময় হয়ে ওঠে। তাই আজ থেকেই নিজের ডায়েট চার্ট থেকে অতিরিক্ত তেল-নুন বাদ দিন আর নিজেকে সচল রাখুন। মনে রাখবেন, সুস্থ কিডনিই সুস্থ জীবনের চাবিকাঠি।

বয়স অনুযায়ী কার কতটা ঘুমানো জরুরি

যদি দেখেন শিশু পর্যাপ্ত ঘুমের পরেও সারাক্ষণ ঝিমিয়ে থাকছে বা অতিরিক্ত আলস্য দেখাচ্ছে, তবে বিষয়টিকে এড়িয়ে যাবেন না। চিকিৎসকদের মতে, রক্তাল্পতা, থাইরয়েড কিংবা স্থূলত্বের কারণেও অনেক সময় অস্বাভাবিক ঘুম বা অনিদ্রা দেখা দেয়। মোবাইল বা ট্যাবের নীল আলো শরীরের 'মেলাটোনিন' হরমোন নিঃসরণে বাধা দেয়, যা ঘুমের বারোটা বাজিয়ে দেয়।

সারা দিন বাড়ি মাথায় করে তোলার পর খুদেটি যখন শান্ত হয়ে ঘুমোয়, তখন বাবা-মায়ের মনে এক অদ্ভুত শান্তি বিরাজ করে। কিন্তু এই প্রশান্তি অনেক সময় উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়, যদি সেই ঘুমের ঘোর আর কাটতেই না চায়! উল্টোদিকে, অনেক শিশু আবার রাতে দু'চোখের পাতা এক করতে চায় না। আসলে শৈশবের বিকাশের সঙ্গে ঘুমের এক গভীর সম্পর্ক রয়েছে। সম্প্রতি 'ন্যাশনাল স্লিপ ফাউন্ডেশন'-এর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, শিশুদের ঘুমের একটি নির্দিষ্ট মাপকাঠি বা গাণিতিক সমীকরণ রয়েছে। এই হিসেবে সামান্য এদিক-ওদিক হলেই কিন্তু বড়সড় মুশকিল। গবেষণা বলছে, বাড়ন্ত বয়সে শরীর ও মস্তিষ্কের কোষ মেরামতের জন্য ঘুম হল অব্যর্থ ওষুধ। তবে এই প্রয়োজনীয়তা বয়সের সঙ্গে পাল্টায়:

সদ্যোজাত (০-৩ মাস): এই বয়সটাই ঘুমের। দিনে ১৭ থেকে ১৮ ঘণ্টা ঘুমোলে বুঝতে হবে শিশুটি একদম সুস্থ আছে। শিশু (৪-১১ মাস): এই সময় অন্তত ১২ থেকে ১৫ ঘণ্টা ঘুম দরকার। তবে খেয়াল রাখবেন ১০ ঘণ্টার কম হলে বিপদ। টডলার (১-২ বছর): হাঁটি হাঁটি পা পা করা শিশুদের জন্য ১১ থেকে ১৪ ঘণ্টা ঘুম আদর্শ।

প্রাক-বিদ্যালয় (৩-৫ বছর): স্কুলে যাওয়ার প্রস্তুতি শুরু হওয়ার এই পর্বে ১০ থেকে ১৩ ঘণ্টা ঘুম অত্যন্ত জরুরি। স্কুল পড়ুয়া (৬-১৩ বছর): পড়াশোনা ও খেলাধুলোর চাপে এই বয়সেই ঘুমের ঘাটতি বেশি হয়। অন্তত ৯ ঘণ্টা গভীর ঘুম ছাড়া এদের মস্তিষ্কের বিকাশ ঠিকমতো হয় না।

কিশোর-কিশোরী (১৪-১৭ বছর): বয়ঃসন্ধির এই সময়ে ৮ থেকে ১০ ঘণ্টা ঘুম আবশ্যিক।

ঘুমের আড়ালে লুকিয়ে কোন রোগ? যদি দেখেন শিশু পর্যাপ্ত ঘুমের পরেও সারাক্ষণ ঝিমিয়ে থাকছে বা অতিরিক্ত আলস্য দেখাচ্ছে, তবে বিষয়টিকে এড়িয়ে যাবেন না। চিকিৎসকদের মতে, রক্তাল্পতা, থাইরয়েড কিংবা স্থূলত্বের কারণেও অনেক সময় অস্বাভাবিক ঘুম বা অনিদ্রা দেখা দেয়। মোবাইল বা ট্যাবের নীল আলো শরীরের 'মেলাটোনিন' হরমোন নিঃসরণে বাধা দেয়, যা ঘুমের বারোটা বাজিয়ে দেয়।

অভিভাবকদের জন্য কিছু বিশেষ টিপস নির্দিষ্ট রুটিন: প্রতিদিন একই সময়ে ঘুমানো এবং ঘুম থেকে ওঠার অভ্যাস তৈরি করান। পরিবেশ: শোয়ার ঘর যেন ঠান্ডা ও আরামদায়ক হয়। নিয়মিত বিছানার চাদর ও বালিশ পরিষ্কার রাখুন। গ্যাজেট থেকে দূরে: শোয়ার অন্তত এক ঘণ্টা আগে সব ধরনের ডিজিটাল গ্যাজেট বন্ধ করে দিন। খাদ্যাভ্যাস: রাতে অতিরিক্ত মশলাদার বা চিনিযুক্ত খাবার ও পানীয় এড়িয়ে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ। ধ্যান ও শরীরচর্চা: শিশুকে দিনে অন্তত কিছুক্ষণ শরীরচর্চা করতে দিন এবং রাতে শোয়ার আগে মিনিট পাঁচেক শান্ত হয়ে মেডিটেশন করালে ঘুমের সমস্যার সমাধান হবে। মনে রাখবেন, শিশুর হাসিমুখ ধরে রাখতে তার ত্বকের স্বাভাবিকতা বজায় রাখাই আসল ম্যাজিক। তাই বিজ্ঞাপনের চটকদারী প্রোডাক্টের ব্যবহার কমিয়ে প্রাকৃতিক যত্নেই বড় করুন আপনার সন্তানকে।

বারবার ওয়াইপস দিয়ে ঘষলে শিশু ত্বকের ক্ষতি হয়

শিশু বিশেষজ্ঞের মতে, শিশুর ত্বক বড়দের তুলনায় অনেক বেশি সংবেদনশীল। বারবার ওয়াইপস দিয়ে ঘষলে ত্বকের প্রাকৃতিক তৈলাক্ত স্তর বা লিপিড লেয়ার ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই স্তরটিই আসলে বাইরের ধুলোবালি বা ইনফেকশন থেকে ত্বককে রক্ষা করে। যখনই ওয়াইপস দিয়ে ঘষছেন, তখন সেই আর্দ্রতা হারিয়ে গিয়ে ত্বক হয়ে পড়ছে খসখসে ও শুষ্ক।

সদ্যোজাতর নরম ত্বকের যত্ন নিতে গিয়ে অনেকেই অনেক সময় অজান্তেই এমন কিছু করে ফেলেন, যা আসলে উপকারের চেয়ে অপকারই বেশি করে। মা-বাবাদের কাছে এখন 'বেবি ওয়াইপস' এক অপরিহার্য বস্তু। বারবার ডায়াপার বদলানো আর ঝটপট পরিষ্কার করার জন্য এর চেয়ে সহজ উপায় আর কী-ই বা আছে! কিন্তু এই অতিরিক্ত ওয়াইপস ব্যবহার আপনার আদরের সন্তানের ত্বকের স্বাভাবিক সুরক্ষা কবচ বা 'স্কিন মাইক্রোবায়োম' নষ্ট করে দিচ্ছে না তো? বিশেষজ্ঞরা কিন্তু বিপদের সংকেত দিচ্ছেন। অ্যাস্টার আরভি হাসপাতালের শিশু বিশেষজ্ঞের মতে, শিশুর ত্বক বড়দের তুলনায় অনেক বেশি সংবেদনশীল। বারবার ওয়াইপস দিয়ে ঘষলে ত্বকের প্রাকৃতিক তৈলাক্ত স্তর বা লিপিড লেয়ার ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই স্তরটিই আসলে বাইরের ধুলোবালি বা ইনফেকশন থেকে ত্বককে রক্ষা করে। যখনই ওয়াইপস দিয়ে ঘষছেন, তখন সেই আর্দ্রতা হারিয়ে গিয়ে ত্বক হয়ে পড়ছে খসখসে ও শুষ্ক।

শিশুর ত্বকের ওপর এক ধরণের উপকারী ব্যাক্টেরিয়ার আস্তরণ থাকে, যাকে বলা হয় মাইক্রোবায়োম। ডায়াপার পরানো অংশটি সাধারণত উষ্ণ ও আর্দ্র থাকে, যা এমনিতেই স্পর্শকাতর। অনেক নামী ব্র্যান্ডের ওয়াইপসে অ্যালকোহল, প্রিজারভেটিভ বা সুগন্ধি মেশানো থাকে। বারবার এই রাসায়নিকের সংস্পর্শে এলে ওই উপকারী ব্যাক্টেরিয়াগুলোই মারা যায়। ফলে ত্বকের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে গিয়ে র‍্যাশ, একজিমা বা সেকেন্ডারি ইনফেকশনের ঝুঁকি কয়েক গুণ বেড়ে যায়। এমনকি গবেষণায় দেখা গিয়েছে, যে শিশুদের ক্ষেত্রে সুগন্ধিযুক্ত ওয়াইপস বেশি ব্যবহার করা হয়, তাদের মধ্যে 'ডায়পার ডার্মাটাইটিস' বা চর্মরোগের প্রবণতা অনেক বেশি।

সমাধানের উপায় কী?

তাহলে কি ওয়াইপস একদমই ব্যবহার করবেন না? বিশেষজ্ঞের মতে, পুরোপুরি ব্যবহার বাদ দেওয়ার প্রয়োজন নেই, তবে অভ্যাসে বদল আনা জরুরি।

ডায়পার বদলানোর পর নতুন ডায়পার পরানোর আগে কিছুক্ষণ জায়গাটি খোলা রাখুন। ত্বককে স্বাভাবিক হাওয়ায় শুকোতে দিন। ঘরে থাকাকালীন ওয়াইপসের বদলে হালকা গরম জল আর নরম সুতির কাপড় ব্যবহার করুন। এতে ত্বকের ঘর্ষণ কম হয়। যদি ওয়াইপস ব্যবহার করতেই হয়, তবে এমন কিছু বাছুন যাতে জলের পরিমাণ বেশি এবং ক্ষতিকারক রাসায়নিক বা ফ্রেগ্রেন্স নেই। পিএইচ ব্যালেন্সড ওয়াইপস এক্ষেত্রে কিছুটা নিরাপদ। ডায়পার পরানোর আগে চিকিৎসকের পরামর্শ মতো ভালো কোনও ক্রিম ব্যবহার করতে পারেন, যা ত্বকের ওপর আলাদা সুরক্ষা স্তর তৈরি করবে।

রবিবার আগরতলায় এক রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেন মেয়র দীপক মজুমদার ও রতন চক্রবর্তী।

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা ভোটে তৃণমূলের সামনে চ্যালেঞ্জের পাহাড়, সঙ্কটের মাঝে নির্বাচনী লড়াই

কলকাতা, ১৫ মার্চ (আইএএনএস) : ভারতের নির্বাচন কমিশন রবিবার ঘোষণা করেছে ২০২৬ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের দুই ধাপের ভোটগ্রহণের সময়সূচি। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করছেন, ২০১১ সালে ক্ষমতায় আসার পর তৃণমূল কংগ্রেসের জন্য এই ভোট প্রতিটি দিক থেকে সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষা হতে চলেছে।

বিশ্লেষকদের মতে, ভোটের আগে দলটির জন্য অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ হলো গত বছরের এপ্রিলের হিন্দু-মুসলিম সংঘর্ষ। নতুন প্রণীত ওয়াকফ (সংশোধন) আইন-বিরোধী প্রতিবাদের সময় কিছু এলাকায় সহিংসতা দেখা যায়। কলকাতা হাইকোর্টের একটি বিভাগীয় বেঞ্চ মন্তব্য করে, যদি রাজ্য সরকার দ্রুত ও সময়োপযোগী পদক্ষেপ নিত এবং কেন্দ্রীয় সশস্ত্র বাহিনী মোতায়েনের সিদ্ধান্ত আগেই নিত, তবে পরিস্থিতি এতটা অবনতি হতো না। বিশ্লেষকদের মতে, মুর্শিদাবাদে সংঘটিত সহিংসতার কারণে কিছু হিন্দু ভোটার তৃণমূল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে। আবার, রাজ্য সরকারের ওয়াকফ (সংশোধন) আইনের ওপর পরিবর্তিত অবস্থান কিছু মুসলিম ভোটারের মধ্যে অসন্তোষ তৈরি করেছে। ২০১১ সাল থেকে এই সম্প্রদায় তৃণমূলের গুরুত্বপূর্ণ সমর্থক হিসেবে দেখা যায়।

আইনগত ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে আরও বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা যাচ্ছে, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ২৫, ৭৫৩টি শিক্ষক ও অশিক্ষক নিয়োগ বাতিল। নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অনিয়মের কারণে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। কোর্ট কলকাতা হাইকোর্টের পূর্ববর্তী মন্তব্যও সমর্থন করেছে, যে 'দূষিত' এবং 'অদূষিত' প্রার্থীর আলাদা তালিকা না থাকার কারণে সমগ্র প্যানেল বাতিল করা প্রয়োজন।

আরও একটি বিতর্কিত বিষয় হলো দক্ষিণ কলকাতার কাসবা কলেজে এক ল স্কুল শিক্ষার্থীর কথিত ধর্ষণ। মামলার তিনজন অভিযুক্ত তৃণমূল ছাত্র পরিষদ-এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বিরোধী দলগুলি এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তৃণমূলকে আইনের শাসন ও ক্যাম্পাস রাজনীতিতে প্রশ্নের মুখে ফেলেছে।

ভোটের আগে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো স্মার্ট ভোটার তালিকা বা স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন (এসআইআর)-এর মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ভোটারের নাম মুছে ফেলা। ২৮ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত চূড়ান্ত ভোটার তালিকা অনুযায়ী প্রায় ৬৩ লাখ নাম বাতিল হয়েছে। এছাড়াও চলমান বিচারিক প্রক্রিয়া শেষে আরও নাম মুছে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ২৯৪টি আসনে গড় ভোট অংশগ্রহণ ছিল ৮২.৩ শতাংশ। তৃণমূল ২৯০টি আসনের মধ্যে ২১৫টি জিতেছিল, বিজেপি ৭৭টি আসন পেয়েছিল। সিপিএম-নেতৃত্বাধীন বাম ফ্রন্ট এবং অল ইন্ডিয়া সেকুলার ফ্রন্ট (এআইএসএফ) আসন ভাগাভাগি করেছিল। এআইএসএফ একটিমাত্র আসন জিতেছিল, বামফ্রন্ট এবং কংগ্রেস কোনো আসন জেতেনি।

এবার কংগ্রেস এবং বামফ্রন্ট স্বতন্ত্রভাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করছেন, ভোটের আগে তৃণমূলের সামনে রয়েছে সম্প্রদায়ভিত্তিক সমর্থন ধরে রাখা, প্রশাসনিক বিতর্ক মোকাবিলা, এবং নির্বাচনী বিক্ষিপ্ত শক্তিকে মোকাবিলা করার বড় চ্যালেঞ্জ।

পাঞ্জাবে সীমান্ত পারের অস্ত্র-মাদক পাচার চক্র ভাঙল পুলিশ, গ্রেফতার ৬

চণ্ডীগড়, ১৫ মার্চ (আইএএনএস): বড়সড় সাফল্য পেল পাঞ্জাব পুলিশ। সীমান্ত পারের দুটি অস্ত্র ও মাদক পাচার চক্র ভেঙে ছয়জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতদের কাছ থেকে ছয়টি অত্যাধুনিক পিস্তল ও ৩.৫ কেজি হেরোইন উদ্ধার হয়েছে বলে রবিবার জানান পাঞ্জাবের ডিরেক্টর জেনারেল অব পুলিশ গৌরব যাদব।

গ্রেফতার হওয়া ব্যক্তিরা হল করণ সিং (২৬), গুরপ্রীত সিং (২২), মাখানদীন (২২), রাকেশ (২৬), চমকোর সিং (২৩) এবং জসবীর সিং (১৯)।

পুলিশ জানিয়েছে, উদ্ধার হওয়া অস্ত্রের মধ্যে রয়েছে তিনটি অত্যাধুনিক পিএক্স ৫.৭শ্র২৮ মিমি টিআইএসএএস টার্কি পিস্তল, দুটি .৩০ বোর পিস্তল এবং একটি ৯ এমএম পিস্তল। পাশাপাশি ৬০টি কার্তুজও উদ্ধার করা হয়েছে। বিশেষ করে পিএক্স ৫.৭শ্র২৮ মিমি সিরিজের স্বয়ংক্রিয় পিস্তল উদ্ধার হওয়াকে বড় সাফল্য হিসেবে দেখছে পুলিশ।

ডিজিপি গৌরব যাদব জানান, প্রাথমিক তদন্তে ধৃতদের সঙ্গে পাকিস্তানভিত্তিক পাচারকারীদের যোগাযোগের প্রমাণ মিলেছে। সীমান্তের কাছে ড্রোনের মাধ্যমে অস্ত্র ও মাদক সরবরাহ করা হত বলে সন্দেহ করা হচ্ছে।

তিনি বলেন, ধৃতরা সীমান্ত পারের এক 'হ্যান্ডলার'-এর নির্দেশে কাজ করছিল, যা একটি বড় সংগঠিত পাচার চক্রের ইঙ্গিত দিচ্ছে। পুরো নেটওয়ার্ক ধ্বংস করতে তদন্ত চালানো হচ্ছে।

অভিযানের বিস্তারিত জানিয়ে গুরপ্রীত সিং ভুল্লার বলেন, টহলদারির সময় পুলিশ দুই সন্দেহভাজন যুবক করণ সিং ও গুরপ্রীত সিংকে মোটরসাইকেলে ঘুরতে দেখে আটক করে। তল্লাশিতে তাদের কাছ থেকে দুটি টিসাস পিস্তল, ম্যাগাজিন এবং ২০টি কার্তুজ উদ্ধার হয়।

পরে তাদের জেরায় আরও একটি টিসাস পিস্তল ও একটি .৩০ বোর পিস্তল উদ্ধার করা হয়।

পুলিশ জানায়, ধৃতদের বাড়ি অমৃতসরের ভারত-পাকিস্তান আন্তর্জাতিক সীমান্তের কাছাকাছি গ্রামে, যা সীমান্ত পারের পাচারে সহায়ক ছিল।

জিজ্ঞাসাবাদের সময় তারা তাদের সরবরাহকারীর নাম জানায়, যার ভিত্তিতে মাখানদীনকে গ্রেফতার করা হয়। তার কাছ থেকেও একটি .৩০ বোর পিস্তল, ম্যাগাজিন ও কার্তুজ উদ্ধার হয়।

একইসঙ্গে অন্য একটি অভিযানে রাকেশ ও চমকোর সিংকে গ্রেফতার করে পুলিশ। তাদের কাছ থেকে ২০০ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার হয়। পরে তাদের তথ্যের ভিত্তিতে আরও ৮০০ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করা হয়, ফলে মোট উদ্ধার হয় ১ কেজি।

পরবর্তীতে পৃথক অভিযানে জসবীর সিংকে গ্রেফতার করে পুলিশ। তার কাছ থেকে আরও ২.৫ কেজি হেরোইন উদ্ধার হয়।

পুলিশ জানিয়েছে, পুরো পাচার চক্রের শিকড় খুঁজে বের করতে তদন্ত অব্যাহত রয়েছে।

বিজেপির চাপে অসমে এক দফায় ভোট, নির্বাচন সময়সূচি পরিবর্তনের দাবি অখিল গগৈ-র

গুয়াহাটি, ১৫ মার্চ (আইএএনএস) : শিবসাগর আসনের বিধায়ক অখিল গগৈ রবিবার অভিযোগ করেছেন যে অসমের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন এক দফায় করার সিদ্ধান্ত ভারতের নির্বাচন কমিশন বিজেপির চাপের প্রভাবে নিয়েছে। তিনি নির্বাচন কমিশনের কাছে এই সময়সূচি পুনর্বিবেচনার দাবি জানান।

গগৈ সাংবাদিকদের বলেন, এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-এর প্রভাবের কারণে। আমরা এই সিদ্ধান্ত মানতে পারব না।

তিনি আরও অভিযোগ করেন যে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে কোনো রাজনৈতিক দলের প্রভাব থেকে মুক্ত রাখা উচিত। ভোটের ওপর বিজেপির কোনো প্রভাব চলবে না। এখানে নির্বাচন কমিশন বিজেপির নিয়ন্ত্রণে আছে, তিনি বলেন এবং কমিশনের কাছে অবিলম্বে সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের আহ্বান জানান।

অখিল গোগই দাবি করেছেন, আসামের বিধানসভা নির্বাচন এক দফায় না করে তিন দফায় করা হোক। আমরা দাবি করি নির্বাচন কমিশন অবিলম্বে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে অসমে নির্বাচন তিন দফায় আয়োজিত করুক।

রাজ্য নির্বাচনের আগে কংগ্রেসের সঙ্গে জোট গঠনের চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার কথাও তিনি উল্লেখ করেন। কংগ্রেসের সঙ্গে জোটের জন্য আমি অনেক সময় ও শক্তি ব্যয় করেছি, কিন্তু ফল আসেনি। আমাদের পার্টি স্বতন্ত্রভাবে শক্তিশালীভাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে সক্ষম, তিনি জানান।

রাইজর দলের নেতা গোগই আরও বলেন, আমাদের দলের যথেষ্ট শক্তি আছে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে ভালো ফলাফল দেওয়ার জন্য।

এর আগে রবিবার, ভারতের নির্বাচন কমিশন আসামের বিধানসভা নির্বাচনের সময়সূচি ঘোষণা করে। কমিশন জানায়, পুরো রাজ্যে ভোটগ্রহণ এক ধাপে অনুষ্ঠিত হবে। ভোট গণনা অন্যান্য রাজ্যের নির্বাচনের সঙ্গে একসাথে করা হবে।

আসামের ১২৬ সদস্যের বিধানসভা নির্বাচনের ভোট গ্রহণ হবে ৯ এপ্রিল এবং ভোট গণনা অনুষ্ঠিত হবে ৪ মে।

রবিবার আগরতলায় ভারতের ট্রেড ইউনিয়নের সাংগঠনিক কনভেনশন আয়োজিত ছিল।

আসাম বিধানসভা নির্বাচন: ১৪ প্রার্থীর প্রথম তালিকা ঘোষণা করল আপ

গুয়াহাটি, ১৫ মার্চ: আসন্ন আসাম বিধানসভা নির্বাচনের জন্য প্রথম দফায় ১৪ জন প্রার্থীর নাম ঘোষণা করল আম আদমি পার্টি (আপ)। রবিবার দলটির পক্ষ থেকে জারি করা এক বিজ্ঞপ্তিতে বিভিন্ন বিধানসভা কেন্দ্রের জন্য এই প্রার্থীদের নাম প্রকাশ করা হয়।

দলের আসাম রাজ্য প্রভারী রাজেশ শর্মা স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, আপার আসাম, সেন্ট্রাল আসাম এবং লোয়ার আসামের বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে এই প্রার্থীদের মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে।

ঘোষিত তালিকা অনুযায়ী, নাওবৈচা কেন্দ্র থেকে অচ্যুত দাস, দেরগাঁও কেন্দ্র থেকে পুলিন গগৈ এবং গোহপুর কেন্দ্র থেকে জারবোয়াম কুটুমকে প্রার্থী করা হয়েছে। সেন্ট্রাল গুয়াহাটি কেন্দ্র থেকে মনোনয়ন পেয়েছেন অনুরূপা ডেকারাজা।

এছাড়াও খুমটাই কেন্দ্র থেকে আশিস হাজারিকা, শিবসাগর কেন্দ্র থেকে তপন গগৈ এবং রোংআঙ্গাদি কেন্দ্র থেকে টিকেন্দ্র থাপাকে প্রার্থী করা হয়েছে।লোয়ার আসামের চেঙ্গা কেন্দ্র থেকে জাহিদু ইসলাম খান এবং নাদুয়ার কেন্দ্র থেকে রঞ্জিত বড়োকে প্রার্থী করা হয়েছে। তিতাবর কেন্দ্র থেকে পল্লব শইকিয়া, পূর্ব গোলপাড়া কেন্দ্র থেকে জিন্না আমির হুসেন এবং রাহা কেন্দ্র থেকে বরুণ বিকাশ দাসকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে। পাহাড়ি জেলা কার্বি আংলংয়ের বোকাজান কেন্দ্র থেকে রেণুকা তিমুংপি এবং বিশ্বনাথ কেন্দ্র থেকে অনন্ত গগৈকে প্রার্থী করেছে দলটি।

এই তালিকা ঘোষণার মাধ্যমে অরবিন্দ কেজরিওয়াল নেতৃত্বাধীন দলটি আসাম বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু করল বলে দলীয় সূত্রে জানানো হয়েছে। রাজ্য নেতৃত্ব ও স্থানীয় ইউনিটগুলির সঙ্গে আলোচনা করেই প্রার্থীদের চূড়ান্ত করা হয়েছে বলেও দাবি দলের।

এদিকে, শনিবার ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস আসন্ন আসাম বিধানসভা নির্বাচনের জন্য দ্বিতীয় দফায় ২৩ জন প্রার্থীর তালিকা প্রকাশ করেছে। এর ফলে রাজ্যে দলের নির্বাচনী প্রস্তুতি আরও জোরদার হয়েছে।

এ পর্যন্ত কংগ্রেস মোট ৬৫টি আসনে প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছে। এর আগে প্রথম তালিকায় ৪২ জনের নাম প্রকাশ করা হয়েছিল।

রাজ্যের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে একাধিক দলের মধ্যে বহুমুখী লড়াইয়ের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে বলে রাজনৈতিক মহলে মনে করা হচ্ছে।

তৃণমূল-বিজেপি সংঘর্ষ: আরও ৫ জন গ্রেপ্তার, মোট গ্রেপ্তার ৯

কলকাতা, ১৫ মার্চ: উত্তর কলকাতার গিরিশ পার্ক এলাকায় ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) এবং সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস (তৃণমূল কংগ্রেস) সমর্থকদের সংঘর্ষের ঘটনায় আরও ৫ জনকে গ্রেপ্তার করল কলকাতা পুলিশ। রবিবার পুলিশ সূত্রে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

পুলিশের এক শীর্ষ আধিকারিক জানান, শনিবার রাতে তৃণমূল ও বিজেপি উভয় পক্ষের দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে এই গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পাশাপাশি ঘটনার প্রেক্ষিতে কলকাতা পুলিশ নিজ উদ্যোগেও একটি মামলা রুজু করেছে।

এদিকে সংঘর্ষে আহত ছয়জন পুলিশকর্মীকে ইতিমধ্যেই হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। আরও দুই পুলিশকর্মী এখনও চিকিৎসাধীন রয়েছেন।ঘটনার বিষয়ে বিস্তারিত রিপোর্ট তলব করেছে নির্বাচন কমিশন। কমিশন সুপ্রতিম সরকার-এর কাছে এই ঘটনার পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট চেয়েছে। পাশাপাশি সংঘর্ষের জেরে রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজা-র বাড়িতে হামলার ঘটনাতেও রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে।

কমিশনের তরফে আরও জানতে চাওয়া হয়েছে, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের জন্য রাজ্যে আগে থেকেই মোতায়েন থাকা কেন্দ্রীয় আধাসামরিক বাহিনী কেন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ব্যবহার করা হয়নি।

শনিবার নরেন্দ্র মোদী-র ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডের সমাবেশের আগে গিরিশ পার্ক এলাকায় মন্ত্রী শশী পাঞ্জার বাড়িতে পাথর ছোড়ার অভিযোগ ওঠে। তৃণমূলের দাবি, ব্রিগেডের সভায় যাওয়ার পথে বিজেপি কর্মীরাই এই হামলা চালায়।

নেমমে বিজেপির কোনও সুযোগ নেই, তিরুবনন্তপুরমে সব ১৪টি আসনেই জিতবে এলডিএফ: শিবনকুট্টি

তিরুবনন্তপুরম, ১৫ মার্চ (আইএএনএস): কেরালার নেমম বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপির কোনও জমি থাকবে না বলে দাবি করলেন কেরালার সাধারণ শিক্ষা মন্ত্রী ভি. শিবানকুট্টি। তিনি আত্মবিশ্বাস প্রকাশ করে বলেন, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে তিরুবনন্তপুরম জেলায় সব ১৪টি আসনেই জয় পাবে শাসক বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট (এলডিএফ) ।রবিবার সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে নেমম কেন্দ্রের বিধায়ক শিবনকুট্টি বলেন, এবারও বিজেপির সম্ভাবনা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যাবে এবং রাজধানী জেলাজুড়ে এলডিএফ তাদের শক্ত অবস্থান বজায় রাখবে।তিনি বলেন, "মানুষের বামফ্রন্টকে ভোট না দেওয়ার কোনও কারণ নেই। এই সরকার সমাজের সব স্তরের মানুষের জন্য কাজ করেছে এবং সবার জন্য বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে।"তিনি মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন-এর নেতৃত্বাধীন সরকারের কাজেরও জোরালো সাফাই দেন।২০১৬ সালের পর থেকে নেমম কেন্দ্রটি কেরালার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক কেন্দ্র হয়ে ওঠে। সেই বছর বিজেপির প্রবীণ নেতা ও. রাজগোপাল ঐতিহাসিক জয় পেয়ে প্রথমবারের মতো ১৪০ সদস্যের কেরালা বিধানসভা-এ বিজেপির প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করেছিলেন।এই জয় কেরালায় বিজেপির জন্য একটি বড় প্রতীকী সাফল্য ছিল, কারণ দীর্ঘদিন ধরে ভোটের শতাংশ বাড়লেও তা বিধানসভায় আসনে রূপান্তর করতে পারছিল না দলটি। তবে ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে কেন্দ্রটি আবার বামফ্রন্টের দখলে ফিরে আসে। তখন শিবনকুট্টি বিজেপির প্রবীণ নেতা কুম্মনম রাজশেখরন-কে পরাজিত করে আসনটি পুনরুদ্ধার করেন।আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে নেমমে আবারও ত্রিমুখী লড়াইয়ের সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। এখানে বামফ্রন্ট, কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউনাইটেড ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউডিএফ) এবং বিজেপি নেতৃত্বাধীন জাতীয় গণতান্ত্রিক জোট (এনডিএ)-র মধ্যে কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বিতা হতে পারে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা।অন্যদিকে, রাজ্যের বিজেপি সভাপতি রাজীব চন্দ্রশেখর আগেই ঘোষণা করেছেন যে তিনি নেমম থেকেই প্রথমবারের মতো বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। ২০২৪ সালের ২০২৪ ভারতীয় সাধারণ নির্বাচন-এ তিনি যদিও বর্তমান সাংসদ শশী থারুর-এর কাছে পরাজিত হন, তবে নেমম বিধানসভা সেগমেন্টে তিনি এগিয়ে ছিলেন। সেই ফলাফল বিজেপিকে এই কেন্দ্র নিয়ে আবারও আত্মবিশ্বাস জুগিয়েছে।

২০০১ সালের ব্যাঙ্ক জালিয়াতি মামলায় পলাতক অভিযুক্ত গ্রেপ্তার সিবিআইয়ের

নয়াদিল্লি, ১৫ মার্চ: প্রায় ২৪ বছর আগের একটি ব্যাঙ্ক জালিয়াতি মামলায় ঘোষিত পলাতক অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করল কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরো (সিবিআই)। রবিবার এক বিবৃতিতে তদন্তকারী সংস্থা জানিয়েছে, ধৃত ব্যক্তির নাম হরপাল সিং আহুজা।

সিবিআই জানায়, ২০০১ সালের ২৭ এপ্রিল এই মামলাটি রুজু করা হয়। তদন্ত শেষ হওয়ার পর ২০০৩ সালের ১৯ মার্চ আহুজা-সহ একাধিক অভিযুক্তের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করা হয়।

তদন্তে উঠে আসে, মূল ষড়যন্ত্রকারী হরপাল সিং আহুজা ২০১৪ সালে বিচার চলাকালীন পলাতক হয়ে যান। এরপর ২০১৪ সালের ২ আগস্ট গাজিয়াবাদের সিবিআই বিশেষ আদালত তাঁকে ঘোষিত পলাতক হিসেবে ঘোষণা করে। পরে ২০১৭ সালের ১ আগস্ট আদালত তাঁর বিরুদ্ধে খোলা তারিখের গ্রেপ্তারি পরোয়ানাও জারি করে।

সিবিআই সূত্রে জানা গেছে, অন্য অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে বিচার প্রক্রিয়া শেষ হলেও আহুজার বিরুদ্ধে মামলা এখনও বিচারাধীন রয়েছে এবং আদালতে তাঁর উপস্থিতি প্রয়োজন।

অসমের স্বাস্থ্য বাজেট থেকে বছরে ১৫০ কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছে কংগ্রেস: অমিত শাহের অভিযোগ

গুয়াহাটি, ১৫ মার্চ (আইএএনএস): অসমে কংগ্রেস শাসনামলে স্বাস্থ্য খাতের বাজেট থেকে প্রতি বছর প্রায় ১৫০ কোটি টাকা আত্মসাৎ করা হত বলে অভিযোগ করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। রবিবার গুয়াহাটিতে এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি দাবি করেন, দুর্নীতি ও অপব্যবস্থাপনার কারণে সেই সময় রাজ্যের জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা মারাত্মকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছিল।

এই অনুষ্ঠানে প্রায় ২,০৯২ কোটি টাকার বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন শাহ।

তিনি বলেন, "প্রায় দশ বছর আগে অসমের স্বাস্থ্যব্যবস্থা একেবারে ভেঙে পড়েছিল। কংগ্রেস সরকার মানুষের স্বাস্থ্য পরিষেবা উন্নত করার বদলে তাদের নেতাদের পরিবারের আর্থিক স্বার্থ দেখতেই বেশি ব্যস্ত ছিল।"

শাহের অভিযোগ, স্বাস্থ্য পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ অর্থ নেতাদের এবং তাদের পরিবারের সুবিধার জন্য অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া হত। এর ফলে হাসপাতাল ও চিকিৎসা পরিকাঠামোর অবস্থা অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে।

তিনি বলেন, বর্তমানে কেন্দ্র ও রাজ্যে ভারতীয় জনতা পার্টি-নেতৃত্বাধীন সরকার সমাজের সব স্তরের মানুষের জন্য সাশ্রয়ী ও সহজলভ্য স্বাস্থ্য পরিষেবা নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা-র প্রশংসা করে শাহ বলেন, তাঁর নেতৃত্বে গত কয়েক বছরে রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিকাঠামোয় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে।

শাহের দাবি, বর্তমানে অসমের চিকিৎসা পরিষেবা দ্রুত উন্নত রাজ্যগুলির মানের দিকে এগোচ্ছে। উদাহরণ হিসেবে তিনি গুজরাট, মহারাষ্ট্র এবং কর্ণাটক-র কথা উল্লেখ করেন।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মতে, রবিবার যে স্বাস্থ্য প্রকল্পগুলির সূচনা হয়েছে সেগুলি রাজ্যে স্বাস্থ্য পরিষেবা আরও শক্তিশালী করবে এবং বিশেষ করে গ্রামীণ ও দূরবর্তী এলাকার মানুষের জন্য উন্নত চিকিৎসা পাওয়া সহজ করবে।

তিনি আরও বলেন, কেন্দ্র ও অসম সরকার যৌথভাবে নতুন চিকিৎসা পরিকাঠামো গড়ে তোলা, নতুন স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন এবং পুরনো হাসপাতালগুলিকে আধুনিকীকরণের কাজ করছে, যাতে উন্নত চিকিৎসার জন্য রাজ্যের মানুষকে আর বাইরে যেতে না হয়।

শাহের বক্তব্য, সরকারের লক্ষ্য এমন একটি শক্তিশালী স্বাস্থ্যব্যবস্থা গড়ে তোলা যেখানে প্রত্যেক নাগরিক সাশ্রয়ী ও সহজলভ্য চিকিৎসা পরিষেবা পাবেন।

রবিবার আগরতলায় ডিওয়াইএফের উদ্যোগে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন

নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন

প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১

মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০

ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

পশ্চিম এশিয়ায় শান্তির আহ্বান আরএসএস-এর, দেশের সর্বোচ্চ স্বার্থে কাজ করছে সরকার: দত্তাত্রেয় হোসাবলে

নয়াদিল্লি, ১৫ মার্চ (আইএএনএস): পশ্চিম এশিয়ায় চলমান উত্তেজনার প্রেক্ষিতে শান্তির আহ্বান জানাল রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস)। একই সঙ্গে সংগঠনটি জানিয়েছে, ১০০ বছর পূর্তির প্রাক্কালে সারা দেশে তাদের সাংগঠনিক কার্যক্রম আরও বিস্তারের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। রবিবার অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভা (এবিপিএস) বৈঠকে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এ কথা বলেন আরএসএসের সাধারণ সম্পাদক দত্তাত্রেয় হোসাবলে।

তিনি বলেন, "যা ঘটছে তা অশান্তিকর। আমাদের সংগঠন বিশ্বে শান্তি চায়। যে দেশে আপনি বাস করেন এবং আহার করেন, সেই দেশের জন্য ভালো কাজ করা উচিত। যুদ্ধ নানা কারণে হয়, তবে আমরা চাই সংঘাত দ্রুত শেষ হোক এবং শান্তি প্রতিষ্ঠিত হোক।"

পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতি নিয়ে তিনি বলেন, ভারতের সরকার দেশের সর্বোচ্চ স্বার্থ রক্ষার দিকেই নজর রেখে পদক্ষেপ নিচ্ছে।

হোসাবলে বলেন, "ভারত সরকার যথাসম্ভব চেষ্টা করছে এবং সাহায্য করছে। দেশের সর্বোচ্চ স্বার্থে যা করা প্রয়োজন, তাই করা হচ্ছে।"

ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতোল্লা আলি খামেনেইয়ের মৃত্যুর খবর ঘিরে বিভিন্ন জায়গায় শোকপ্রকাশ ও উত্তেজনার প্রসঙ্গেও তিনি মন্তব্য করেন। তাঁর মতে, শোকপ্রকাশ যদি হয় তবে তা শান্তিপূর্ণভাবেই হওয়া উচিত।

তিনি বলেন, "কেউ শোক প্রকাশ করতে চাইলে তা শান্তিপূর্ণভাবে করা উচিত। আমাদের দেশের ঐতিহ্য হল, মৃত্যুর পরে কেউ শত্রু থাকে না। তাই শোকপ্রকাশের নামে অশান্তি বা উসকানি দেওয়া উচিত নয়।"

সংগঠনের প্রসঙ্গে হোসাবলে জানান, আরএসএস ১০০ বছর পূর্তি উপলক্ষে সারা দেশে তাদের কার্যক্রম আরও বিস্তারের উদ্যোগ নিয়েছে। তিনি বলেন, "সংঘ যখন ১০০ বছরের দিকে এগোচ্ছে, তখন আমরা সাংগঠনিকভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে দেশের প্রতিটি অঞ্চলে একটি করে শাখা ও সাপ্তাহিক বৈঠক থাকবে। বর্তমানে ৫৫,৬৮৩টি স্থানে মোট ৮৮,৯৪৯টি শাখা কার্যকর রয়েছে।"

এছাড়াও তিনি অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভা-র কাঠামো ও সদস্য নির্বাচনের প্রক্রিয়া সম্পর্কে ব্যাখ্যা দেন। তাঁর কথায়, এই সভার সদস্যরা তিন বছরের জন্য নির্বাচিত বা মনোনীত হন।

হোসাবলে জানান, সংগঠন নিয়মিতভাবে সাংগঠনিক ও সামাজিকউভয় দৃষ্টিকোণ থেকেই নিজেদের কাজের মূল্যায়ন করে।

তিনি বলেন, "সাংগঠনিক দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা দুটি বিষয় এবং সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে তিনটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি। গত কয়েক বছরে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে শাখা, সাপ্তাহিক বৈঠক ও দৈনিক কার্যক্রম বাড়ানোর দিকে আমরা বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছি এবং তাতে অগ্রগতি হয়েছে।"

আরএসএসের শীর্ষ সিদ্ধান্তগ্রহণকারী সংস্থা অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভা-র তিন দিনের বৈঠক বর্তমানে হরিয়ানার সমলখায় চলছে। শুক্রবার এই বৈঠকের সূচনা করেন আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত ও সাধারণ সম্পাদক দত্তাত্রেয় হোসাবলে।

সংগঠনের মতে, এই সভাই আরএসএসের সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী মঞ্চ, যেখানে গুরুত্বপূর্ণ নীতি সিদ্ধান্ত ও ভবিষ্যৎ কৌশল নিয়ে আলোচনা করা হয়।

১ এপ্রিল থেকে ফাসট্যাগ বার্ষিক পাসের ফি বাড়ছে, নতুন হার ৩,০৭৫ টাকা

নয়াদিল্লি, ১৫ মার্চ: ২০২৬—২৭ অর্থবর্ষের জন্য ফাসট্যাগ বার্ষিক পাসের ফি বাড়ানোর ঘোষণা করল ভারতের জাতীয় মহাসড়ক কর্তৃপক্ষ (এনএইচএআই)। রবিবার জানানো হয়েছে, বর্তমান ৩,০০০ টাকার পরিবর্তে নতুন ফি হবে ৩,০৭৫ টাকা। এই নতুন হার কার্যকর হবে আগামী ১ এপ্রিল থেকে।

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক মন্ত্রক জানিয়েছে, ২০০৮ সালের ন্যাশনাল হাইওয়ে ফি (নির্ধারণ ও সংগ্রহ) বিধি অনুযায়ী এই ফি সংশোধন করা হয়েছে।

বর্তমানে দেশে ৫৬ লক্ষেরও বেশি ব্যবহারকারী ফাসট্যাগ বার্ষিক পাস সুবিধা নিচ্ছেন বলে এনএইচএআই জানিয়েছে। বৈধ ফাসট্যাগ থাকা বেসরকারি অ-বাণিজ্যিক গাড়ির মালিকরা এই সুবিধা নিতে পারবেন। এই বার্ষিক পাসের মাধ্যমে এককালীন অর্থ প্রদান করে ব্যবহারকারীরা এক বছর পর্যন্ত অথবা সর্বোচ্চ ২০০ বার টোল প্লাজা পার হওয়া পর্যন্ত সুবিধা পাবেনযেটি আগে পূর্ণ হবে সেটিই প্রযোজ্য হবে।

দেশজুড়ে জাতীয় সড়ক ও এক্সপ্রেসওয়েতে অবস্থিত প্রায় ১,১৫০টি টোল প্লাজায় এই পাস ব্যবহার করা যাবে। নিয়মিত যাতায়াতকারী গাড়িচালকদের জন্য এই ব্যবস্থা যাত্রাকে আরও সহজ ও সাশ্রয়ী করতে চালু করা হয়েছে।

পেমেন্ট সম্পন্ন হওয়ার দুই ঘণ্টার মধ্যেই গাড়ির সঙ্গে যুক্ত বিদ্যমান ফাসট্যাগ-এ এই বার্ষিক পাস সক্রিয় হয়ে যায়। ব্যবহারকারীরা রাজমার্গ যাত্রা অ্যাপ অথবা এনএইচএআই-এর সরকারি ওয়েবসাইটের মাধ্যমে এই পাস কিনতে বা নবীকরণ করতে পারবেন।

উল্লেখ্য, ফাসট্যাগ বার্ষিক পাস পরিষেবাটি চালু হয়েছিল ২০২৫ সালের স্বাধীনতা দিবস অর্থাৎ ১৫ আগস্ট। এরপর থেকেই জাতীয় সড়কে নিয়মিত যাতায়াতকারী গাড়িচালকদের মধ্যে এই পরিষেবার জনপ্রিয়তা দ্রুত বাড়ছে বলে জানিয়েছে এনএইচএআই।

বিরোধীদের অনাস্থা প্রস্তাব

● প্রথম পাতার পর

পড়েছে, যা সম্পূর্ণ ভুল পদক্ষেপ।

এদিকে রবিবার নির্বাচনের সূচি ঘোষণা করে সিইসি জানান, আসাম ও কেরালা-তে এক দফায় ভোট হবে ৯ এপ্রিল। একই দিনে ভোট হবে পুদুচেরি-তেও।

তামিলনাড়ু-এর ২৩৪টি আসনে ভোট হবে এক দফায় ২৩ এপ্রিল। অন্যদিকে ২৯৪ সদস্যের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় দুই দফায় ভোট হবেপ্রথম দফায় ১৫২টি আসনে ২৩ এপ্রিল এবং দ্বিতীয় দফায় বাকি ১৪২টি আসনে ২৯ এপ্রিল। সব রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ভোটগণনা হবে ৪ মে।

শান্তিরবাজার ইলেক্ট্রিক

● প্রথম পাতার পর

কর্মরত ব্যক্তিরা আগুনের লেলিহান শিখা দেখতে পান। মুহূর্তের মধ্যে আগুন দ্রুত চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় শান্তিরবাজার অগ্নিনির্বাপক দপ্তরে। খবর পেয়ে দমকল বাহিনীর কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। দমকলের তৎপরতায় বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতি এড়ানো সম্ভব হয়েছে বলে জানা গেছে।

তবে এই অগ্নিকাণ্ড ঘিরে উঠেছে একাধিক প্রশ্ন। স্থানীয়দের অভিযোগ, অফিস চত্বরে জমে থাকা জঙ্গল ও শুকনো ঘাস নিয়মিত পরিষ্কার না করার ফলেই বারবার আগুন লাগছে। তাদের দাবি, প্রতি বছরই এমন ঘটনা ঘটলেও দপ্তরের পক্ষ থেকে কোনো কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না।

এই বিষয়ে বিদ্যুৎ দপ্তরের এক আধিকারিককে প্রশ্ন করা হলে তিনি জানান, আগুনের সূত্রপাত কোথা থেকে হয়েছে বা কেন বারবার এমন ঘটনা ঘটছে সে বিষয়ে তাদের কাছে সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্য নেই। দপ্তরের এই দায়সারা মন্তব্যে স্থানীয়দের ক্ষোভ আরও বেড়েছে।

এক সপ্তাহের মধ্যে একই স্থানে দুইবার অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় এখন জনমনে একটাই প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে, আর কতবার এমন ঘটনা ঘটলে বিদ্যুৎ দপ্তরের টনক নড়বে?

৪ রাজ্য ও ১ কেন্দ্রশাসিত

● প্রথম পাতার পর

প্রস্তুতি জোরদার করেছে। নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণার পর এখন রাজ্যজুড়ে রাজনৈতিক দলগুলির প্রচার আরও তীব্র হবে বলেই মনে করছেন পর্যবেক্ষকরা।

ভোটার তালিকা নিয়ে বিতর্কের মাঝেই বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) প্রক্রিয়াকে জোরালোভাবে সমর্থন করল নির্বাচন কমিশন। কমিশনের দাবি, এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিশ্চিত করা হয়েছে যাতে কোনও যোগ্য ভোটার বাদ না পড়েন এবং কোনও অযোগ্য ব্যক্তি তালিকায় অন্তর্ভুক্ত না হন।

রবিবার চারটি রাজ্য ও একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের বিধানসভা নির্বাচনের সূচি ঘোষণা করতে গিয়ে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার বলেন, "স্বচ্ছ ও নির্ভুল ভোটার তালিকাই অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের ভিত্তি। সেই লক্ষ্যেই বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়া চালানো হয়েছে।"

এই সময় তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন নির্বাচন কমিশনার সুখবীর সিং সান্ধু এবং বিবেক জোশী।

মুখ্য নির্বাচন কমিশনার বলেন, আসন্ন নির্বাচন ভারতের ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের প্রতিফলন। তিনি বিশেষ করে প্রথমবারের ভোটারদের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়ার আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, "আপনারা জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় প্রবেশ করতে চলেছেন। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অংশ নিয়ে অবশ্যই ভোট দিন।"

তিনি আরও বলেন, "চুনাও কা পর্ব, হম সবকা গর্ববভারতে নির্বাচন গণতন্ত্রের উৎসব।"

উল্লেখ্য, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, তামিলনাড়ু, কেরালা এবং পুদুচেরি-তে।

এদিকে নির্বাচন কমিশনের এই ঘোষণা এসেছে একদিন পরেই, যখন নরেন্দ্র মোদী কলকাতায় এক জনসভায় বক্তব্য রাখেন। সেখানে তিনি অভিযোগ করেন, শাসক দল সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস ভোটার তালিকার বিশেষ সংশোধন প্রক্রিয়ায় 'অনুপ্রবেশকারীদের' রক্ষা করার চেষ্টা করেছে।

অন্যদিকে তৃণমূল কংগ্রেস নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ তুলে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের বিরুদ্ধে অভিশংসন প্রস্তাব এনেছে। বিরোধী দলগুলির সমর্থনে এই সংক্রান্ত নোটিস সংসদের উভয় কক্ষেই জমা দেওয়া হয়েছে।

পদ্ম শিবিরে সিট্যু নেতা

● প্রথম পাতার পর

দলীয় পতাকা তুলে দিয়ে বিজেপিতে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাগত জানান। জানা যায়, সজীব কুমার সিংহ দীর্ঘদিন ধরে সিপিআইএমের সক্রিয় কর্মী হিসেবে কাজ করে আসছিলেন। তিনি সিট্যুর ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির সদস্য ছিলেন। পাশাপাশি চুরাইবাড়ি জুন কমিটির সভাপতি এবং বুদ্ধ পাড়া ব্রাঞ্চ সদস্য হিসেবেও বহু বছর ধরে দায়িত্ব পালন করেছেন।

তবে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানান, দীর্ঘদিন নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করলেও সিপিআইএম দল তাকে যথাযথ মর্যাদা দেয়নি। সেই কারণেই তিনি দলটির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। একই সঙ্গে তিনি বলেন, দেশের প্রধানমন্ত্রীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি বিজেপির উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে শামিল হতে চান।

এদিকে স্থানীয় যুব নেতৃত্ব তথা উত্তর জেলা যুব মোর্চার সম্পাদক সিদ্ধার্থ সিংহ তাকে বিজেপিতে যোগদান করাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন বলে জানা যায়।

এদিনের সমর্থনী সভায় আরও বক্তব্য রাখেন পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য হাসিম তালুকদার, উত্তর জেলা যুব মোর্চার ইনচার্জ জন্মদিন কানু এবং উস্তার আলীসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

জানা গেছে, সজীব কুমার সিংহের সঙ্গে তার পরিবারের চারজন ভোটারও সিপিআইএম ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন। আগামী দিনে তার নেতৃত্বে আরও বহু সমর্থক সিপিআইএম ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিতে পারেন বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে।

ধর্মনগরে কংগ্রেসের নির্বাচনী

● প্রথম পাতার পর

দলের একাধিক নেতা, কর্মী ও সমর্থকরা সভায় অংশ নেন।

সভায় বক্তারা বলেন, আসন্ন উপনির্বাচনকে সামনে রেখে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করতে হবে। পাশাপাশি সাধারণ মানুষের সমস্যা ও দাবিদাওয়াকে গুরুত্ব সহকারে তুলে ধরার উপর জোর দেন নেতৃবৃন্দ। সেই সঙ্গে দলীয় কর্মীদের ঐক্যবদ্ধভাবে মাঠে নেমে নির্বাচনী প্রচার চালানোর আহ্বানও জানানো হয়।

নেতৃবৃন্দরা আশা ব্যক্ত করে বলেন, আসন্ন উপনির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থীকে বিপুল ভোটে জয়ী করতে দলের সকল স্তরের নেতা-কর্মীদের একযোগে কাজ করতে হবে। সভায় এলাকার বহু কংগ্রেস কর্মী-সমর্থকের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

নাম না করে প্রদ্যোতকে

● প্রথম পাতার পর

থানসা লিডার হতে হলে যে যে ভাষায় কথা বলে সেই ভাষা জানতে হবে। কিন্তু এতদিন হলেও সেই ভাষাই জানেন না।

মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে বলেন, মানুষ শুধুমাত্র একবার কাঁদে যখন কেউ তাদের সত্যিই কষ্ট দেয়, কিন্তু প্রতিদিন কান্না করা অভিনেতা এবং অভিনেত্রীদের মতো অভিনয়। এটা একটি শিল্প এবং সবার পক্ষে সম্ভব নয়। কিছু লোক স্ক্রিপ্ট ইস্যুতে স্কুলগামী ছাত্রছাত্রীদের ব্যবহার করেছিল, আর আমাদের সাথে আলোচনার সময় তারা তাদের সুর পরিবর্তন করেছিল। তারা কিছু বলে এবং অন্য কাজ করে। দীর্ঘদিন ধরে তারা বলেছিল যে তারা মুখ্যমন্ত্রী হতে চায় না, তবে পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী হবেন জনজাতি সম্প্রদায়ের এবং থানসার জন্য। যাইহোক,গতকাল তিনি বলেছিলেন যে তিনি মুখ্যমন্ত্রী হতে চান। এটা মানুষকে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের নির্দেশে রোমান লিপি সম্ভব নয় বলে জানিয়েছি, এ সময় রাজ্যের নেতারাও উপস্থিত ছিলেন। হিন্দি ওয়ালা থানসা ত্রিপুরার জন্য সমস্যা প্রবণ। আপনার দল যদি আমাদের জনগণ ও কর্মরত কার্যকর্তাদের উপর হামলা করে, তাহলে আমরা কেন আপনার দাবি পূরণ করব? এভাবেই এদিন প্রশ্ন ছুঁড়ে দেন মুখ্যমন্ত্রী।

আলোচনায় মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন, রাজতন্ত্রের সময় অনেক আগেই শেষ হয়েছে। আর এখন গণতন্ত্রের সময়। সাম্প্রদায়িক উস্কানি ছাড়া আপনার কী আছে? কেউ কেউ আবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার স্বপ্ন দেখছেন। মুখ্যমন্ত্রী না হয়েও এডিসিতে যেভাবে নৈরাজ্য ও দুর্নীতির রাজত্ব তৈরি করেছেন, তাতে মুখ্যমন্ত্রী হলে কী হবে, তা মানুষ বুঝতে পারেন। তাই জনজাতি ভাই-বোনেরা বিজেপির ওপর আস্থা রাখছেন। আমি সবসময় বলি তিপ্রা মথা আমাদের জোট সঙ্গী। আসুন, বসুন, কথা বলুন। কিন্তু তার মানে এই নয় যে আপনি আমাদের আক্রমণ করবেন এবং ষড়যন্ত্র করবেন। মানুষ সব বুঝে গেছে। বিজেপি ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রতি মানুষের আস্থা রয়েছে। আমাদের রাজ্যে ১২ জন মন্ত্রী রয়েছেন এবং তাদের মধ্যে ৫ জনই জনজাতি সম্প্রদায়ের। টিপিএসসি চেয়ারম্যানও জনজাতি সম্প্রদায়ের এবং স্পিকারও (অধ্যক্ষ) জনজাতি সম্প্রদায়ের। আপনি যদি জনজাতির জন্য উন্নয়ন এবং অগ্রগতি চান তবে তা শুধু বিজেপিই করতে পারে। বিজেপিকে কেউ দমাতে পারবে না। আমরা জনজাতি জনগণের উন্নয়নের জন্য একাধিক প্রকল্প হাতে নিয়েছি।

এদিন সভায় উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় জনতা পার্টির প্রদেশ সভাপতি তথা সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য, প্রদেশ সাধারণ সম্পাদক বিপিন দেববর্মা, সহ সভাপতি তাপস ভট্টাচার্য, শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী সান্তনা চাকমা, জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা, প্রাক্তন সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা সহ এডিসি সদস্যগণ, জেলা সভাপতিগণ সহ অন্যান্য জনপ্রতিনিধি এবং নেতৃত্ব।

ত্রিপুরা সহ

● প্রথম পাতার পর

হাসপাতালে অসুস্থতার পর মারা যান।

৭৫ বছর বয়সি ইমচেন পাঁচবার নাগাল্যান্ড বিধানসভায় নির্বাচিত হয়েছিলেন। ২০০৩ সালে তিনি স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে জয়ী হন। পরে নাগা পিপলস ফ্রন্ট-এর টিকিটে ২০০৮, ২০১৩ ও ২০১৮ সালে নির্বাচিত হন এবং ২০২৩ সালে বিজেপির প্রার্থী হিসেবে আবার জয়লাভ করেন। গুজরাতের উমরেথ বিধানসভা আসনে উপনির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা করল নির্বাচন কমিশন। কমিশন জানিয়েছে, এই আসনে ভোটগ্রহণ হবে ২৩ এপ্রিল এবং ভোটগণনা হবে ৪ মে। পুরো নির্বাচন প্রক্রিয়া শেষ হবে ৬ মে।

গুজরাট-এর উমরেথ বিধানসভা আসনটি শূন্য হয় চলতি মাসের শুরুতে বিধায়ক গোবিন্দ পারমার-এর মৃত্যুর পর। তিনি অসুস্থ হয়ে ৬ মার্চ হাসপাতালে ভর্তি হন এবং পরে সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।

পারমার ভারতীয় জনতা পার্টি-এর প্রার্থী হিসেবে ২০১৭ এবং ২০২২ সালের বিধানসভা নির্বাচনে উমরেথ আসন থেকে জয়ী হয়েছিলেন। রাজনৈতিক জীবনের শুরুতে তিনি স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবেও একবার বিধায়ক নির্বাচিত হন এবং প্রাক্তন গুজরাত মুখ্যমন্ত্রী শঙ্করসিংহ বাঘেলা-এর সরকারের কৃষিমন্ত্রী হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

উপনির্বাচনের ঘোষণার পর বিজেপির রাজ্য প্রধান মুখপাত্র অনিল প্যাটেল বলেন, দলটি এই আসন ধরে রাখতে সর্বশক্তি দিয়ে লড়বে। তিনি বলেন, গোবিন্দ পারমার মানুষের জন্য নিরলস কাজ করেছেন এবং মানুষের সমস্যা নিয়মিতভাবে তুলে ধরতেন। আসন্ন উপনির্বাচনে আমরা আবার এই আসনে জয়ী হব।

এলপিজি জাহাজ

● প্রথম পাতার পর

অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জ্বালানি পরিবহণ পথ। এই পথে বিঘ্ন ঘটলে তেলের ওপর নির্ভরশীল দেশগুলির অর্থনীতিতে বড় প্রভাব পড়তে পারে।

এদিকে এই পরিস্থিতি ঘিরে দেশের অভ্যন্তরে রাজনৈতিক বিতর্কও শুরু হয়েছে। লোকসভায় বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী অভিযোগ করেছেন যে ভারতের পররাষ্ট্রনীতি ঐতিহ্যগত নিরপেক্ষ অবস্থান থেকে সরে এসে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের দিকে ঝুঁকছে। তাঁর মতে, এতে ইরানের সঙ্গে ভারতের দীর্ঘদিনের সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এবং চাবাহার বন্দর প্রকল্পের মতো উদ্যোগও প্রভাবিত হতে পারে।

তবে বাস্তব পরিস্থিতি অন্য ছবি দেখাচ্ছে বলে প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে। উত্তেজনার মাঝেও ইরান ভারতীয় জাহাজগুলির নিরাপদ যাত্রায় সহযোগিতা করেছে। পাশাপাশি সম্প্রতি একটি ইরানি নৌজাহাজকে কোচি-তে নোঙর করে লজিস্টিক সহায়তা দেওয়ার অনুমতিও দিয়েছে ভারত।

বিশ্লেষকদের মতে, ভারত এখন কঠোর জোটের পরিবর্তে 'মাল্টি-অ্যালাইনমেন্ট' নীতি অনুসরণ করছেযেখানে বিভিন্ন শক্তিধর দেশের সঙ্গে কার্যকর সম্পর্ক বজায় রেখে নিজের জাতীয় স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়।

বিশ্ব রাজনীতিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাড়ার এই সময়ে এমন ভারসাম্য বজায় রাখা সহজ নয়। তবুও এই কৌশল ভারতের মতো দেশের জন্য সংকটের মধ্যেও গুরুত্বপূর্ণ সরবরাহ ও কৌশলগত স্বার্থ রক্ষা করার সুযোগ তৈরি করে।

রিপোর্টে বলা হয়েছে, আন্তর্জাতিক অস্থিরতার মধ্যেও দেশের জ্বালানি সরবরাহ স্বাভাবিক রয়েছেপেট্রোলের দাম স্থিতিশীল, শহরাঞ্চলে পাইপলাইনের গ্যাস সরবরাহ চলছে এবং এলপিজি সিলিন্ডারও নিয়মিতভাবে মানুষের কাছে পৌঁছাচ্ছে।

এই ঘটনাকে ভারতের নীরব কিন্তু কার্যকর কূটনৈতিক উদ্যোগের একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ

জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বার্নালের সেঞ্চুরি ও নিরঙ্করের বোলিং সংহতিকে উড়িয়ে জয়ের হ্যাটট্রিক শতদলের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। বিপলু মজুমদার মেমোরিয়াল সুপার ডিভিশন ক্রিকেট টুর্নামেন্টে অপ্রতিরোধ্য গতিতে ছুটছে শতদল সংঘ। রবিবার পিটিএ গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত ম্যাচে সংহতি ক্লাবকে ১৭২ রানের বিশাল ব্যবধানে হারিয়ে আসরে টানা তৃতীয় জয় তুলে নিল তারা। দেব বার্নালের বিধ্বংসী শতরান এবং নিরঙ্কর শর্মার মাপা বোলিংয়ে খড়কুটোর মতো উড়ে গেল সংহতি।

ব্যাটিং তাণ্ডবে শতদলের পাহাড়প্রমাণ রান।

টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৭ উইকেটে ৩৩৩ রানের বিশাল স্কোর খাড়া করে শতদল সংঘ। দলের জয়ে মুখ্য ভূমিকা নেন দেব বার্নাল। মাত্র ৭৮ বলে ১০৪ রানের এক মারকুটে ইনিংস খেলেন তিনি, যাতে ছিল ৭টি চার ও ৬টি বিশাল ছক্কা। তাকে যোগ্য সঙ্গ দেন রিমন সাহা (৫৮) এবং তন্ময় ঘোষ (৫২)। সংহতি ক্লাবের বোলারদের মধ্যে সম্রাট বিশ্বাস ও অনিরুদ্ধ দাস ২টি করে উইকেট পেলেও শতদলের রানের গতি থামাতে ব্যর্থ হন।

নিরঙ্করের বোলিংয়ে ধসে গেল সংহতি

৩৩৪ রানের লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে শুরু থেকেই চাপে পড়ে যায় সংহতি ক্লাব। শতদলের বোলার নিরঙ্কর শর্মার দাপটে নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট হারাতে থাকে তারা। সায়ন সাহা ১১৩ বলে ৫৩ রানের এক লড়াকু ইনিংস খেললেও অন্য প্রান্ত থেকে কোনো সহযোগিতা পাননি। শেষ পর্যন্ত ৪৫.৩ ওভারে ১৬১ রানেই গুটিয়ে যায় সংহতির ইনিংস। শতদলের পক্ষে নিরঙ্কর শর্মা ৪৯ রানে ৪টি উইকেট দখল করেন। এছাড়া প্রলয় দাস ও অর্জুন দেবনাথ ২টি করে উইকেট নেন।

জয়ের হ্যাটট্রিক শতদলের।

এই জয়ের ফলে টুর্নামেন্টে হ্যাটট্রিক জয় পূর্ণ করল শতদল সংঘ। এর আগে ৬ মার্চ হার্ভে ক্লাবকে ৯১ রানে এবং ১১ মার্চ স্ফুলিঙ্গ ক্লাবকে ১২৭ রানে পরাজিত করেছিল তারা। টানা তিন ম্যাচে বড় ব্যবধানে জয়ী হয়ে লিগ টেবিলে নিজেদের অবস্থান আরও শক্ত করল দলটি।

বল হাতে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের জন্য ম্যাচের সেরা নির্বাচিত হয়েছেন শতদল সংঘের নিরঙ্কর শর্মা।

সংক্ষিপ্ত স্কোর:

শতদল সংঘ: ৩৩৩/৭ (৫০ ওভার) - দেব ১০৪, রিমন ৫৮, তন্ময় ৫২। সম্রাট ২/৪০, অনিরুদ্ধ ২/৬৬।

সংহতি ক্লাব: ১৬১/১০ (৪৫.৩ ওভার) - সায়ন ৫৩, দিপাঞ্জন ৩০। নিরঙ্কর ৪/৪৯, প্রলয় ২/২৫, অর্জুন ২/২৭।

ফল: শতদল সংঘ ১৭২ রানে জয়ী।

ম্যাচ সেরা: নিরঙ্কর শর্মা (শতদল সংঘ)।

খরা কাটল স্ফুলিঙ্গের : হার্ভে ক্লাবকে হারিয়ে টুর্নামেন্টে ১ম জয় সন্দীপদের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। টানা দুই ম্যাচে হারের পর অবশেষে জয়ের মুখ দেখল স্ফুলিঙ্গ ক্লাব। বিপলু মজুমদার মেমোরিয়াল সুপার ডিভিশন ক্রিকেট টুর্নামেন্টের তৃতীয় দিনে টিআইটি গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত এক রুদ্ধশ্বাস ম্যাচে হার্ভে ক্লাবকে ২ উইকেটে পরাজিত করল তারা। বল হাতে ৪ উইকেট নিয়ে স্ফুলিঙ্গের জয়ের পথ প্রশস্ত করেন সন্দীপ সরকার।

হার্ভের লড়াকু স্কোর ছিল লক্ষ্যণীয়। রবিবার সকালে টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে হার্ভে ক্লাব ৪৯.২ ওভারে ২২৩ রানে অল-আউট হয়ে যায়। দলের পক্ষে ওপেনার শুভম ঘোষ ৮৮ বলে ৭৫ রানের একটি চমৎকার ইনিংস খেলেন (৫টি চার, ১টি ছক্কা)। এছাড়া অল্পের জন্য অর্ধশতরান মিস করেন অনুরাগ রঘুবংশী (৪৯)। স্ফুলিঙ্গের বোলারদের মধ্যে সবচেয়ে সফল ছিলেন সন্দীপ সরকার, তিনি ৪৪ রান দিয়ে ৪টি উইকেট দখল করেন। সাগর শর্মাও ১টি উইকেট নিয়ে চাপে রাখেন প্রতিপক্ষকে।

প্রভনুর ও সাগরের ব্যাটে জয় আসে স্ফুলিঙ্গের। ২২৪ রানের লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে ৪৫.৩ ওভারে ৮ উইকেট হারিয়ে জয়ের বন্দরে পৌঁছে যায় স্ফুলিঙ্গ। ওপেনার প্রভনুর ১১৮ বলে ৮০ রানের এক ধৈর্যশীল ইনিংস খেলে দলের জয়ের ভিত্তি গড়ে দেন। মিডল অর্ডারে সাগর শর্মা ৪৯ বলে বিধ্বংসী ৫৭ রানের (৩টি চার, ৪টি ছক্কা) ইনিংস খেলে ম্যাচ স্ফুলিঙ্গের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসেন। হার্ভে ক্লাবের পক্ষে রানা দত্ত ৪১ রানে ৩টি এবং আকাশ যাদব ৪৫ রানে ২ উইকেট নিলেও শেষ রক্ষা হয়নি। ঘুরে দাঁড়াল স্ফুলিঙ্গ। এই জয়ের মাধ্যমে টুর্নামেন্টে টিকে থাকার লড়াইয়ে অক্সিজেন পেল স্ফুলিঙ্গ। এর আগে ৬ মার্চ ব্লাড মাউথ ক্লাবের কাছে ৭০ রানে এবং ১১ মার্চ শতদল সংঘের কাছে ১২৭ রানের বড় ব্যবধানে হেরেছিল তারা। আজকের এই জয় দলের আত্মবিশ্বাস অনেকটাই বাড়িয়ে দেবে বলে মনে করা হচ্ছে।

ম্যাচে দুর্দান্ত বোলিংয়ের সৌজন্যে ম্যাচ সেরার পুরস্কার পান স্ফুলিঙ্গের সন্দীপ সরকার।

সংক্ষিপ্ত স্কোর:

হার্ভে ক্লাব: ২২৩/১০ (৪৯.২ ওভার) - শুভম ৭৫, অনুরাগ ৪৯। সন্দীপ ৪/৪৪, সাগর ১/২৯।

স্ফুলিঙ্গ: ২২৪/৮ (৪৫.৩ ওভার) - প্রভনুর ৮০, সাগর ৫৭। রানা ৩/৪১, আকাশ ২/৪৫।

ফল: স্ফুলিঙ্গ ২ উইকেটে জয়ী।

ম্যাচ সেরা: সন্দীপ সরকার (স্ফুলিঙ্গ)।

অলিম্পিকে ট্রাম্পকে নিষিদ্ধ করার কথা ভাবছে অ্যান্টি—ডোপিং এজেন্সি

যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে অলিম্পিক গেমস হচ্ছে, আর সেই গেমসে চাইলেও যেতে পারছেন না প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পএমন কিছু কি সম্ভব?

হ্যাঁ, সম্ভব। বিশ্ব ডোপিং বিরোধী সংস্থার (ওয়াডা) নতুন একটি পরিকল্পনা বাস্তব রূপ পেলে নজিরবিহীন এ ঘটনাই ঘটতে পারে ২০২৮ লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিকে।

প্রতিযোগিতামূলক খেলাকে মাদক ও কৃত্রিম শক্তিবর্ধক উপাদানমুক্ত রাখার কাজে নিয়োজিত সংস্থাটি নতুন একটি নিয়মের প্রস্তাব করছে, যা কার্যকর হলে লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ও যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ হবে। সম্ভাব্য নিয়মটি ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপকেও প্রভাবিত করতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ডোপিং বিরোধী সংস্থার এই উদ্যোগের পেছনে আছে দুই পক্ষের দীর্ঘদিনের বিরোধ। ওয়াডার কার্যকারিতা নিয়ে বিতর্কের জেরে যুক্তরাষ্ট্র কয়েক বছর ধরে তাদের বার্ষিক চাঁদা দেয়নি। জো বাইডেনের প্রশাসনই এটি শুরু করেছিল, যা ট্রাম্প বহাল রেখেছেন। চীনকে কেন্দ্রকে করে পুরোনো বিরোধের কারণে যুক্তরাষ্ট্রের ডেমোক্র্যাটিক ও রিপাবলিকান দুই দলের সরকারি কর্মকর্তারাই ওয়াডার সঙ্গে কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার বিরোধী।

বার্তা সংস্থা এপি জানিয়েছে, আগামী মঙ্গলবার ওয়াডার সভার আলোচ্যসূচিতে যেসব সরকার বকেয়া ফি পরিশোধ করেনি, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার প্রস্তাব আছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় পদক্ষেপ হচ্ছে ক্রীড়া ইভেন্টগুলোতে সংশ্লিষ্ট দেশের কর্মকর্তা ও সরকারি প্রতিনিধিদের নিষিদ্ধ করা। প্রতিবেদন অনুযায়ী, গত দুই বছরে ওয়াডার কাছে যুক্তরাষ্ট্রের বকেয়া ৭৩ লাখ ডলারের বেশি।

ওয়াডা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের বিবাদের সূত্রপাত ২০২১ সালের এক ঘটনা থেকে। সে বছর নিষিদ্ধ ড্রাগের পরীক্ষায় পজিটিভ হওয়া সত্ত্বেও ২৩ জন চীনা সাঁতারুকে কোনো শাস্তি না দিয়ে বিষয়টি গোপন রাখার অভিযোগ ওঠে ওয়াডার বিরুদ্ধে। যুক্তরাষ্ট্র এই ঘটনায় ওয়াডার স্বচ্ছতা এবং চীন সরকারের প্রতি তাদের আনুগত্য নিয়ে প্রশ্ন তোলে। যার জেরে দেশটির সরকার ২০২৪ ও ২০২৫ সালের ওয়াডার সদস্যপদ ফি আটকে দেয়।

সর্বশেষ গত ৩ ফেব্রুয়ারি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প একটি আইনে স্বাক্ষর করেন, যার ফলে ওয়াডাকে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থ প্রদান স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে যায়। মার্কিন সরকার জানায়, অভিজ্ঞ ও স্বতন্ত্র নিরীক্ষকদের মাধ্যমে ওয়াডার পূর্ণাঙ্গ নিরীক্ষা না হওয়া পর্যন্ত তারা কোনো অর্থ দেবে না।

যুক্তরাষ্ট্রের এমন অবস্থানের পর আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি (আইওসি) এবং ওয়াডা হুমকি দেয়, ২০৩৪ সালের শীতকালীন অলিম্পিক যুক্তরাষ্ট্রের ইউটা থেকে অন্য কোথাও সরিয়ে নেওয়া হবে। শেষ পর্যন্ত ইউটা কর্তৃপক্ষ অলিম্পিক ধরে রাখতে একটি বিশেষ 'বাতিলকরণ শর্তে' সই করতে বাধ্য হয়। এই শর্ত অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্র যদি ডোপিং বিরোধী নিয়মনীতি বা ওয়াডার কর্তৃত্ব অমান্য করে, তাহলে আইওসি গেমস সরিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা রাখবে।

ডোপিং বিরোধী সংস্থা আরও কঠোর ব্যবস্থার অংশ হিসেবে এখন সদস্যপদ ফি না দেওয়ার শাস্তি হিসেবে সংশ্লিষ্ট দেশের সরকারি কর্মকর্তাদের উপস্থিতি নিষিদ্ধের কথা ভাবছে।

তবে ওয়াডার সাবেক কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য রাহুল গুপ্ত বিষয়টি বাস্তবায়নযোগ্য নয় মনে করছেন। ওয়াডা এবং মার্কিন প্রেসিডেন্টের পার্থক্য তুলে ধরে বার্তা সংস্থা এপিকে তিনি বলেন, 'আমি কখনো শুনিনি যে পাঁচ কোটি ডলার বাজেটের একটি সুইজাবল্যান্ড - ভিত্তিক ফাউন্ডেশন এমন কোনো নিয়ম প্রয়োগ করতে সক্ষম হতে পারে যা, মার্কিন প্রেসিডেন্টকে কোথাও যেতে বাধা দেবে। আপনি এটি প্রয়োগ করবেন কীভাবে? তারা কি ইন্টারপোল থেকে রেড নোটিশ জারি করবে? এটি হাস্যকর। স্পষ্টতই তারা বিষয়টি নিয়ে গভীরভাবে ভাবেনি।'

গুলেরের ইতিহাস গড়া গোল

লা লিগায় শিরোপা লড়াইয়ে প্রতিটি ম্যাচ এখন মহাগুরুত্বপূর্ণ। গতকাল রাতে তেমনই এক ম্যাচে এলচের বিপক্ষে রিয়াল মাদ্রিদ জিতেছে ৪-১ গোলে। এই জয়ে এক ম্যাচ বেশি খেলে বার্সেলোনার সঙ্গে পয়েন্ট ব্যবধান ১—এ নামিয়ে এনেছে রিয়াল।

ম্যাচ শেষে স্বাভাবিকভাবেই তাই আলোচনা হওয়ার কথা ছিল রিয়াল-বার্সার দ্বৈরথ নিয়ে। কিন্তু গতকাল রাতে সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে সব আলো নিজের দিকে টেনে নিয়েছেন রিয়ালের তুর্কি মিডফিল্ডার আরদা গুলের। রিয়ালের বড় জয়ের পথে ম্যাচের শেষ দিকে অবিশ্বাস্য এক গোল করেছেন তিনি।

ম্যাচের ৮৯ মিনিটের খেলা চলছিল তখন। নিজেদের অর্ধে বক্সের কিছুটা বাইরে প্রতিপক্ষের ভুল পাসে বল পেয়ে যান রিয়াল তারকা গুলের। বল পায়ে সামান্য এগিয়ে এসে সবাইকে অবাক করে দিয়ে সেখান থেকেই শট নেন তিনি। ৬৮ মিটার দূর থেকে নেওয়া শটটি সামনে বেরিয়ে আসা গোলরক্ষক পেছনে ফিরে গিয়ে বাঁচানোর চেষ্টা করেও পারেননি।

ডাগআউটে দাঁড়ানো কোচ এবং গ্যালারির দর্শককারোরই যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না! মাথায় হাত দিয়ে চোখেমুখে বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে থাকতে দেখা যায় কোচ আলভারো আরবেলোয়াকে। অসামান্য এক গোল বটে! সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অনেকেই এই গোলকে এখনই সেরা গোলের 'পুসকাস অ্যাওয়ার্ড' দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন।

পুসকাস অ্যাওয়ার্ড পাক বা না পাক, গুলেরের এই গোল এরই মধ্যে ইতিহাসের অংশ হয়ে গেছে। লা লিগা ইতিহাসে এটিই এখন যৌথভাবে সবচেয়ে দূর থেকে করা গোল। ২০০৪ সালে আন্তোনিও জোসে নুমানসিয়ার হয়ে সেভিয়ার বিপক্ষে সমান দূরত্ব থেকে গোল করেছিলেন। এ ছাড়া ১৯৯৫ সালের পর রিয়ালের কোনো ফুটবলার এই প্রথম নিজেদের অর্ধ থেকে লা লিগায় গোল করলেন। সর্বশেষ অগাস্তিন লাসা ৫৮ মিটার থেকে গোল করে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন, যা আজ পেরিয়ে গেলেন গুলের।

গুলেরের এই গোল নিয়ে রিয়াল ফরোয়ার্ড ব্রাহিম দিয়াজ 'রিয়াল মাদ্রিদ টিভি'কে বলেন, 'ও আরেক ম্যাচেও ওই জায়গা থেকে শট নিয়ে বারে লাগিয়েছিল। আজ গোল করে দেখাল। কী দারুণ গোল!' রিয়াল কোচ আরবেলোয়া বলেন, 'সবার হাত তখন মাথায় উঠে গিয়েছিল। শুধু এই গোলটা দেখার জন্যই টিকিট কেটে মাঠে আসা সার্থক।'

গুলেরের এই গোলের আগেই অবশ্য নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল রিয়ালের জয়। ম্যাচের ৩৯ মিনিটে আন্তোনিও রুডিগারের গোলে এগিয়ে যায় রিয়াল। ৪৪ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন ফেদেরিকো ভালভের্দে। বিরতির পর ৬৬ মিনিটে রিয়ালকে ৩-০ গোলে এগিয়ে দেন ডিন হুইসেন। ৮৫ মিনিটে আত্মঘাতী গোলের সুবাদে ব্যবধান কমায় এলচে। তবে শেষ মুহূর্তে গুলেরের গোলে রিয়াল মাঠ ছাড়ে ৪-১ গোলের বড় জয় নিয়ে।

দিল্লিতে এস জে এফ আই কনভেনশনে তারকার হাট

দিল্লি থেকে সুপ্রভাত দেবনাথ।। দিল্লিতে আয়োজিত স্পোর্টস জার্নালিস্ট ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার সর্বভারতীয় কনভেনশনে তারকাদের হাট বসেছে। ভারতের উজ্জ্বল ক্রীড়া ভবিষ্যতের জন্য দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার আহ্বান জানিয়ে রবিবার আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিলের চেয়ারম্যান জয় শাহ বলেছেন, ২০৩০—২০৩৬ সালের বৈশ্বিক ক্রীড়া চক্রকে সামনে রেখে এখন থেকেই প্রস্তুতি শুরু করা প্রয়োজন। তিনি জোর দিয়ে বলেন, এ লক্ষ্যে বিভিন্ন ক্রীড়া ফেডারেশন, কর্পোরেট সংস্থা, ক্রীড়াবিদ এবং গণমাধ্যমের মধ্যে সমন্বিত উদ্যোগ অপরিহার্য। জয় শাহ দিল্লির ইন্ডিয়া হ্যাবিট্যাট সেন্টারে অনুষ্ঠিত স্পোর্টস জার্নালিস্টস ফেডারেশন অব ইন্ডিয়া -এর জাতীয় সম্মেলনের স্বর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপনের তৃতীয় দিনের গ্র্যান্ড স্পোর্টস কনক্লেভে বক্তব্য রাখেন। এই কনক্লেভের আয়োজন করে আয়োজক দিল্লি স্পোর্টস জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন।

তিনি বলেন, "বর্তমান প্রতিযোগিতাগুলির দিকে নজর রাখার পাশাপাশি ভবিষ্যতের ক্রীড়া চক্রের জন্যও প্রস্তুতি নিতে হবে। ২০৩০ কমনওয়েলথ গেমস, ২০৩২ ব্রিসবেন অলিম্পিক এবং ২০৩৬ অলিম্পিককে সামনে রেখে পরিকল্পনা এখন থেকেই শুরু করা জরুরি, যদি ভারত বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গনে নিজের অবস্থান আরও শক্তিশালী করতে চায়।"

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বিসিসিআই সহ-সভাপতি রাজীব শুক্লা, দিল্লি বিজেপি সভাপতি বীরেন্দ্র সচদেব, আইওএ সভাপতি পিটি ঊষা এবং টিসিএম স্পোর্টসের ম্যানেজিং ডিরেক্টর লোকেশ শর্মা, স্কোয়াশ খেলোয়াড় মিস অনাহত সিং, তিরন্দাজ মিস জ্যোতি সুরেখা ভেন্নাম, হিরো মোটোকর্পের পক্ষ থেকে মিস্টার সঞ্জয় ভানু ও মিস লতিকা তানেজা এবং আইওএ সিইও মিস্টার রঘুরাম আইয়ার প্রমূখ উপস্থিত ছিলেন। কনভেনশনে পৌরহিত্য করেন এস জে এফ আই প্রেসিডেন্ট তথা ত্রিপুরা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবের সভাপতি সরযূ চক্রবর্তী।

সর্বভারতীয় এই কনভেনশন ত্রিপুরা থেকে আরও চারজন: এসজেএফআই-এর এক্সিকিউটিভ মেম্বার সুপ্রভাত দেবনাথ, টিএসজেসি-র সচিব অনির্বাণ দেব, কার্য্যকরী সদস্য অভিষেক দে ও প্রনব শীল প্রমুখ প্রতিনিধিত্ব করেছেন।

এবার আইপিএলেও রোহিতকে বাদ দিতে চান হার্দিক! গুঞ্জনের মধ্যেই মুখ খুলল মুম্বই

আইপিএলের দু'সপ্তাহ আগে ফের মুম্বই ইন্ডিয়ান্স শিবিরে পুরনো গুঞ্জন। আবারও নাকি রোহিত শর্মা-হার্দিক পাণ্ডিয়ার দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছে! অন্তত সোশাল মিডিয়ায় তেমনই গুঞ্জন। যদিও এক পোস্টেই সেই গুঞ্জনে ইতি টেনে দিল মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। রোহিতের নেতৃত্বেই মুম্বই ইন্ডিয়ান্স সাফল্যের শীর্ষে পৌঁছেছিল। আম্বানিদের ফ্র্যাঞ্চাইজিকে পাঁচবার দেশের সেরা করেন 'মুম্বই চা রাজা'। কিন্তু ২০২৪ সালের মেগা ইভেন্টের আগে নেতৃত্বের ব্যাটন রোহিতের হাত থেকে নিয়ে হার্দিকের হাতে তুলে দেওয়া হয়। মুম্বইয়ের বক্তব্য ছিল, ভবিষ্যৎ ভেবেই ওই সিদ্ধান্ত। কিন্তু মুম্বইয়ের ওই ব্যাটন বদল মসৃণ হয়নি। দলে একাধিক মহাতারকা থাকায় হার্দিকের কাজটা কঠিন ছিল। যেটা খুব একটা সাফল্যের সঙ্গে তিনি করে উঠতে পারেননি। গত দু'বছর পাঁচবারের চ্যাম্পিয়নদের পারফরম্যান্স খুব আহামরি নয়। এর মধ্যে আবার রোহিত-হার্দিক মনোমালিন্যের খবরও একাধিকবার শোনা গিয়েছে। প্রকাশ্যেও দুই তারকার 'ঝগড়া' দেখা গিয়েছে। শোনা যাচ্ছে, এই মরশুমের শুরুতে হার্দিক সেসব আর চাইছেন না।

নাটকীয় জয় জেসিসি-র : শেষ উইকেটের লড়াইয়ে হ্যাটট্রিক জয় ধনঞ্জয়দের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। বিপলু মজুমদার মেমোরিয়াল সুপার ডিভিশন ক্রিকেট টুর্নামেন্টে জয়ের ধারা বজায় রাখল জেসিসি। রবিবার এমবিবি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত টুর্নামেন্টের তৃতীয় দিনের প্রথম ম্যাচে ব্লাড মাউথ ক্লাবকে ১ উইকেটে হারিয়ে আসরে টানা তৃতীয় জয় তুলে নিল তারা। সেই সঙ্গে জয়ের হ্যাটট্রিক পূর্ণ করল জেসিসি।

এদিন সকালে টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ব্লাড মাউথ ক্লাব ৪৮.৪ ওভারে ২১৮ রানে অল-আউট হয়ে যায়। দলের পক্ষে সর্বোচ্চ ৭০ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলেন শ্রীদাম পাল (৬৩ বল, ৩টি চার, ৫টি ছক্কা)। এছাড়া, ওপেনার বিক্রম কুমার দাস করেন ৪০ রান। জেসিসি-র বোলারদের মধ্যে নিয়ন্ত্রিত বোলিং করেন ধনঞ্জয় যাদব ও পারভেজ সুলতান। দুজনেই ৩টি করে উইকেট দখল করেন।২১৯ রানের লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে জেসিসি-র শুরুটা ভালোই ছিল। ওপেনার ঋতুরাজ ঘোষ রায় ৮১ বলে ৬৫ রানের একটি দায়িত্বশীল ইনিংস খেলেন। মিডল অর্ডারে ধনঞ্জয় যাদব ব্যাট হাতেও উজ্জ্বল ছিলেন, তিনি করেন গুরুত্বপূর্ণ ৫৪ রান। তবে জয়ের দোরগোড়ায় এসে দ্রুত উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে যায় জেসিসি। ব্লাড মাউথের পক্ষে বক্লেশ যাদব ৩৬ রানে ৪টি এবং অমিত আলী ৩টি উইকেট নিয়ে ম্যাচ জমিয়ে দিয়েছিলেন।

শেষ মুহূর্তে স্নায়ুর চাপ ধরে রেখে ৪৮.৪ ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যায় জেসিসি। মাত্র ১ উইকেটের এই নাটকীয় জয়ে টুর্নামেন্টে টানা তিনটি ম্যাচে অপরাজিত থাকল তারা। উল্লেখ্য, এর আগে ৬ মার্চ সংহতি ক্লাবকে ৯ উইকেটে এবং ১১ মার্চ হার্ভে ক্লাবকে ১০ উইকেটে পরাজিত করেছিল জেসিসি।

ব্যাট ও বলে অনবদ্য পারফরম্যান্সের জন্য ম্যাচের সেরা নির্বাচিত হয়েছেন ধনঞ্জয় যাদব।

সংক্ষিপ্ত স্কোর:

ব্লাড মাউথ ক্লাব: ২১৮/১০ (৪৮.৪ ওভার) - শ্রীদাম ৭০, বিক্রম ৪০। ধানঞ্জয় ৩/৩৩, পারভেজ ৩/৩৯।

জেসিসি: ২১৯/৯ (৪৮.৪ ওভার) - ঋতুরাজ ৬৫, ধানঞ্জয় ৫৪। বক্লেশ ৪/৩৬, অমিত ৩/৩৯।

ফল: জেসিসি ১ উইকেটে জয়ী।

ম্যাচ সেরা: ধনঞ্জয় যাদব (জেসিসি)।

মাঠে নামলেই রানের ফুলঝুরি তার ব্যাটে, বছর চোদ্দোর বৈভবকে নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ উথাপ্পার

জয়পুর: ২০২৫ সালের আইপিএলেই বিস্ময় বালক বৈভবের আত্মপ্রকাশ সবাইকে চমকে দিয়েছিল। মাত্র ১৩ বছর বয়সে আইপিএলের মত মঞ্চে অভিষেক। আর উদ্বোধনী বছরেই মাত্র ৩৫ বলে ঝোড়ো শতরান। রাজস্থান রয়্যালসের জার্সিতে গুজরাত টাইটান্সের বিরুদ্ধে দুরন্ত শতরান হাঁকিয়েছিল সে। এরপর আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। বিহারের সমস্তিপুরের ছেলেটি গোটা বিশ্বজয় করে নিয়েছে। অনূর্ধ ১৯ বিশ্বকাপজয়ী ভারতীয় দলের ফাইনালের নায়কও ছিল বৈভব। মাঠে নামলেই চার-ছক্কার বন্যা দেখা যায় বৈভবের ব্যাটে। কিন্তু এবার এই বিস্ময় বালককে নিয়েই শঙ্কা প্রকাশ করেছেন রবিন উথাপ্পা। আগামী আইপিএলে বৈভব কেমন পারফর্ম করতে পারবে, তা নিয়েও চিন্তায় প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার।

রাজস্থান রয়্যালের জার্সিতে নিজেও আইপিএলেও খেলেছেন উথাপ্পা। সেই রাজস্থান রয়্যালসের জার্সিতে এই মরশুমেও খেলতে নামবে বৈভব। গত মরশুমে মাত্র সাতটি মাচ খেলতে নেমে ২৫২ রান করেছিল। তার স্ট্রাইক রেট ২০৬.৫৫। তবুও উথাপ্পা মনে করেন যে বৈভবের সঙ্গে ভাগ্যটাও সঙ্গ দিচ্ছে। তিনি বলছেন, """বৈভব দুর্দান্ত ব্যাটার। স্ট্রোক প্লে দারুণ। কিন্তু আমি তবুও মনে করি কিছুটা ভাগ্য কিন্তু ওর সঙ্গে রয়েছে।

তাই জনই এত বড় বড় ইনিংস ও খেলছে। তবে আসন্ন আইপিএল কিছুটা চ্যালেঞ্জিং হবে ওর জন। এবার কিন্তু প্রতিপক্ষ দলের বোলাররা ওর বিরুদ্ধে গেমপ্ল্যান সাজিয়েই নামবে।""""

রাজস্থান রয়্যালসে এবার ওপেনিং পজিশনে নামতে দেখা যাব যশস্বী জয়সওয়াল ও বৈভব সূর্যবংশীকে। এতদিন সঞ্জু স্যামসন খেলতেন। তবে এই মরশুমে স্যামসন খেলবেন চেন্নাই সুপার কিংসের জার্সিতে। অনদিকে রাজস্থান রয়ালসের জার্সিতে খেলতে দেখা যাবে অভিজ্ঞ অলরাউন্ডার রবীন্দ্র জাডেজাকে। রিয়ান পরাগের নেতৃত্বে রাজস্থান রয়্যালস খেলতে নামবে আইপিএলে।

অনূর্ধ ১৯ বিশ্বকাপের ফাইনালে ভারত দুরন্ত জয় ছিনিয়ে নিয়েছিল। ফাইনালে ইংল্যান্ডকে ১০০ রানে হারিয়ে অনূর্ধ ১৯ বিশ্বকাপের খেতাব জিতেছিল। ফাইনালে বৈভব ১৭৫ রানের ঐতিহাসিক ইনিংস খেলেছিল। বৈভব সেই টুর্নামেন্টে ভারতের হয়ে সবচেয়ে বেশি রান করা ব্যাটসম্যান ছিল। সে ৭ ম্যাচে ৪৩৯ রান করেছিল। ভারতের বিশ্বকাপ জয়ের অন্যতম নায়ক ১৪ বছরের কিশোর। আপাতত ক্রিকেটই যার ধ্যানজ্ঞান।

ট্রফি নিয়ে মন্দিরে গম্ভীর-সূর্যরা

কীর্তি আজাদের কথাকে থোড়াই কেয়ার! আবারও বিশ্বকাপ ট্রফি নিয়ে মন্দিরে গেলেন টিম ইন্ডিয়ার কোচ গৌতম গম্ভীর এবং অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব। এক্ষেত্রেও তাঁদের সঙ্গে ছিলেন আইসিসি চেয়ারম্যান জয় শাহ। তাঁরা যান মুম্বইয়ের সিদ্ধিবিনায়ক মন্দিরে।

ক্রিকেটের মতো ক্রিকেট-সংস্কার নিয়েও ভারতীয় কোচ গৌতম গম্ভীর বেশ কড়া। টেকনিক্যাল ব্যাপারস্যাপার ছাড়াও খেলাটার পারিপার্শ্বিকে ঘুরতে থাকা সংস্কারগত যে সমস্ত বিষয়-আশয় থাকে, তাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে দেখেন তিনি। এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হল না। সিদ্ধিবিনায়ক মন্দির সংলগ্ন এলাকায় জোরদার ছিল নিরাপত্তা। গণেশের পুজো দেন তাঁরা।

ভাইরাল হওয়া ভিডিওয় দেখা যায়, ট্রফির উপর মালা পরানো। মন্দির কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ছবিও তোলেন গম্ভীর, সূর্যরা। তাঁদের দেখতে মন্দিরের বাইরে ছিল থিকথিকে ভিড়। পুজো দিয়ে তাঁরা দ্রুত বেরিয়ে যান। বিশ্বকাপ জয়ের রাতেও ট্রফি নিয়ে আহমেদাবাদের হনুমান মন্দিরে পুজো দিতে গিয়েছিলেন টিম ইন্ডিয়ার হেডকোচ। সঙ্গে ছিলেন অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব, আইসিসি চেয়ারম্যান জয় শাহ।

ভারতের বিভিন্ন শহরে যেসব জাগ্রত মন্দির বা দেবালয় রয়েছে, গম্ভীর নিয়ম করে সেখানে যান। পুজো-আচ্চা দেন। কলকাতায় গেলে কালীঘাট। গুয়াহাটি গেলে কামাখ্যা। অর্থাৎ, খেলার যে আচার সাফল্য-প্রক্রিয়ার সঙ্গে নিবিড় ভাবে জুড়ে থাকে, যা যা রেওয়াজ পালিত হয়, ভারতীয় কোচের কাছে তা সদা গুরুত্বপূর্ণ। টেকনিক্যাল ব্যাপারস্যাপার ছাড়াও খেলাটার পারিপার্শ্বিকে ঘুরতে থাকা সংস্কারগত যে সমস্ত বিষয়-আশয় থাকে, তাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে দেখেন তিনি।

যদিও বিশ্বকাপ জয়ের কয়েক ঘণ্টার মধ্যে হনুমান মন্দিরে যাওয়ার পরেই ১৯৮৩-র বিশ্বজয়ী দলের সদস্য কীর্তি আজাদ প্রশ্ন তুলেছিলেন, এই ট্রফি ভারতের সমস্ত ধর্মাবলম্বী মানুষের। সেই ট্রফি কেন নির্দিষ্ট একটি ধর্মের উপাসনাস্থলে নিয়ে যাওয়া হবে? এহেন বিতর্কের ক'দিন পরেই গুরুদ্বারে গিয়েছিলেন গুরু গম্ভীর। আর এবার ফের তাঁদের দেখা গেল মুম্বইয়ের সিদ্ধিবিনায়ক মন্দিরে। আজাদের কথায় গম্ভীররা যে পাত্তা দিচ্ছেন না, এটা থেকেই তা স্পষ্ট। পরের বছরেই রয়েছে ওয়ানডে বিশ্বকাপ। তার জন্য এখন থেকেই পরিকল্পনা শুরু করেছেন তিনি। নেটিজেনরা বলছেন, '২৭-এর বিশ্বজয়ের প্রার্থনা কি এখন থেকেই করলেন তিনি?

থামলে চলবে না! বিশ্বজয়ী সূর্য, হরমনদের জন্য নতুন চ্যালেঞ্জ রোহিতের

রোহিত শর্মা চান, ভারতের পুরুষ ও মহিলা দলের জয়ের ধারা বজায় থাকুক। তাঁর মতে, এক বার চ্যাম্পিয়ন হয়েই থেমে গেলে চলবে না। সেই কারণ সূর্যকুমার যাদব, হরমনপ্রীতদের জন্য নতুন চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন রোহিত।

টি-টোয়েন্টি মুম্বই লিগের মুখ রোহিত। এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধনে এসে ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক বলেন, "গত কয়েক বছরে ভারতীয় ক্রিকেটে যে সাফল্য দেখেছি তাতে আমি খুব খুশি। একের পর এক সাফল্য পেয়েছি। শুধু পুরুষদের কথা বললে হবে না, মহিলাদের দলও দেশকে গর্বিত করেছে।"

রোহিত চান, সাফল্যের এই ধারা বজায় থাকুক। তিনি বলেন, "সম্প্রতি পুরুষদের দল দুর্দান্ত খেলেছে। গত বছর মহিলাদের দলও দেশের মাটিতে বিশ্বকাপ জিতেছে। আমার মতে, এখান থেকে পিছনে ফেরার কোনও জায়গা নেই। আমরা ছন্দের কথা বলি। সেই ছন্দ পুরুষ ও মহিলাদের দল পেয়ে গিয়েছে। এ বার তা বজায় রেখে এগিয়ে যেতে হবে। থামলে চলবে না।"

এই সাফল্যের নেপথ্যে ক্রিকেটারদের পাশাপাশি সাপোর্ট স্টাফেদেরও যে সমান ভূমিকা রয়েছে সেই প্রসঙ্গেও মুখ খুলেছেন রোহিত। তিনি বলেন, "পরিশ্রম ছাড়া সাফল্য আসে না। দুই দলই অসম্ভব পরিশ্রম করেছে। তার ফলে এই সাফল্য এসেছে। তবে নেপথ্যের লোকগুলোর কথা ভুললে চলবে না। ক্রিকেটারদের পিছনেও একটা দল থাকে। তারা খুব একটা কৃতিত্ব পায় না। কিন্তু সাফল্যের নেপথ্যে তাদের সমান ভূমিকা রয়েছে। কোচ ও সাপোর্ট স্টাফেদের ছাড়া কোনও দল বিশ্বজয় করতে পারে না।"

রোহিতের মতে, পরিশ্রমের পাশাপাশি ভাগ্যও প্রয়োজন হয়। কিন্তু কেউ যদি পরিশ্রম চালিয়ে যান, তা হলে তিনি সফল হবেনই। রোহিত বলেন, "আমাদের দেশে অনূর্ধ-১৪ স্তর থেকেই প্রতিযোগিতা শুরু। সেখান থেকে সিনিয়র দলে জায়গার জন্য ভাগ্যেরও প্রয়োজন হয়। এমন অনেক ক্রিকেটার রয়েছে যারা প্রতিভাবান। কিন্তু ভাগ্য ভাল না হওয়ায় সুযোগ পায় না। কিন্তু একটা কথা বলব। লেগে থাকলে সাফল্য আসবেই। হয়তো দেরিতে আসবে। কিন্তু আসবেই।"

Page 3_5_7- JAGARAN.pmd 1 15-03-2026, 23:39

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com

■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021-2023

শহরে জনজাতি যুবক অপহরণের অভিযোগ, পুলিশি তৎপরতায় উদ্ধার

আগরতলা, ১৫ মার্চ : রাজ্যের জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের সামনে থেকে এক যুবককে জোরপূর্বক তুলে নিয়ে যাওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ও আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। পরে পুলিশের তৎপরতায় ওই যুবককে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসা হয়।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, 'রিবন ওয়েলনেস সেন্টার' নামে একটি সংস্থার পক্ষ থেকে কয়েকজন ব্যক্তি জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের সামনে উপস্থিত এক যুবককে জোরপূর্বক টেনে-হিঁচড়ে একটি রিহ্যাব সেন্টারে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। ঘটনাটি চোখে পড়তেই আশপাশের মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এবং বিষয়টি দ্রুত পুলিশকে জানানো হয়।

খবর পেয়ে আগরতলা পশ্চিম থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পরে ওই যুবককে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয় এবং পুরো ঘটনার বিষয়ে তদন্ত শুরু করে পুলিশ।

এদিকে, ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় কিছু সময়ের জন্য উত্তেজনার পরিবেশ তৈরি হয়। সাধারণ মানুষের অভিযোগ, দিনের আলোয় এভাবে কাউকে জোরপূর্বক তুলে নিয়ে যাওয়ার ঘটনা নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে।

ঘটনার বিষয়ে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে এসডিপিও দেবপ্রসাদ রায় বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন। তিনি জানান, বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং সংশ্লিষ্টদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। পুরো ঘটনার তদন্তের পরেই প্রকৃত কারণ ও দায়ীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে তিনি জানান।

পুলিশের তৎপরতায় দ্রুত যুবককে উদ্ধার করা সম্ভব হওয়ায় বড় ধরনের কোনো অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়ানো গেছে বলে প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

ফ্রিজ থেকে ভয়ঙ্কর বিপদ অল্পেতে রক্ষা পেল গোটা পরিবার

আগরতলা, ১৫ মার্চ : বিদ্যুতের শর্ট সার্কিট থেকে একটি ফ্রিজ সম্পূর্ণ পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। অল্পের জন্য বড়সড় দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেল গোটা পরিবার। ওই ঘটনায় বিশালগড়ের মুড়াবাড়ি এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

জানা যায়, আজ হঠাৎ বাড়ির ফ্রিজে শর্ট সার্কিট থেকে আগুন ধরে যায়। মুহূর্তের মধ্যে আগুন ছড়িয়ে পড়ে এবং ফ্রিজটি সম্পূর্ণ পুড়ে যায়। আগুন দেখে বাড়ির সদস্যরা আতঙ্কিত হয়ে পড়লেও দ্রুত পরিস্থিতি সামাল দেওয়ায় বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতি এড়ানো সম্ভব হয়।

এই ঘটনায় বাড়ির মালিক কেবল সাহা ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা অল্পের জন্য রক্ষা পান। আগুন লাগার খবর পেয়ে স্থানীয় মানুষজন ছুটে এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সাহায্য করেন বলে জানা গেছে।

ঘটনায় এলাকায় কিছুক্ষণের জন্য আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। তবে সময়মতো সতর্কতা নেওয়ায় বড় ধরনের দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়েছে বলে স্থানীয়রা জানিয়েছেন।

প্রায় সাড়ে ৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ২৪টি অত্যাধুনিক অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবার উদ্বোধন মুখ্যমন্ত্রীর

আগরতলা, ১৫ মার্চ : ২৪টি অত্যাধুনিক অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা সূচনার মাধ্যমে রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় যুক্ত হলো আরো একটি নতুন পালক। সারা ত্রিপুরাবাসীর জন্য এগুলি উৎসর্গ করা হলো। এই পরিষেবার মাধ্যমে মুমূর্ষু রোগীদের অনেক সুবিধা হবে। আজ আগরতলায় মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন চত্বর থেকে ২৪টি বিএলএস (বেসিক লাইফ সাপোর্ট), এএলএস (অ্যাডভান্সড লাইফ সাপোর্ট) অ্যাম্বুলেন্সের ফ্ল্যাগ অফ করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে মতবিনিময় করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, মুমূর্ষু রোগীদের সুবিধার জন্য আজ প্রায় ২৪টির মতো এএলএস/ বিএলএস সাপোর্ট অ্যাম্বুলেন্স প্রদান করা হয়েছে। বিশেষ করে ট্রমার ক্ষেত্রে অনেক জায়গায় রোগীদের প্রচন্ড অসুবিধা হয়। অনেক সময় এএলএস/ বিএলএস ব্যবস্থা না থাকলে রাস্তার মধ্যে অনেক রোগীর মৃত্যু হয়। সেই জায়গায় যাতে যথাযথভাবে রোগীদের হাসপাতালে পৌঁছানো যায় এরজন্য আজ ২৪টি অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এগুলি টাটা কোম্পানির তরফে খুবই সুন্দর ও ভালো গাড়ি। আমার কাছে যা রিপোর্ট রয়েছে এই গাড়িগুলির মূল্য এক একটি প্রায় ২৪/২৫ লক্ষ টাকা। এজন্য সবমিলিয়ে প্রায় ৫ থেকে সাড়ে ৫ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, এই নয়া অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবার মাধ্যমে রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় আরো একটি নতুন পালক যুক্ত হলো। আমরা চাই যাতে কোন জায়গায় খামতি না থাকে। সেদিকে নজর রেখে কাজ করছে বর্তমান সরকার। এজন্য আমি স্বাস্থ্য দপ্তরকে ধন্যবাদ জানাই। সবাই মিলে আমরা কাজ করছি। এসব অ্যাম্বুলেন্সের মধ্যে চারটি সংযুক্ত থাকবে ১০২ নম্বরে মা ও শিশুদের জন্য। বাকিগুলি ট্রমা কেয়ার সেন্টারের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে।

এখন অনেকটাই সুবিধা পাবে। কল পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি গন্তব্যে পৌঁছে যাবে। এসব অত্যাধুনিক অ্যাম্বুলেন্সে উন্নত মানের ট্রলির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। যা একজনের পক্ষেও টেনে নেওয়া সম্ভব। একদম সহজ উপায়ে রোগীকে উঠানামা করানো যাবে। আমি এসব অ্যাম্বুলেন্স সমস্ত ত্রিপুরাবাসীর জন্য উৎসর্গ করলাম। যখনই কোন অসুবিধা হবে যেকেউ এই পরিষেবার সুযোগ নিতে পারবেন। এসকল অ্যাম্বুলেন্সের মধ্যে প্রশিক্ষিত কর্মীর ব্যবস্থা রাখা হবে। রোগীদের ব্লাড সার্কুলেশন যথাযথ রাখা, রেসপিরেশান যথাযথ রাখা সহ ইত্যাদি প্রাথমিক সেবা দানের ব্যবস্থা রাখা থাকবে। এজন্য যথাযথ প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এই উপলক্ষে আয়োজিত কার্যক্রমে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে, স্বাস্থ্য অধিকর্তা সহ অন্যান্য পদস্থ আধিকারিকগণ।

অনিয়মিত কর্মচারীদের দাবি সনদ বিধানসভায় উত্থাপনের দাবি

আগরতলা, ১৫ মার্চ : রাজ্যের অনিয়মিত কর্মচারীদের দীর্ঘদিনের দাবি-দাওয়া পূরণের লক্ষ্যে রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করল ত্রিপুরা অনিয়মিত কর্মচারী মঞ্চ। এ বিষয়ে রবিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করে সংগঠনটি। সেখানে বিধানসভার বাজেট অধিবেশনে তাদের দাবি সনদ উত্থাপন করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য শাসকদলসহ সবকটি রাজনৈতিক দলের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বরিষ্ঠ আইনজীবী পুরুষোত্তম রায় বর্মণ, কৌশিক নাথ, রতন দেবনাথ এবং নির্মল দত্ত সহ সংগঠনের অন্যান্য সদস্যরা। তারা অনিয়মিত কর্মচারীদের বর্তমান পরিস্থিতি তুলে ধরে সরকারের কাছে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানান।

বক্তারা জানান, রাজ্যের বিভিন্ন দপ্তরে কর্মরত বহু অনিয়মিত কর্মচারী দীর্ঘদিন ধরে নানা সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। তাদের চাকরির নিরাপত্তা, নিয়মিতকরণ, বেতন কাঠামোসহ একাধিক বিষয়ে সমাধান দাবি করে একটি দাবি সনদ প্রস্তুত করা হয়েছে।

সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, এই দাবি সনদ ইতিমধ্যে রাজ্যের অর্থমন্ত্রী, বিধানসভার মুখ্য সচেতক, বিরোধী দলনেতা এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।

ত্রিপুরা অনিয়মিত কর্মচারী মঞ্চের পক্ষ থেকে আশা প্রকাশ করা হয়েছে যে, আসন্ন বিধানসভার বাজেট অধিবেশনে তাদের দাবিগুলি নিয়ে আলোচনা করা হবে এবং কর্মচারীদের সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য রাজ্য সরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

এদিকে সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকা অনিয়মিত কর্মচারীদের সমস্যা সমাধানে দ্রুত উদ্যোগ নেওয়া না হলে ভবিষ্যতে বৃহত্তর আন্দোলনের পথেও হাঁটতে পারে কর্মচারীরা।

রবিবার আগরতলায় মুখ্যমন্ত্রীর ডা. মানিক সাহার উপস্থিতিতে মহাযোগদান সভা আয়োজিত হয়।

গোকুলনগর টিএসআর ক্যাম্প সংলগ্ন এলাকায় বাইক দুর্ঘটনা, গুরুতর আহত প্রাক্তন সৈনিক

বিশালগড়, ১৫ মার্চ : গোকুলনগর টিএসআর ক্যাম্প সংলগ্ন এলাকায় ভয়াবহ বাইক দুর্ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন এক প্রাক্তন সৈনিক জওয়ান। একই দুর্ঘটনায় বাইকে থাকা অপর আরোহী অল্পবিস্তর আহত হয়েছেন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রবিবার একটি বাইকে করে দুই ব্যক্তি ওই এলাকায় যাচ্ছিলেন। গোকুলনগর টিএসআর ক্যাম্প সংলগ্ন এলাকায় পৌঁছালে হঠাৎ করেই বাইকের চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। এর ফলেই মুহূর্তের মধ্যে ভয়াবহ দুর্ঘটনাটি ঘটে এবং বাইকটি রাস্তার ধারে ছিটকে পড়ে।

ঘটনাটি দেখতে পেয়ে আশপাশের স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন এবং আহতদের সাহায্যে এগিয়ে আসেন। পরে বিষয়টি দমকল বাহিনীকে জানানো হলে তারা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকাজ শুরু করেন।

দমকল কর্মীরা আহত দুই ব্যক্তিকে উদ্ধার করে তড়িঘড়ি বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে তাদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। আহতদের মধ্যে প্রাক্তন সৈনিকের অবস্থা গুরুতর বলে জানা গেছে।

প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, বাইকের অতিরিক্ত গতি এবং চালকের অসাবধানতার কারণেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে। ঘটনার পর এলাকায় কিছু সময়ের জন্য উত্তেজনা ও উদ্বেগের পরিবেশ তৈরি হয়।

এদিকে পুরো ঘটনার বিষয়ে পুলিশ খতিয়ে দেখছে এবং দুর্ঘটনার সঠিক কারণ জানার চেষ্টা চালানো হচ্ছে।

ধর্মনগরে ভোটার সচেতনতা বাড়াতে অনুষ্ঠিত 'আর্ট ফেস্টিভ্যাল'

ধর্মনগর, ১৫ মার্চ : ভোটারদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে রবিবার ধর্মনগরে অনুষ্ঠিত হল 'সিস্টেমেটিক ভোটার্স এডুকেশন অ্যান্ড ইলেক্টোরাল পার্টিসিপেশন' কর্মসূচির অংশ হিসেবে বিশেষ আর্ট ফেস্টিভ্যাল। ধর্মনগরের বিবেকানন্দ সার্ধ শতবার্ষিকী ভবনে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের উদ্যোগ নেয় ধর্মনগর মহকুমা প্রশাসন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উত্তর জেলার জেলাশাসক চান্দনী চন্দ্রান এবং ধর্মনগরের মহকুমাশাসক দেবযানী চৌধুরীসহ প্রশাসনের অন্যান্য আধিকারিক এবং স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা।

ফেস্টিভ্যালে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিশু চিত্রশিল্পীরা অংশগ্রহণ করে। তারা ভোটাধিকার প্রয়োগের গুরুত্ব, গণতন্ত্রের মূল্যবোধ এবং সচেতন ভোটদানের বার্তা ফুটিয়ে তোলার জন্য সৃজনশীল চিত্রকর্ম উপস্থাপন করেন। শিশুদের আঁকা ছবিতে প্রতিফলিত হয় গণতন্ত্রের নানা দিক এবং ভোটারদের দায়িত্ববোধ।

প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, এই ধরনের সৃজনশীল কর্মসূচির মাধ্যমে নতুন প্রজন্মের মধ্যে ভোটার সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং সাধারণ মানুষের কাছে ভোটের গুরুত্ব পৌঁছে দেওয়াই মূল লক্ষ্য।

উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত এই আর্ট ফেস্টিভ্যালে ক্ষুদে শিল্পীদের অংশগ্রহণে পুরো প্রাঙ্গণ প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। অংশগ্রহণকারীদের সৃজনশীলতা এবং উদ্দীপনা অনুষ্ঠানকে বিশেষ মাত্রা যোগ করেছে।

জটিল রোগে আক্রান্ত পাঁচ মাসের শিশুর পাশে তেলিয়ামুড়ার বিধায়িকা

তেলিয়ামুড়া, ১৫ মার্চ : তেলিয়ামুড়ার রাজনগর এলাকার এক পাঁচ মাসের শিশুর জটিল রোগে আক্রান্ত হওয়ার খবর প্রকাশের পর মানবিক উদ্যোগ নিয়ে তার পরিবারের পাশে দাঁড়ালেন স্থানীয় বিধায়িকা তথা রাজ্য বিধানসভার মুখ্যসচেতক কল্যাণী সাহা রায়। বিধায়িকার এই উদ্যোগে স্বস্তি ফিরেছে অসহায় পরিবারটির মধ্যে।

জানা যায়, রাজনগর এলাকার বাসিন্দা সমীর বিশ্বাস ও স্বরসতী বিশ্বাসের মাত্র পাঁচ মাস বয়সী পুত্র স্বর্ণজিৎ বিশ্বাস একটি বিরল ও গুরুতর রোগে আক্রান্ত হয়ে বর্তমানে জীবন-মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছে। স্থানীয় চিকিৎসকদের পরীক্ষায় জানা যায়, শিশুটির হৃদপিণ্ডে ছিদ্র রয়েছে এবং দ্রুত উন্নত চিকিৎসার প্রয়োজন।

চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী, শিশুটিকে অতি শীঘ্রই রাজ্যের বাইরে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করাতে হবে। যদিও সেখানে চিকিৎসা পরিষেবা বিনামূল্যে পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তবে যাতায়াত, থাকা-খাওয়া এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচ মিলিয়ে প্রায় দেড় লক্ষাধিক টাকার প্রয়োজন হবে বলে জানিয়েছে পরিবার। কিন্তু আর্থিকভাবে দুর্বল হওয়ায় এত বড় অঙ্কের অর্থ জোগাড় করা পরিবারের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, শিশুটিকে এক সপ্তাহের মধ্যেই বহিঃরাজ্যে নিয়ে যাওয়া জরুরি। তাই অসহায় পরিবারটি সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের কাছে আর্থিক সহায়তার আবেদন জানায়। তাদের আশা ছিল, সমাজের সহৃদয় মানুষের সহযোগিতায় হয়তো শিশুটির চিকিৎসা সম্ভব হবে এবং সে আবার সুস্থ হয়ে মায়ের কোলে ফিরে আসতে পারবে।

এই খবর রাজ্যের বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হওয়ার পর বিষয়টি নজরে আসে তেলিয়ামুড়ার বিধায়িকা কল্যাণী সাহা রায়ের। রবিবার তিনি শিশুটির পরিবারের সদস্যদের নিজের বাসভবনে ডেকে পাঠান এবং তাদের সঙ্গে কথা বলে সমস্ত বিষয় বিস্তারিতভাবে শোনেন।

বিধায়িকা পরিবারটিকে আশ্বস্ত করে জানান, শিশুটির সঠিক চিকিৎসার জন্য তিনি সর্বদা তাদের পাশে থাকবেন। পাশাপাশি শিশুটিকে চিকিৎসার জন্য বহিঃরাজ্যে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে যাতায়াত ও থাকার সম্পূর্ণ ব্যবস্থা এবং সংশ্লিষ্ট খরচ নিজেই বহন করবেন বলেও পরিবারটিকে আশ্বাস দেন তিনি। সেই সঙ্গে শিশুটির দ্রুত আরোগ্য কামনাও করেন বিধায়িকা।

বিধায়িকার এই মানবিক উদ্যোগে খুশি শিশুটির পরিবারের সদস্যরা সহ এলাকার সাধারণ মানুষ। অনেকেই মনে করছেন, এই উদ্যোগ অন্যদেরও অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াতে অনুপ্রাণিত করবে।

অমরপুর ছবিমুড়ায় মহারাজা অমর মানিক্যের আবক্ষ মূর্তি উন্মোচন

অমরপুর, ১৫ মার্চ : দক্ষিণ ত্রিপুরার অমরপুরের ছবিমুড়া এলাকায় এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মহারাজা অমর মানিক্যের আবক্ষ মূর্তি উন্মোচন করা হয়েছে। রবিবার অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে মূর্তিটি উন্মোচন করেন টিপরা মথা দলের প্রধান প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণ।

অনুষ্ঠানে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিত্ব, জনপ্রতিনিধি ও এলাকার বহু মানুষ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণ রাজ্যের পর্যটন খাতের উন্নয়নের প্রশংসা করেন এবং বলেন, বর্তমান সরকারের আমলে ত্রিপুরায় পর্যটনের বিকাশে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

তিনি উল্লেখ করেন, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও ঐতিহাসিক নিদর্শনে সমৃদ্ধ ত্রিপুরাকে পর্যটনের মানচিত্রে আরও সুপ্রতিষ্ঠিত করতে বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর ফলে রাজ্যে পর্যটনের ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটেছে বলেও তিনি মত প্রকাশ করেন।

বিশেষ করে রাজ্যের পর্যটন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরীর কাজের প্রশংসা করে তিনি বলেন, পর্যটন বিকাশে মন্ত্রী বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ও দূরদর্শী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। এই উদ্যোগগুলি রাজ্যের পর্যটন শিল্পকে আরও গতিশীল করবে এবং এর মাধ্যমে রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নয়নও ত্বরান্বিত হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

অনুষ্ঠানে মহারাজা অমর মানিক্যের অবদান স্মরণ করে বক্তারা বলেন, ত্রিপুরার ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সঙ্গে তাঁর নাম অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে রয়েছে। তাঁর স্মৃতিকে চিরস্মরণীয় করে রাখতে এই আবক্ষ মূর্তি স্থাপন একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ বলে মত প্রকাশ করেন উপস্থিতরা।

আগরতলায় সিনিয়র সিটিজেন ও পেনশনার সংঘের ত্রি-বার্ষিক রাজ্য সম্মেলন, ১১ দফা দাবি উত্থাপন

আগরতলা, ১৫ মার্চ : সিনিয়র সিটিজেন ও পেনশনারদের বিভিন্ন দাবি ও সমস্যাকে সামনে রেখে রবিবার আগরতলার স্টুডেন্টস হেলথ হোমে অনুষ্ঠিত হল ত্রিপুরা সিনিয়র সিটিজেন এন্ড পেনশনার্স সংঘের ত্রি-বার্ষিক রাজ্য সম্মেলন। সম্মেলনকে ঘিরে প্রবীণ নাগরিক ও পেনশনারদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ ও তৎপরতা লক্ষ্য করা গেছে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সর্বভারতীয় বরিষ্ঠ নাগরিক পরিসংঘের সভাপতি রবি রমন জী। বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বি.এম.এস ত্রিপুরা প্রদেশের সভানেত্রী দেবশ্রী কলই। প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন সর্বভারতীয় বরিষ্ঠ নাগরিক পরিসংঘের সাধারণ সম্পাদক চন্দ্রকান্ত দেশপান্ডে। এছাড়াও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বি.এম.এস ত্রিপুরা প্রদেশের সাধারণ সম্পাদক তপন চন্দ্র দে।

সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন ত্রিপুরা সিনিয়র সিটিজেন এন্ড পেনশনার্স সংঘের সভাপতি রণজিত দে।

অনুষ্ঠানে বিভিন্ন জেলার পেনশনার প্রতিনিধি ও সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন এবং সংগঠনের কার্যক্রম ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা হয়।

এদিনের সম্মেলনে পেনশনারদের স্বার্থ রক্ষায় ১১ দফা দাবি উত্থাপন করা হয়। দাবিগুলির মধ্যে পেনশন সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যার দ্রুত সমাধান, প্রবীণ নাগরিকদের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণসহ একাধিক বিষয় তুলে ধরা হয়।

সংগঠনের পক্ষ থেকে সরকারকে অবিলম্বে এই দাবিগুলি পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জোরালো আহ্বান জানানো হয়। সম্মেলনকে কেন্দ্র করে দিনভর বিভিন্ন কর্মসূচি ও আলোচনা পর্ব অনুষ্ঠিত হয় এবং প্রবীণ নাগরিকদের অধিকার ও কল্যাণ নিয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়।

ত্রিপুরায় জনজাতি ছাত্রীদের শিক্ষায় জোর, করবুকে নতুন ছাত্রাবাস উদ্বোধন

আগরতলা, ১৫ মার্চ : রাজ্যের পাহাড়ি ও প্রত্যন্ত জনজাতি অধ্যুষিত এলাকায় মেয়েদের শিক্ষাকে আরও শক্তিশালী করতে একাধিক উদ্যোগ গ্রহণ করছে রাজ্য সরকার। এই লক্ষ্যে করবুক মহকুমায় আদিবাসী ছাত্রীদের জন্য নতুন ছাত্রাবাসের উদ্বোধন করা হয়েছে। এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা বলেন, পাহাড়ি ও দূরবর্তী এলাকার বহু আদিবাসী পরিবারের মেয়েরা উপযুক্ত আবাসনের অভাবে উচ্চশিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। সেই সমস্যার সমাধান করতেই সরকার পর্যায়ক্রমে ছাত্রাবাস নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছে। এই কর্মসূচির অংশ হিসেবে করবুক মহকুমার বিদ্যা জ্যোতি সিলাচারি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত ৫০ আসনের একটি ট্রাইবাল গার্লস হোস্টেলের উদ্বোধন করা হয়। পাশাপাশি একই অনুষ্ঠানে ভার্চুয়াল মাধ্যমে করবুক পানঝিহুম উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত আরও একটি ৫০ আসনের এসটি গার্লস হোস্টেলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়।

কৈলাশহরে 'নাট্যমিলন-২০২৬' শুরু

কৈলাশহর, ১৫ মার্চ : নির্ঘোর্ষ নিক্কন নাট্য সংস্থার ২৮তম প্রতিষ্ঠা বর্ষ উপলক্ষে ত্রিপুরা সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সহযোগিতায় কৈলাশহরের ঊনকোটি কলাক্ষেত্রে শুরু হয়েছে দু'দিনব্যাপী নাট্য উৎসব 'নাট্যমিলন---২০২৬'। এই উৎসবকে কেন্দ্র করে নাট্যপ্রেমীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ লক্ষ্য করা গেছে।

আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই নাট্য উৎসবে রাজ্য ও বহিঃরাজ্যের মোট চারটি নাট্য সংস্থা অংশগ্রহণ করছে। দুই দিনব্যাপী এই অনুষ্ঠানে মোট চারটি নাটক মঞ্চস্থ করা হবে। এর মাধ্যমে নাট্যচর্চা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।

এবারের অনুষ্ঠানে নির্ঘোর্ষ নিক্কন নাট্য সংস্থা একটি অভিনব উদ্যোগ গ্রহণ করে। কৈলাশহরের মুখ বদি বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের অনুষ্ঠান মঞ্চে এনে তাদের বিশেষভাবে সম্মাননা প্রদান করা হয়। তাদের হাতে স্মারক বা মেমেন্টো তুলে দিয়ে উৎসাহিত করা হয়।

ডিওয়াইএফআই-এর ১৯তম সদর বিভাগীয় সম্মেলন শুরু, যুব আন্দোলন তীব্র করার আহ্বান

আগরতলা, ১৫ মার্চ : নয়া ফ্যাসিবাদী আক্রমণ প্রতিহত করা এবং নেশার বিরুদ্ধে প্রজন্মকে রক্ষা করার আহ্বানকে সামনে রেখে ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের ১৯তম সদর বিভাগীয় সম্মেলন শুরু হয়েছে।

আজ সুপারিবাগানস্থিত দশরথ দেব অডিটোরিয়ামে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের মধ্য দিয়ে সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক কাজ শুরু হয়।

এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ডিওয়াইএফআই ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির সভাপতি পলাশ ভৌমিক, রাজ্য সম্পাদক নবারুণ দেব এবং সদর বিভাগীয় কমিটির সম্পাদক জয়দীপ রাউৎ সহ সংগঠনের অন্যান্য নেতৃত্ব ও কর্মীরা।

সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে পলাশ ভৌমিক বলেন, ত্রিপুরায় বর্তমানে জঙ্গলের রাজত্ব চলছে। বিজেপি সরকারের শাসনকালে গোটা রাজ্যে দুর্নীতি ছড়িয়ে পড়েছে বলে তিনি অভিযোগ করেন। এর বিরুদ্ধেই সংগঠন লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে এবং আগামী দিনেও এই সংগ্রাম অব্যাহত থাকবে বলে তিনি জানান।

সম্মেলনে যুব সমাজের বিভিন্ন দাবি তুলে ধরে আগামী দিনে কাজ, শিক্ষা এবং নেশার বিরুদ্ধে লড়াইকে আরও তীব্র করার আহ্বান জানানো হয়।

রবিবার আগরতলায় ডিওয়াইএফের সদর বিভাগীয় সম্মেলন আয়োজিত হয়।

পোল্ট্রি ফার্মের দুর্গন্ধে অতিষ্ঠ পশ্চিম নোয়াগাঁওয়ের রানীবাজার ভূমিহীন কলোনির বাসিন্দারা

আগরতলা, ১৫ মার্চ : পোল্ট্রি ফার্ম থেকে বের হওয়া তীব্র দুর্গন্ধ ও মাছির উপদ্রবে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন পশ্চিম নোয়াগাঁওয়ের রানীবাজার ভূমিহীন কলোনির বাসিন্দারা। দীর্ঘদিন ধরে সমস্যার মুখে পড়েও প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনো কার্যকর ব্যবস্থা না নেওয়ায় এলাকাবাসীর ক্ষোভ বাড়ছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, পশ্চিম নোয়াগাঁওয়ের রানীবাজার ভূমিহীন কলোনি এলাকায় একটি মুরগির ফার্মকে কেন্দ্র করে চরম সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। অভিযোগ, ফার্ম থেকে নির্গত দুর্গন্ধে পুরো এলাকায় বসবাস করা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে। পাশাপাশি অসংখ্য মাছির উপদ্রবে নিত্যদিনের জীবনযাপনও কঠিন হয়ে পড়েছে বলে জানিয়েছেন বাসিন্দারা।

এলাকাবাসীর দাবি, বিষয়টি নিয়ে বহুবার খাদ্য দপ্তর এবং এসডিএমের কাছে অভিযোগ জানানো হলেও এখনও পর্যন্ত কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। ফলে দিন দিন সমস্যাটি আরও বাড়ছে।

এদিকে এলাকার বিধায়ক রতন চক্রবর্তী বিষয়টি সম্পর্কে অবগত থাকলেও এখনও পর্যন্ত কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ স্থানীয়দের।

এলাকাবাসীর দাবি, দ্রুত ওই পোল্ট্রি ফার্মটি বন্ধ করে সমস্যার স্থায়ী সমাধান করা হোক। অন্যথায় বাধ্য হয়ে তারা বৃহত্তর আন্দোলনের পথে নামবেন বলেও সতর্ক করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।

Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas